কলিকাতা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য

অশোক

ঐতিহাসিক নাটক

১৩১৭ সাল, ১৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

অভিনব সংস্করণ

কলিকাতা, ১৩ নং বসুপাড়া লেন হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ১৲ এক টাকা
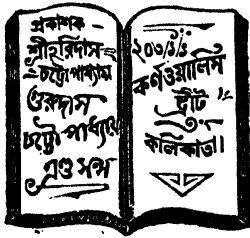
প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ

চরিত্র

(পুরুষ)

বিন্দুসার	...	...	পাটলিপুত্রের সম্রাট।
সুসীম	...	...	বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
অশোক	...	...	ঐ পুত্র (সুসীমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)।
বীতশোক	...	...	ঐ পুত্র (অশোকের সহোদর)।
কুনাল	...	...	অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
মহেন্দ্র	...	...	ঐ পুত্র (দেবীর গর্ভজাত)।
ন্যগ্রোধ	...	...	সুসীমের পুত্র।
কহ্লাটক	...	...	বিন্দুসারের মন্ত্রী।
রাধাগুপ্ত	...	...	ঐ
আকাল	...	...	আবাসহীন দরিদ্র।
উপগুপ্ত	...	...	বৌদ্ধ গুরু।
মার	...	...	পাপ-প্ররোচক। (সয়তান)
চণ্ডগিরিক	...	...	ঐ অনুচর।

তক্ষশিলার সভাপতি (পরে মন্ত্রী), সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ; তীরন্দাজ, চণ্ডাল-সর্দ্দার, কলিঙ্গ-সৈনিক, জনৈক জৈন, আভীর, ঘোষণাকারী, মার-দূত, ঘাতকদ্বয়, মার-অনুচর দ্বাররক্ষকদ্বয়, বৌদ্ধভিক্ষুগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, দূতগণ, রাজপ্রহরীগণ, সৈন্যগণ, বিন্দুসারের দেহরক্ষকগণ, রাজ-পারিষদগণ, অন্যান্য রাজাগণ, চণ্ডালগণ, সেনানায়কগণ, সভাসদগণ, মার-অনুচরগণ, বৌদ্ধ-উপাসকগণ, লোকগণ, ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল বালকগণ, গ্রীক মিশর প্রভৃতি বিদেশীয় রাজদূতগণ, বৌদ্ধগণ, পথিকগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

সুভদ্রাঙ্গী	...	...	বিন্দুসারের পত্নী।
চন্দ্রকলা	...	...	সুশীমের পত্নী।
পদ্মাবতী	...	...	অশোকের পত্নী।
দেবী	...	...	ঐ দ্বিতীয়া পত্নী।
সঙ্ঘমিত্রা	...	...	ঐ কন্যা (দেবীর গর্ভজাতা)।
কাঞ্চনমালা	...	...	কুনালের পত্নী।
চিত্তহরা	...	...	বারবিলাসিনী (পরে 'তিষ্যরক্ষিতা' অশোক-পত্নী)।
তৃষা	...	...	মারের কন্যা।

চিত্তহরার পরিচারিকা, পদ্মাবতীর পরিচারিকা, চণ্ডাল-পত্নী, আভীর-পত্নী, জনৈক বৃদ্ধা, দেবীর সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, সঙ্ঘমিত্রার সহচরীগণ, চণ্ডাল বালিকাগণ ইত্যাদি।

অশোক

প্রস্তাবনা

হিমালয়স্থ গিরি-কন্দরের সম্মুখ

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

১ম বৌদ্ধ। এ কি, আজ নির্ম্মল হিমাদ্রি প্রদেশে প্রকৃতির এরূপ ভাবান্তর কেন? যেন বায়ু কলুষিত, শুভ্র তুষাররাশি যেন মলিন, সূর্য্যালোক দীপ্তিহীন, সহসা এ কি পরিবর্ত্তন! হৃদয় যেন ঘোর ভারাক্রান্ত!

২য় বৌদ্ধ। আমরাও বার বার ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা ক'চ্ছি, কিন্তু মনের বিক্ষেপ কিছুতেই নিবারণ হ'চ্ছে না। সমাধিভঙ্গ হ'য়ে প্রভুও এদিকে আস্‌ছেন, দেখ্‌ছি।

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপগুপ্ত। বৎস, ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হ'য়েছি, শ্রবণ কর। অচিরে যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হবেন,

যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্র, অশোক নামে সেই পুরুষপ্রবরকে দুরন্ত মার ছলনা ক'র্‌বে।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, দুরাচার মার কি এরূপ ক্ষমতাশালী?

উপগুপ্ত। বৎস, অবিদ্যাপুত্র মারের স্বভাব—অমঙ্গল সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে। প্রেমই জগতের ভিত্তি। সেই প্রেমে অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়। যেরূপ মহা দৈব-দুর্য্যোগান্তে বাহ্যপ্রকৃতি সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তর্বিপ্লবান্তে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে। মারের প্রলোভনের অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বাসনা-প্রভাবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে মানব-দেহ গঠিত। এ নিমিত্ত মানব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। কিন্তু সেই প্রতারণা-জনিত ঘোর অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে যে, নির্ব্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরিত্রাণ পাবার আর উপায় নাই, বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পন্থা অবলম্বন করে; পরিশেষে সাধনার দ্বারা সেই পরমার্থ প্রাপ্ত হয়। মার কর্ত্তৃক প্রলোভিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে নির্ব্বাণ-লুব্ধ-চিত্ত হবেন। দেখ দেখ! দুর্ম্মতি তার মায়াজাল বিস্তার কর্‌বার জন্য আমাদের নিকট আগমন ক'চ্ছে। আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্য্যে বিরত থাকি, সেই উপদেশ প্রদান ক'র্‌বে, এই তার বাসনা।

মারের প্রবেশ

মার। আমি বুদ্ধদেবের নিকট হ'তে আস্‌ছি। তাঁর ইচ্ছা, তোমরা সকলে, যতদিন না শরীর পতন হয়, ধ্যানস্থ হ'য়ে কাল যাপন কর।

আমারও বাসনা, এই নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যানারূঢ় হব। আর আমার কার্য্যে প্রীতি নাই, আমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'য়েছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও অচিরে লুপ্ত হবে। বেদবর্জ্জিত ধর্ম্ম কখন চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব কেবল নিজ-প্রভাবে ধর্ম্মস্থাপন ক'রেছেন বই তো নয়। দেখ্ছ না, তাঁর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" লোপ হ'চ্ছে। বুদ্ধ-অবতারের পূর্ব্বে যেরূপ পশু-হনন, যাগ-যজ্ঞাদি হ'চ্ছিল, সেইরূপই হচ্ছে। তবে তোমরা কয়জন অবশ্য বুদ্ধদেবের কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ ক'র্বে। কিন্তু তোমাদের পর যারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্বে, তারা নিশ্চয় নরক-গামী হবে—আমি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ ক'রেছি।

উপগুপ্ত। মার, যতদিন এ কল্প ক্ষয় না হয়, তুমি নিজ পাপ-তাপে দগ্ধ হবে। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়েছ; কিন্তু যদ্যপি সেই রাজাধিরাজ অশোককে প্রতারিত ক'র্তে অসমর্থ হও, তা'হলে তুমি তাঁর দাসের ন্যায় আজ্ঞাপালনে বাধ্য হবে। যাও, দূর হও! আমাদের উপর তোমার অধিকার নাই। তুমি অবগত আছ, তোমার প্রতি শাসন-ক্ষমতা বুদ্ধদেব আমায় প্রদান ক'রেছেন। যদ্যপি অচিরে এ স্থান পরিত্যাগ না কর, তোমার দণ্ডবিধান ক'র্ব।

[মারের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, ব্রাহ্মণেরা যে বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হবে, এ কি তাদের দর্পমাত্র?

উপগুপ্ত। বৎস, যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হ'তে, তাহ'লে কদাচ এরূপ সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদিত হ'ত না। যতদিন ধরণী অধর্ম্মে না পরিপূর্ণ হবে, ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম—'অহিংসা—সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান'। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ, জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন। ভিন্ন

ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার হ'তে পারে; কিন্তু যে ধর্ম্ম—ধর্ম্মের এই সার মর্ম্ম বর্জ্জিত, সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। চল, আমাদের বহু কার্য্য। ধরায় শান্তিদান—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' প্রচার। সুসময় উদয় হ'য়েছে, বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যৎ-বাণী সকলে অবগত আছ যে, দুইশত বৎসর পরে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিস্তারিত হবে। সেই দুই শত বৎসর গত। সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। আমাদের চির প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের বহির্দ্দেশস্থ বিজন কুঞ্জ

মার ও চিত্তহরার প্রবেশ

মার। কর যদি কার্য্য মম উপদেশ মত,
প্রেমে যদি নাহি হও রত,
চিরস্থায়ী রহিবে যৌবন ;
আছিলে কুটীরবাসী,
স্বল্প পণে দেহ দান
ছিল তব জীবিকা উপায়।
এবে আমার কৃপায়—
পাবে ধন, পাবে জন, পাবে সিংহাসন।
আসিছে সুষীম, তারে করহ ছলনা।

চিত্তহরা। ভুলাইতে বিধিমতে করিব যতন।
কিন্তু ভাবি মনে,
রাজ্যেশ্বর, রাজার নন্দন—
শতশত রূপবতী নারী, সদা আজ্ঞাকারী,
আপনারে ধন্য সেই মানে—
যে নারী যে দিনে পায় তার সেবিতে চরণ।

মার। চিন্তা নাহি কর,
তুমি মম কন্যা আজি হ'তে—
তব হৃদে আমার আসন।
অপ্সরারে ঠেলি পায়
তব পায় ধরিবে নিশ্চয়,
যারে তুমি হানিবে কটাক্ষ বাণ।
কোকিলের কুহুস্বর কঠোর মানিবে,
তব কণ্ঠস্বর যার শ্রবণে পশিবে।
স্পর্শি তব কায়
কুসুম কঠিন হবে জ্ঞান।
নিয়ত তোমায় মাধুরীমালায়
ঘেরিয়ে রাখিব আমি।
বসি এই শুভ্র শিলাসনে
কর গান আপনার মনে।
প্রেরিয়াছি অনুচরে আনিতে সুসীমে।

[মারের প্রস্থান।

চিত্তহরার গীত

স্ববশে থাকিতে কেন আপন দোষে।
যাব অকূলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে॥
পর আপন কবে, কেন কাঁদিব তবে,
কুসুম-প্রাণে ছি ছি এত কি সবে ;
পরে আপন ভেবে, মিছে জ্ব'লে কি হবে,
পাব না মণি কেন ধরিব ফণী,
দহিব দশন-বিষে দিবা-রজনী ;
সাধে বাদ সেধে পড়িয়া ফাঁদে,
কেন রব অবশে পর-প্রেম-পরশে॥

সুসীমের প্রবেশ

সুসীম। কে তুমি রমণী, বসি একাকিনী,
ঢালিছ স্বরলহরী বসিয়ে বিরলে?
কাঁদাইয়ে কোন অভাগায়, এসেছ হেথায়?
গৃহ কার অন্ধকার তোমার বিহনে?
চাও বিনোদিনি, রাজার কুমার,
পরিচয় মাগে সবিনয়।

চিত্ত। আমি আপ্‌নি কাঁদি, কাঁদাই নি কারে,
আমি আপ্‌নি ফিরি, আলো-আঁধারে,
আমি আপ্‌নি আপন, নইকো আর কার,
পরাব না, প'র্‌বো না তো গলায় কার হার ;
আমি মনের বেগে পণ করি কঠিন,
একলা হেসে একলা কেঁদে কাটিয়ে দেব দিন।
আমি ক'র্‌তে চুরি কুসুমের হাসি,

আপন মনে ফুলের সনে হই কাননবাসী।
জানি না তো প্রাণ আমার কি চায়—
মাখ্‌তে বুঝি চাঁদের কিরণ, ভাস্‌তে মলয় বায় ;
চাই মেঘের কাছে কেড়ে নিতে দামিনীর মালায়,
মাধুরী দেখ্‌বো রেখে সোহাগের ডালায় ;
আমি কুরূপ দেখে অন্তরে ডরাই,
প্রাণ ঢেলে গান করতে আসি বিরলেতে তাই।

সুসীম। শীত-উষ্ণ দেশে, পর্ব্বত প্রদেশে,
প্রান্তরে, সলিলে, ফোটে যে সুন্দর ফুল—
বিকসিত মম উপবনে।
ধরায় সুন্দর বস্তু আছিল যথায়—
একত্রিত সকল(ই) সে বনে।
সুরঙ্গ বিহঙ্গ যত গায় শাখী-শিরে—
বদ্ধ আছে সুবর্ণ পিঞ্জরে।
ধরণী-সাগর-গর্ভ করিয়ে লুণ্ঠন,
একত্রিত অমূল্য রতন ;
গজশিরে, শুক্তির জঠরে
মুকুতা আছিল যত—
একত্রিত ঝালর-বিন্যাসে ;
মৃদুমন্দ নির্ঝর-ঝঙ্কারে
উথলে সুরভি বারি পরশি গগন ;
বিলায় মলয় বায় সৌরভ তথায় ;
করে মৃদু কলধ্বনি প্রবাহিণী,
মম বিলাস আবাস হৃদয়ে ধরিয়ে তার

সুষমার সাগর মাঝারে রাখিব তোমারে,
এস সাথে আদরিণি !

চিত্ত। যেতে পারি, তোমায় দেখে আমার সাধ হ'চ্ছে—যাই ; কিন্তু আমি কুৎসিত দেখ্‌লে ডরাই ! আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই—আমার প্রাণের দোষে কোথাও স্থির হ'তে পারি না। এখানে তো কেউ কুৎসিত নাই ?

সুসীম। সুন্দরি, আমার উপবন সুষমার আধার। সুন্দর সুন্দরী কিঙ্কর কিঙ্করী ভিন্ন আমার অপর পরিচারক পরিচারিকা নাই। কৃপা ক'রে উপবনে এস, দেখ্‌বে সকলই সুন্দর। তুমি সৌন্দর্য্যের রাণী, আমার উপবনই তোমার যোগ্য রাজ্য।

চিত্ত। দেখো, আবার তো প্রতারিত হব না ?

সুসীম। প্রতারণা ! তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, তোমার সহিত প্রতারণা ?

চিত্ত। অনেক সুন্দর রাজকুমার, যদিচ তোমার মত সুন্দর নয়, অম্‌নি ক'রে আমায় সেধেছে ; অম্‌নি ক'রে আমায় ভুলিয়ে নে গিয়েছে ; কিন্তু কুৎসিত দেখে ঘৃণায় সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। অনেকে শপথ ক'রে প্রাণ দিতে চেয়েছে, অনেকে পায় ধ'রেছে। কিন্তু দেখেছি, বুঝেছি—সে সমস্তই প্রতারণা !

সুসীম। আমিও তোমার পায় ধর্‌ছি, আমিও তোমায় শপথ ক'রে প্রাণ দিচ্ছি, আমি পাটলিপুত্রের যুবরাজ ; আমার প্রতি কপটতা আরোপ ক'র না।

চিত্ত। পায় ধরা, প্রাণ দেওয়া—ও সব পুরণো হ'য়েছে। সকলে মনে ক'রেছিল, আদর করে নিয়ে যাবে, দাসী ক'রে রাখবে। যখন সভায় যাবে, তার বিবাহিতা স্ত্রী তার পাশে ব'স্‌বে। আমি স্বাধীনা স্বেচ্ছায় কেন দাসী হব ?

সুসীম। তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! সাম্রাজ্যের গৌরব-প্রচারার্থ কাল হ'তে সপ্তাহ নগরীতে মহোৎসব। কল্য পশুক্রীড়া প্রদর্শিত হবে। আমি তোমায় ল'য়ে সেই সভায় সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হব।

চিত্ত। আমায় ত কেউ রাজরাণী ব'ল্‌বে না।

সুসীম। তবে, আমি শপথ কচ্ছি, যেদিন রাজ্যেশ্বর হব, তুমিই আমার বামে ব'সে মুকুট ধারণ ক'র্‌বে। এই দেখ, যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারি—তোমার পায় রাখ্‌ছি।

(তদ্রূপ করিতে উদ্যত)

কহ্লাটকের প্রবেশ

কহ্লাটক। কি করেন, কি করেন, যুবরাজ! পাটলিপুত্রের যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারি—এ অপরিচিতা নারীর পায় রাখ্‌বেন না।

চিত্ত। ইনি সত্যই বলেছেন, ইনি সত্যই বলেছেন—কি করেন, যুবরাজ!

সুসীম। প্রাণেশ্বরি, বৃদ্ধ নির্ব্বোধের কথায় অভিমান ক'র না। মন্ত্রি, যাও—যান, মহারাজকে পরামর্শ দিন,—আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রনা।

কহ্লাটক। যুবরাজ, মুকুটের অসম্মান, তরবারির অসম্মান—আমি এ রাজসংসারে পালিত, আমার সম্মুখে ক'র্‌বেন না।

সুসীম। [অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) নিক্ষেপ পূর্ব্বক] তবে দূর হও।

কহ্লাটক। (স্বগত) বৃদ্ধবয়সে এই অপমান সহ্য ক'রতে হ'ল!

অশোকের প্রবেশ

অশোক। (স্বগত) এ কি! এ নির্জ্জন স্থানেও কি আমার অধিকার নাই—এও কি যুবরাজের বিলাস-স্থান?

চিত্ত। ওমা—ওমা, কি কুৎসিত গো! আমি এখানে থাক্‌ব না—আমি এখানে থাক্‌ব না!

[প্রস্থানোদ্যতা।

সুসীম। যেও না, যেও না, এখনি দূর ক'রে দিচ্ছি।

চিত্ত। আগে রাজ্য থেকে বিদায় ক'রে দাও, নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না! [চিত্তহরার প্রস্থান।

সুসীম। যেও না, যেও না—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, এ কি! আপনি এরূপ অবস্থায় কেন?

কহ্লাটক। কুমার, আমার গ্রহ রুষ্ট, তাই অপমানিত হ'তে হেথায় এসেছিলেম। দূত আমার নিকট প্রকাশ করে যে, যুবরাজ মত্ত হ'য়ে কোন বারবিলাসিনীতে আত্মসমর্পণ ক'চ্ছেন। আমি তাই নিবারণ ক'রতে এসেছিলেম।

অশোক। আপনি কি যুবরাজের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য দূত নিযুক্ত করেন?

কহ্লাটক। না না, সে ব্যক্তি অপরিচিত। তার নিকটে কুৎসিত সংবাদ পেয়ে আমায় উপস্থিত হ'তে হ'য়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে বারবিলাসিনী প্রবেশ ক'র্‌বে, এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে তা নিবারণ ক'র্‌তে, এসেছিলেম।

আকালকে বন্ধন করিয়া লইয়া কয়েকজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কহ্লাটক। এ কে এ?

কর্ম্মচারী। মন্ত্রীমহাশয়, এ ব্যক্তি চোর—তুইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত হ'য়েছে।

কহ্লাটক। কি ক'রেছে?

আকাল। তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, আমিই ব'ল্‌ছি। (মন্ত্রীর প্রতি)

আমি চোর নই, চোর কি এঁরা ধরেন? আমি সৌখিন। আমি কেমন অট্টালিকায় শুতে পারি না, ছেলেবেলাকার অভ্যেস, রাস্তায়—জঙ্গলে একধারে প'ড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর-সর-নবনী আমার পেটে সয় না, তাই ভিক্ষান্নের চেষ্টা করি।

অশোক। তোমার এ দশা কেন?

আকাল। বল্লুম তো—সখ! এই আপনি রাজকুমার হ'য়ে সভায় না ব'সে, বনে-বাদাড়ে একলা ঘোরেন কেন? তা যখন মন্ত্রীমহাশয় আছেন, আর আপনিও উপস্থিত আছেন, যে ব্যক্তি কোড়া প্রহার করে, তাকে বার বার কেন দুঃখ দেবেন?—হাত টাটাবে। প্রহরীদের হুকুম দেন, গর্দ্দানাটা কেটে ফেলুক! ওঁদেরও আমোদ হবে, আমিও নিস্তার পাব।

অশোক। ওদের আমোদ হবে কেন?

আকাল। আজ্ঞে, পাঁটা কেটে ঢাক ঢোল বাজায়, কাঁচা মানুষের মাথা কেটে একটু আমোদ ক'রবে না? এরা যেদিন ধ'রে কারেও না মারতে পারে, মন-মরা হ'য়ে থাকে। ওদেরও একটু আনন্দ দেন, আর আমারও রাস্তায় শো'য়া বাইটে নিবারণ করুন।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, দেখ্‌ছি—এ ব্যক্তি অবস্থায় দীক্ষিত হ'য়ে সত্য কথা বল্‌তে ভীত নয়। আমার অনুরোধ, আপনি বিচারপতিকে ব'লে একে মার্জ্জনা করুন। এ ব্যক্তি অর্থহীন, আবাসহীন, সংসারে একজন অভাগা। (আকালের প্রতি) তোমার ভয় নাই, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

আকাল। কুমার, ভয়ে কাঁদ্‌ছি না। দেখ্‌ছি, অভাগা একা আমি নই; রাজপুত্রও অভাগা, নইলে অভাগার দুঃখ বুঝ্‌তেন না।

অশোক। তোমার নাম কি?

আকাল। দেশে আকাল হ'য়েছিল, সেই সময় পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রেছি, সেইজন্য পিতামাতা সুন্দর 'আকাল' নাম দিয়েছেন। আকালেই হোক বা সুন্দর ভাগ্যবান পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়াতেই হোক শীঘ্রই পিতা মাতা প্রাণত্যাগ করেন। বিনা বেতনে একজন চাকর রাখা চ'ল্‌বে, চাকর কিন্‌তে হ'তো, তার সিকি খরচে আমি মানুষ হ'তে পারবো, আর দয়া প্রকাশ করাও হবে, সেইজন্য জমীদার আশ্রয় দিলেন। সেইখানে তো একজন ক্রীতদাসীর কাছে মানুষ হলেম ; সে ভাগ্যবতীও আমার পাঁচ বছর বয়সের সময় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল। সেই সময় থেকে মার খেয়ে মারে অরুচি হ'য়ে গেল। পালিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে শেষ এই সৌখিন হ'য়ে পড়েছি।

অশোক। তোমার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতের ন্যায়।

আকাল। দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই হ'তেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছি।

কহ্লাটক। এর বন্ধনমুক্ত ক'রে আমার আবাসে নিয়ে যাও।

[আকালকে লইয়া রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

সুসীমের পুনঃ প্রবেশ

সুসীম। দূর হ, দূর হ, বাঁদীপুত্র, নাপ্‌তিনী-পুত্র, চণ্ডালিনী-পুত্র, কুষ্ঠরোগগ্রস্থ !—দূর হ !

অশোক। যুবরাজ, সমস্ত ভোগসুখ পরিত্যাগ ক'রে আমার ধৈর্য্যের বন্ধন ছেদন ক'রবেন না। পুনরায় এরূপ উক্তি ক'রলে আপনার জিহ্বা নীরব হবে।

সুসীম। কি, তুই আমায় খুন ক'র্‌বি, খুন ক'র্‌বি ? আচ্ছা দেখি, মহারাজ এ কথা শুনে কি বলেন।　　　　[সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, ব'ল্‌তে পারেন, আমি অভাগা, না, ঐ দীন ব্যক্তি অভাগা ?

কহ্লাটক। যুবরাজ, এ বর্ব্বরের কথায় বিষণ্ণ হবেন না।

অশোক। ধিক্ জন্ম—ধিক্ মম মাতৃস্তন্য পান,
ধিক্ হস্ত-পদ, ধিক্ শ্রবণ-নয়ন,
মাতৃ-নিন্দা শুনিনু শ্রবণে !
রুদ্ধ না হইল অহে শ্রবণ-বিবর,
মস্তকশোভিত স্কন্ধ মাতৃনিন্দুকের
হেরি, উৎপাটিত নাহি হইল নয়ন !
হস্ত না স্পর্শিল তরবারি,
পদ না করিল চূর্ণ নিন্দুক-বদন !
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার।

[অশোকের প্রস্থান।

কহ্লাটক। মহারাজের বুদ্ধিভ্রম—অযোগ্য ব্যভিচারী পুত্রের আদর, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজলক্ষণযুক্ত পুত্রের অনাদর ! রাজচক্রবর্ত্তী-ব্যঞ্জক জটুল-চিহ্নকে কুষ্ঠরোগ-জ্ঞানে ঘৃণা করেন।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহাশয় ! মহারাজ আপনাকে সভায় আহ্বান করেছেন। উৎসবের কিরূপ আয়োজন হ'য়েছে, জান্‌বার ইচ্ছা করেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উৎসব-সভার নিকটস্থ নির্জ্জন স্থান।

অশোক

অশোক। কিবা কার্য্যে রাজবংশে জনম আমার !
ওই হীন বিলাসী আমোদপ্রিয়গণ—
সপ্ত দিবারাত্র হেয় উৎসবে মগন,
আমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন ?
হেন হীন প্রকৃতির কুৎসিত আগার
যগ্যপি শরীর মন—
এখনি বর্জ্জন প্রয়োজন।
কিন্তু কভু নয়,
হেন নীচাশয় হৃদয় নহেক মম।
এ কি উত্তেজনা !
সসাগরা ধরণী কামনা
নিরন্তর অন্তরে আমার—
কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত।
পিতৃঘৃণা—কুৎসিত বলিয়ে,
মাতৃস্নেহে নহি অধিকারী,
উচ্চ কর্ম্মচারীগণে করে অবহেলা।
মাত্র মন্ত্রীদ্বয়, জ্ঞান হয়, পক্ষ মম—
মনোভাব রাজ-ভয়ে প্রকাশিতে নারে।
কিন্তু উপেক্ষায় শত গুণে বৃদ্ধি উত্তেজনা !

একচ্ছত্র রাজদণ্ড করিব ধারণ,
উচ্চ আশ হৃদয়ে বিফল কভু নয়!
নহে মম সামান্ত জীবন,
নহি আমি সামান্ত মানব,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মানিবে !

বিন্দুসার, সুভদ্রাঙ্গী, সুসীম, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারকে স্পর্শ করিয়া বৃক্ষান্তরালস্থ অশোককে দেখাইয়া) ওই—

বিন্দুসার। (সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি) দেখ, তোমার অশোকের যেরূপ আকার, সেইরূপ প্রকার। অতি সামান্য প্রজাকেও উৎসব-দর্শনে আমি অধিকার প্রদান ক'রেছি। অশোক ও উপস্থিত থাক্‌লে আমি বিশেষ আপত্তি ক'রতেম না, বরং উৎসব-দর্শনেচ্ছু হ'লে আমি ভাবতেম যে, অশোকের কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে। কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত অশোককে উৎসব-স্থলে উপস্থিত হ'তে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে উপদেশ উপেক্ষা ক'রে এই নির্জ্জন প্রদেশে ক্ষিপ্তের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন ক'চ্ছে। ধিক্, কি মহাপাতকে এই হীন সন্তান আমার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে! (অশোকের প্রতি) অশোক, তুমি যদি উৎসব-দর্শনে ইচ্ছুক, সভাস্থলে উপস্থিত না হ'য়ে এ স্থানে কেন গুপ্তভাবে অবস্থান ক'চ্ছ? মন্ত্রীরা তো তোমায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অশোক। উৎসব-দর্শন-ইচ্ছা নাহি মহীপাল,
ঘৃণা মম উৎসব-দর্শনে।

বিন্দুসার। তবে কেন চোরের মত একদৃষ্টে উৎসব লক্ষ্য ক'চ্ছ?

অশোক। দেখিতেছি, কত হীন মানব-হৃদয় !
হীন কার্য্য কত প্রিয় তার !
মনুষ্যত্ব কিরূপ ক'রেছে পরিহার !
দেখুন সম্রাট,
হেন শক্তি নরের শরীরে,
যাহে—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি
দাস সম আজ্ঞায় চালিত।
কিন্তু সেই মহাশক্তি উপেক্ষা করিয়ে
সপ্ত দিবারাত্র আজি বিলাসে বিব্রত,
যাহে—চিত্ত পশু সম হয় অবনত।

বিন্দু। আরে মূঢ়, মনুষ্যত্ব কেবল তোমার আছে, আর এ রাজ্যে কারো মনুষ্যত্ব নাই ?

অশোক। মহারাজ, দাসের মনুষ্যত্ব আছে বা না আছে পরীক্ষা করুন।

বিন্দু। বিলাস তোমার হীন বিবেচনা হয় ! তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত, শ্রুত আছ কি ?

অশোক। মহারাজ, আরও বিস্মিত হ'চ্ছি—তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, আর রাজধানীতে অকারণ উৎসব ! কোন নূতন রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই; রাজপুরে কোন রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই; কোন দেব-দেবীর পূজা নাই; কেবল উৎসবের নিমিত্ত উৎসব—যে উৎসবে নর্ত্তকীরা প্রধান,—(জানু পাতিয়া) ধরণীশ্বর, এ নিমিত্তই এই উৎসবের প্রতি আমার ঘৃণা !

বিন্দু। তোমার উৎসবের প্রতি ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমার প্রতি।

অশোক। না, মহারাজ ! আমার ঘৃণা—হীন পারিষদের প্রতি; ঘৃণা—

হীন প্রজাবর্গের প্রতি, যাদের উত্তেজনায় এই উৎসব-কার্য্যে মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন। এ উৎসবে তারা রাজভক্তি প্রদর্শন ক'চ্ছে না, মনুষ্যত্বহীন বিলাসীরা রাজসম্মান-ভাণে আপনাদিগের বিলাস-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ক'চ্ছিল। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কারো উৎসাহ নাই। পিতামহ রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত-স্থাপিত এই বিরাট সাম্রাজ্য যে, অঙ্গহীন হ'চ্ছে—এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই। তক্ষশিলা যদি দমিত না হয়, তক্ষশিলায় যদি রাজ-শাসন স্খলিত হয়, দিন দিন অপরাপর প্রদেশও পাটলিপুত্রের সিংহাসন উপেক্ষা ক'রতে উত্তেজিত হবে—তক্ষশিলাবাসীর সকলেই অনুকরণ ক'রবে।

বিন্দু। দেখ রাজ্ঞি, বর্ব্বরের স্পর্দ্ধা দেখ! মন্ত্রীবেষ্টিত সম্রাটকে কদাচার কুরূপ বাতুল উপদেশ প্রদান ক'চ্ছে।

অশোক। মহারাজ, দাস তো কোন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিন্দু। তুমি তক্ষশিলা দমন কর্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত না কি?

অশোক। মাত্র রাজাজ্ঞার অপেক্ষা।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারের প্রতি) বাবা, অশোককে পাঠিয়ে দিন না, তা'হলে আপনার আপদ সহজেই চুকে যায়।

বিন্দু। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা? আজ্ঞা দিলুম, তক্ষশিলা দমন কর।

অশোক। সৈন্য সজ্জিত হ'তে আদেশ প্রদান করুন।

বিন্দু। তোমার সৈন্য তুমি বেছে নাও; এ হীন প্রদেশ, হীনচেতা লোক—বিলাসরত, এ প্রদেশের সৈন্য তোমার ন্যায় বীরপুরুষের যোগ্য নয়।

অশোক। তবে আমি একা তক্ষশিলা প্রদেশ জয় ক'রব, এইরূপ কি রাজাদেশ?

বিন্দু। আদেশ তুমিই প্রার্থী।

সুভদ্রা। দুখিনীর সন্তানকে কি বিসর্জ্জন দেবেন, মহারাজ ?

বিন্দু। রাজ্ঞি, আজ আবার কি নূতন কৌশল ? তোমার পুত্র কি তক্ষশিলা-দমনে একা অগ্রসর হবে বিবেচনা ক'রেছ ? তুমি কি বোঝ না যে, এই দাম্ভিকের দম্ভ আমায় অবমাননা করবার নিমিত্ত ? (অশোকের প্রতি) বীরপুরুষ, বীরত্ব প্রকাশ কর, দণ্ডায়মান কেন ? তক্ষশিলা জয় ক'রে এস, আমি তোমায় সিংহাসন প্রদান ক'রব। অপেক্ষা কেন ?

অশোক। মাতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, মহারাজ।

বিন্দু। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাতৃআজ্ঞা ব্যতীত গমন ক'রতে পারবে না—তোমার অসীম বীরত্ব ! তোমার পিতার আজ্ঞা শোন ! তক্ষশিলা জয় না ক'রে নগর প্রবেশ ক'র' না।

[অশোক, সুভদ্রাঙ্গী, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অশোক। মহারাণী, রাজাজ্ঞা পালন করি, অনুমতি দিন।

সুভদ্রা। বৎস, জয়যুক্ত হও ! রাজ-আজ্ঞা পালন কর।

রাধাগুপ্ত। মা, মার্জ্জনা করুন ! মহারাজ যেরূপ কঠোর পিতা, আপনিও কি সেইরূপ কঠোরা জননী ?

সুভদ্রা। না রাধাগুপ্ত, আমি কঠোরা জননী নই। বাবা, তোমরা অশোকের প্রকৃতি জান না। আমি অনুমতি না দিলে যদি অশোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, অশোক দেহের মমতা এখনি পরিত্যাগ ক'রবে।

অশোক। মা মা, তুমি রোদন ক'র' না ! আমি তোমার আশীর্ব্বাদে জয়ী হ'য়ে প্রত্যাগমন ক'রব, শান্ত হও !

সুভদ্রা।　　　বৎস,

　　　শান্ত হ'তে কাহারে করিছ অনুরোধ ?
　　　কিরূপে করিব শান্ত অশান্ত হৃদয় ?

নহ নারী,
কিরূপে বুঝিবে তুমি মায়ের বেদনা ?
অশোকের সম পুত্র কর নি প্রসব,
দাও নাই অশোক নন্দনে বিসর্জ্জন,
শান্ত হ'তে অনুরোধ কর সে কারণ।
বুঝি বা জানিছ মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝি বা ভাবিছ মম আদরের ত্রুটি ;
কিন্তু শোন, বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে।
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার,
দৈবজ্ঞের গণনা স্বরূপ ;
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ,
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।
অজানিত সুদূর প্রদেশে
সেই পুত্র, অন্তরের নিধি,
শত্রুমাঝে অসহায় করিব প্রেরণ—
শান্ত কে করিবে, বৎস, জননীর মন !

অশোক। মাগো, দৈবজ্ঞ গণন, ভিক্ষুর বচন,
মম হৃদয়ের উত্তেজনা—
অবশ্য হইব মাতা রাজরাজেশ্বর,
তব আশীর্ব্বাদে আমি হব সর্ব্বজয়ী।

[প্রণাম পূর্ব্বক অশোকের প্রস্থান।

সুভদ্রা।　　করুণা-আকর যেই দেবতামণ্ডল—
অনাথের নাথ চিরদিন,
রক্ষা ক'র' অনাথ নন্দনে।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ হ'লো! কি উপায়ে রাজকুমারকে রক্ষা করা যায়?

কহ্লাটক। চল, দ্রুতগামী দূত প্রেরণ ক'রে কুমারকে রাজ্যপ্রান্তে কোন নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ রাখা যাক্। এ ব্যতীত তো অপর উপায় দেখি না। মহারাজ দিবারাত্র এই যোগ্য পুত্রের মৃত্যু-কামনা করেন। দেখ্‌লে না, এই পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে মহারাজ পরম আহ্লাদিত। সতর্কভাবে কার্য্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের অমঙ্গল হওয়া সম্ভাবনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

অগ্রে অশোক পশ্চাৎ বীতশোকের প্রবেশ

বীতশোক। দাদা, কোথা যাও?

অশোক। রাজাদেশ পালনে।

বীত। তোমার স্ত্রী-পুত্রদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রলে না?

অশোক। সে অবকাশ নাই।

বীত। দাদা, তুমি তো বড় কঠিন ?

অশোক। কর্ত্তব্যের পথ তো কোমল নয়, বীতশোক ? তুমি আমার হ'য়ে আমার স্ত্রী-পুত্রদের ব'ল', যে আমার স্নেহের অভাব নয়, তবে রাজকার্য্য বড় কঠোর।

বীত। আমি কি ক'রে ব'লব, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব। রাজা-দেশপালন যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, আমি তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগমন করা আমার কর্ত্তব্য।

অশোক। না, বীতশোক, তুমি ফিরে যাও, আমাদের মা বড় দুখিনী ; আমার অদর্শনে কাতরা হবেন, তুমি সান্ত্বনা ক'র'।

বীত। দাদা, তুমি আমায় কর্ত্তব্যপালনে শিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু সে শিক্ষার পরীক্ষা-গ্রহণ কই ক'চ্ছ ? তুমি একাকী অসহায় শত্রুমাঝে গমন ক'রবে, আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, রাজগৃহে রাজভোগে অবস্থান ক'রব ?

অশোক। চিন্তা দূর কর উচ্চাশয়,
জেন, মম কোন কার্য্যে নাহি পরাজয়।
বিশাল সাম্রাজ্যপতি করিয়ে আমায়
প্রেরিয়াছে অদৃষ্ট ধরায় ;
না ধরে ধরণী-বক্ষ হেন কোন জন,
নতশির না হইবে সম্মুখে আমার।
নাহি অসি তীক্ষ্ণধার পিধানে কাহার
দেবতা-গঠিত অঙ্গে করিবে প্রবেশ,
দেব-প্রিয়দর্শী আমি জানিহ নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হইয়ে কর জননীর সেবা ;
ভ্রাতা বলি আলিঙ্গনে পুনঃ সম্ভাষিব।

বীত। হেন দেবকার্য্যে যদি তব আগমন,
তবে কি কারণ—কনিষ্ঠ তোমার—
তাহে করহ বঞ্চন ?
তব উচ্চ গৌরবের অংশ মাত্র দানে
আজি যদি করহ বঞ্চনা,
কর মানা সাথী হইবারে—
যেই দেবকার্য্যে তুমি ধরণীমণ্ডলে—
সেই দেবগণে আমি কহি সাক্ষী করি,
তব মহাকার্য্যে হব নিশ্চয় সহায়।
নাহি মম তব সম উচ্চ অভিলাষ,
জ্যেষ্ঠ সেবা একমাত্র পিয়াস হৃদয়ে।

অশোক। কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবা মম,
মাতার নয়ন-ধার করহ মোচন।

বীত। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব, লঙ্ঘিবতে না পারি,
কিন্তু তব অতি নিষ্ঠুরতা ;
নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করি সম্মুখে তোমার,
তব কার্য্যে ছার দেহ করিব বর্জ্জন।

[অগ্রে অশোক পরে বীতশোকের অপরদিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর—সুভদ্রাঙ্গীর মহল

সুভদ্রাঙ্গী ও পদ্মাবতী

পদ্মাবতী। মা মা, কি হবে? মহারাজ প্রভুকে বর্জ্জন ক'রেছেন, নগরে প্রবেশ নিষেধ। কি হবে, মা, কি হবে!

সুভদ্রা। আমরা দীনা রমণী, আমরা কি ক'রব, মা? দীননাথকে ডাক', আর তো উপায় নাই।

পদ্মাবতী। মা, তোমার শ্রীমুখে শ্রবণ ক'রেছি, তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, কোন মহাপুরুষ গণনা করেন যে, তোমার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ ক'রবেন, সেই জন্যই তোমার পিতা তোমাকে রাজপুরে রেখে যান। তোমার অসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ঈর্ষ্যায় রাজ্ঞিগণ তোমায় হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। পুত্র-আশায় সে সমস্ত তুমি সহ্য ক'রে রাজকৃপায় পাটরাণী হ'য়েছিলে। সর্ব্বসুলক্ষণ ও রাজ-চক্রবর্ত্তীর অতুল-চিহ্নযুক্ত পুত্র প্রসব ক'রেছ। তবে এ পরিণাম কেন মা? সকলি কি বিফল হ'ল?

সুভদ্রা। আমি দূরদৃষ্টিহীনা অবলা, আমি কি ব'লব, মা? দেবতার যেরূপ ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হবে।

প্রহরীগণসহ বিন্দুসারের প্রবেশ

মহারাজ, রাজ-অন্তঃপুরে রাজসম্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী কি সাহসে উপস্থিত?

বিন্দু। কর্ত্তব্য পালনে; যে দাম্ভিক, পিতা ও রাজাকে উপেক্ষা ক'রে,

রাজ-অন্তঃপুরে লুক্কাইত আছে, তার অন্বেষণে। তোমার অশোক কোথায়?

সুভদ্রা। আমা অপেক্ষা মহারাজ তো অশোকের অবস্থা অবগত। অশোক রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় যাত্রা ক'রেছে।

বিন্দু। কুৎসিতা নাপ্তিনী, আর ক্ষৌরকার্য্যে আমাকে প্রতারিত ক'রতে পারবে না। তোমার পৈশাচিক মোহিনীতে আর আমি ভুল্‌বো না। যদি নিজের মঙ্গল, কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল, পুত্রবধূ, পৌত্রের মঙ্গল কামনা থাকে, অশোককে প্রহরীর হস্তে অর্পণ কর।

সুভদ্রা। মহারাজ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হোক, পতিসম্মুখে কখনো এ জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় নাই। অশোকের পাটলিপুত্র-রাজবংশে জন্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে সে প্রাণত্যাগ ক'রত, কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে আমার অনুরোধেও অন্তঃপুরে লুক্কাইত থাক্‌তে সম্মত হ'ত না। অন্তঃপুরে অহেতু রাজ-অনুচর প্রবেশ ক'রেছে।

বিন্দু। সত্য-বাদিনী, অশোক অন্তঃপুরে নাই? উত্তম! কনিষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রকে ল'য়ে এই অনুচরের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে গমন কর। রাজাদেশে এখনি পুরী দগ্ধ হবে।

সুভদ্রা। প্রভু, প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে পুত্রবধূর সহিত কোথায় যাব?

পদ্মাবতী। কেন, মা, রাজরাণী যথায় যাবেন, তাঁর দাসীও তথায় তাঁর সেবার নিমিত্ত থাক্‌বে। কেন বিষণ্ন হ'চ্ছেন? শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকী-বর্জ্জন ক'রেছিলেন, তখন তপোবনে তো তাঁর স্থান হ'য়েছিল, তাঁর শিশুদুটিও দেবতার কৃপায় পালিত হ'য়েছিল; দেবতার কৃপায় আমাদেরও স্থান হবে।

বিন্দু। হাঁ, কারাগারে।

পদ্মা। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

বিন্দু। রাজ্ঞি, তোমার পুত্রবধূও তোমার ন্যায় দাম্ভিকা।

বীতশোক ও কুনালের প্রবেশ

বীতশোক, শুনেছি, তুমি সত্যবাদী! তোমার জ্যেষ্ঠ এ পুরে লুকাইত আছে?

বীতশোক। মহারাজ, মূষিক অন্তঃপুরে লুকাইত থাক্‌তে পারে, সিংহ কিরূপে থাক্‌বে? তিনি তক্ষশিলায় গমন ক'রেছেন, আমি তাঁর নিকট বিদায় ল'য়ে আস্‌ছি।

বিন্দু। কুনাল, তুমি জানো, তোমার পিতা কোথায়? সত্য বল, আমি অঙ্গীকার ক'চ্ছি, তার প্রাণবধ ক'রব না।

কুনাল। মহারাজ, পিতা যদি অন্তঃপুরে থাক্‌তেন, কদাচ তাঁর অপরাধে তাঁর মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র রাজ-কোপে পতিত হ'চ্ছেন দেখে উদাসীন থাক্‌তেন না, রাজসম্মুখে নিশ্চয় উপস্থিত হ'তেন।

বিন্দু। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই রাজসম্মুখে নিজ নিজ স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতে প্রস্তুত দেখ্‌ছি। যাও, সকলে রক্ষীর সহিত গমন কর। (প্রহরীর প্রতি) সর্দ্দার--

সর্দ্দার-প্রহরী। মহারাজাধিরাজ—

বিন্দু। যে পুরে নন্দবংশীয় রমণীগণ আবদ্ধা ছিলেন, তথায় ল'য়ে যাও সতর্ক প্রহরী যেন কাকেও সে পুরে প্রবেশ ক'রতে না দেয়। দুইজন প্রহরী এ গৃহে অগ্নি প্রদান কর। প্রত্যেক বস্তু ভস্মসাৎ ক'রে আমায় সংবাদ দেবে।

প্রহরী। রাজ্ঞীমাতা, দাস আজ্ঞা-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

সুভদ্রা। চল, বাবা।

[প্রহরীগণ সহ সুভদ্রাঙ্গী, পদ্মাবতী, বীতশোক ও কুনালের প্রস্থান।

বিন্দু। (অপর প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) গৃহে অগ্নি প্রদান কর।

[বিন্দুসারের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। আয় রে, পোড়াবার আগে সিন্দুক-পেঁড়ায় কি পাই দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মায়া-কানন

মার ও তৃষার প্রবেশ

তৃষা। পিতা, মর্ম্ম তব বুঝিবারে নারি,
কি কারণ মায়া-বন ক'রেছ সৃজন ?
কহ তুমি অশোকের অরি,
কি হেতু না সংহার তাহারে ?
পরিবর্ত্তে তার,
সসাগরা ধরা-অধিকার,
অর্পিবে তাহারে, যে জন পরম শত্রু তব ?

মার। না কর বিচার,
আজ্ঞামত কার্য্যে রও রত।
অরি—বুদ্ধ মম, চাহে—
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
কিন্তু আমি অশোকে অর্পিলে অধিকার,

নররক্ত-স্রোতে সিক্ত হবে ধরাতল,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাবে রসাতলে।

তৃষা। দয়াবান অশোক দেখেছি পরীক্ষিয়া,
হেন নরহত্যাকারী সে কেমনে হবে ?

মার। অবস্থায় হবে দয়া ঘোর নির্দ্দয়তা।
পিতৃ-ঘৃণা,
ভ্রাতা—যার বার বার রক্ষিল জীবন—
করিতেছে মরণ-কামনা অশোকের,
নির্ব্বাসিত তাহারি কৌশলে।
মাতা-পত্নী-ভ্রাতা-পুত্র কারাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাস-ভাজন সবার,
ঘৃণ্য লোকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলি।
হেন অবস্থা-পীড়নে, এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান !
উল্লাস আমার—
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে ছারখার।
মিত্র মম, অরি নহে অশোক কুমার।
এস, হই অন্তর্দ্ধান !
দিব উপদেশ এবে কি কার্য্য তোমার।

[মার ও তৃষার প্রস্থান।

অশোক ও তৎপশ্চাৎ আকালের প্রবেশ

অশোক। কে তুই ?

আকাল। এই পত্র দিতে এসেছি।

অশোক। কার পত্র ?

আকাল। দেখ্‌তে চাও, না, শুন্‌তে চাও ?

অশোক। কি দেখ্‌ব ?

আকাল। এই পত্র দেখ্‌বে।

অশোক। (পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া) যাও, মন্ত্রীম'শায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল', মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র বন্দী,—এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুগৃহে লুক্কায়িত থাকবার জন্য অশোক জন্মগ্রহণ করে নাই। অচিরে তক্ষশিলায় অধিকার স্থাপন ক'রে মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্রের কারামোচন ক'র্‌বে।

আকাল। তোমার সঙ্গে আমার সাঙ্গাৎ পাতাবার ইচ্ছা হ'চ্ছে।

অশোক। তুই কে ?

আকাল। তোমারই মত রাজরাজেশ্বর, দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

অশোক। তুমি সেই আকাল না ?

আকাল। সে যবে ছিলুম, তবে ছিলুম। এখন রাজার চাল চেলে দু'পা হাঁকিয়ে বরাবর এসেছি।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর ?

আকাল। করি।

অশোক। প্রাণের ভয় কর না ?

আকাল। গোড়া থেকে সেটা তো বড় দেখেন নি।

অশোক। যাও।

আকাল। যাবার বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে থাক।

আকাল। থাক্‌বারও বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে কি ইচ্ছা ?

আকাল। রাস্তায় একলা শুতুম, এখন জুড়িদার পেলুম ; দু'জনে গল্প-গাছা ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ব।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে ?

আকাল। সথ হ'য়েছে বটে।

অশোক। পার্‌বে ?

আকাল। পারা তো বড় ভারি কাজ দেখ্‌ছি যে। দু'পায়ে চলা, যা কিছু জোগাড় ক'রে খাওয়া, আর বনে-বাদাড়ে এক পাশে প'ড়ে থাকা।

অশোক। আমি দস্যু।

আকাল। আমায় কিসে শান্ত-শিষ্ট দেখ্‌লে ?

অশোক। আমার সঙ্গে থাক্‌তে চাও কেন ?

আকাল। গেরো ; আর বাক্যব্যয় কেন ? অনেক তো কথা কাটাকাটি হ'ল, এখন চল না, কোথায় যাবে। দুটো খাবার-দাবার ইচ্ছে থাকে তো বল, জোগাড় ক'রে দেখি।

অশোক। যাও, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। তোমার মনোভাব আমি বুঝেছি, তুমি আমার সামান্য উপকার ভোল নাই ; তুমি কৃতজ্ঞ, সেই জন্য তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ-পরিহাস ক'রেছি। যাও, আমার নিকট থেক' না ; আমি দানব, আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। তুমি রাজপুর থেকে আসছ, তুমি কি শোনো নাই, আমি সংসার-পরিত্যক্ত—সংসারকে প্রতিশোধ দেব, এই নিমিত্ত জীবিত ?

আকাল। আমিও সংসারে এতদিন কার-কারবার ক'র্‌লুম, আমারও তো সংসারে দেনা-পাওনা আছে ; যদি শোধবোধ ক'র্‌তে হয়, তোমার মতন একজন মহাজন খাড়া না ক'রে কি ক'রে কার-কারবার চালাব ?

অশোক। পারবে ?

আকাল। পরখ ক'রে দেখ।

অশোক। (সহসা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ' দেখ' কি আশ্চর্য্য ! এ কি আমার চক্ষের ভ্রম ! কি দেখ্‌ছি, মেঘের উপর ঘোটকারোহণ ক'রে কে আসছে ! এ অরণ্য কি কোন উপদেবতার আবাস-স্থান ? (আকালের প্রতি) তুমি স'রে যাও, তুমি এ স্থানে থাক্‌লে, তোমার কোন অমঙ্গল হ'তে পারে।

আকাল। আমারও আপনার মত চার্‌দিকে মঙ্গল ছড়াছড়ি ! একটু অমঙ্গলের তার পেলে মুখ বদল হবে।

(আকাশ হইতে অশ্বারোহণে মারের ভূমিতলে অবতরণ)

মার। তুমি না সংসারকে প্রতিশোধ দেবে, মনে ক'চ্ছ ?

অশোক। যদি করি ?

মার। আমার সাহায্য ব্যতীত পার্‌বে না।

অশোক। আমি কারও সাহায্য-প্রার্থী নই।

মার। আমার অধীনতা স্বীকার কর, নচেৎ এখনি প্রাণ হারাবে।

অশোক। অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা প্রাণত্যাগ কষ্টকর হবে না।

মার। আমি তোমায় সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ক'রব।

অশোক। সে আধিপত্য আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু তুমি যে সে আধিপত্য দিতে শক্তিমান, এরূপ আমার ধারণা জন্মে নাই। মাত্র তুমি কুহকী, এই পরিচয় পেয়েছি।

মার।　　কর কি কুহকী জ্ঞানে উপেক্ষা আমায় ?
　　জান কি, কে আমি ভূমণ্ডলে ?
　　পূর্ণ আধিপত্য মম পঞ্চভূত পরে ;
　　আজ্ঞায় আমার—

অট্টালিকা আকাশ স্থজিবে,
মলয় মারুত ঘোর ঝটিকা বহিবে,
অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইবে তুষারে ;
উথলিবে সাগর-সলিল,
করিবারে ধরা আচ্ছাদন ;
বেরিবে রজনী, কাঁপিবে ধরণী,
এখনি ইঙ্গিতে মম ।
তোমা প্রতি হয়েছি সদয়,
তাই দানিতে আশ্রয়
আগমন হেথা মম ।
ইচ্ছা তব তক্ষশিলা করিতে দমন,
কিন্তু, একাকী কিরূপে কার্য্য করিবে সাধন ?
হের,
স্থজি এ কাননে সৈন্য সাহায্যে তোমার ;
যত বৃক্ষ লক্ষ্য হয় তব,
অস্ত্রধারী মানব হইবে ।
ধর আজ্ঞা অরণ্য আমার—
(বৃক্ষশ্রেণীর সৈন্যরূপে পরিণত হয়ন)

অশোক । শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশিলা ।
ভাগ্য মাত্র সহায় আমার,
পরীক্ষিব ভাগ্যে আছে কিবা ;
না ল'ব সাহায্য কারো অধীনতা করি ।

রুষ্ট হও, তুষ্ট হও, তাহা নাহি গণি,
জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

মায়াকাননের পরিবর্ত্তে প্রান্তর

অশোক। কি আশ্চর্য্য,
বন পরিবর্ত্তে হেরি বিস্তৃত প্রান্তর!
ভোজবিদ্যা-বিশারদ হবে কোন জন।
কিন্তু কিবা প্রয়োজনে
এসেছিল মম সন্নিধানে?
সসাগরা ধরাপতি আমি,
হেন বা বুঝিল বিদ্যাবলে।
যে হয় সে হয়,
হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয়।
বেগবান নদে কেবা রোধে,
কে বারে উদ্যমশীল পুরুষের গতি!
তক্ষশিলা নিশ্চয় করিব অধিকার।

[অশোকের প্রস্থান।

আকাল। চল, আমিও পেছু নিলুম।

[আকালের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত

মার ও তৃষার প্রবেশ

তৃষা। পিতা, কার্য্য তব বুঝিবারে নারি।
অধীনতা অস্বীকার করিল অশোক,
তবু হেরি
আনন্দ-উৎফুল্ল তব বদনমণ্ডল!

মার। রাজ্যলিপ্সা মনে জাগে যার,
মুখে অধীনতা মম করি অস্বীকার
নিস্তার কি পায় সেই জন?
অধীনতা অস্বীকার করিয়ে আমার
শত গুণে দম্ভ বৃদ্ধি হইল তাহার;
মানব বা দৈবশক্তি কিছু না মানিবে,
হবে নিজ ইচ্ছায় চালিত,
জান না কি স্বেচ্ছাচারী ক্রীতদাস মম?
তক্ষশিলা-আধিপত্য করিয়া গ্রহণ,
না মানিবে পিতার শাসন,
সাম্রাজ্যে হইবে ঘোর বিগ্রহ উদয়।
এবে কার্য্য তব
কলঙ্কিত করিতে অশোকে।
উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক—
এক মাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী।

উচ্চ আশ বণিক-হৃদয়ে,
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী।
অশোকের সনে যদি পার মিলাইতে,
পরিণয় হয় যদি অশোকের সনে,
রাজকুল কলঙ্কিত হবে,
ঘৃণিত হইবে তায় ক্ষত্রিয় সমাজে।
দুর্দ্দান্ত অশোক কভু ঘৃণা নাহি সবে,
ক্ষত্ররাজগণ সনে বিবাদ বাধিবে
ক্ষত্রবংশ ক্ষয় হবে তায়।
পার যদি কোন মতে এ কার্য্য সাধিতে,
মহা তুষ্ট হব তব প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—মন্ত্রণা-কক্ষ

সভাপতি, সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ

সভাপতি। এখন কি উপায়? আমি নিশ্চয় সংবাদ পেলেম, আমাদের শাসনের নিমিত্ত পাটলিপুত্র হ'তে রাজপুত্র প্রেরিত হ'য়েছে। পাটলিপুত্রের অসংখ্য সেনা কিরূপে নিবারণ ক'রব?

সেনাপতি। কেন চিন্তিত হ'চ্ছেন? এ বন্ধুর প্রদেশে পাটলিপুত্রের

সেনার যুদ্ধ অসম্ভব। বীরপ্রসবিনী তক্ষশিলার জনে জনে সহস্র যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে সক্ষম। চিন্তা দূর করুন, অদ্য সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা ক'রে সেনার মনোভাব অবগত হবেন। যতদূর আমার ধারণা, প্রত্যেক সেনা মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধে প্রবেশ ক'র্‌বে। স্ত্রৈণ বিন্দুসার রাজার সুখ-লালিত সেনাগণ কদাচ আমাদের সমকক্ষ হবে না।

১ম কর্ম্মচারী। তবে কি আপনার যুদ্ধ পণ ?

ধর্ম্মযাজক। অবশ্য, তোমরা বীরপুত্র—বীর ; রণ তোমাদের জাতিধর্ম্ম ; রাজ্যশাসনে অশক্ত স্ত্রৈণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে কেন কলঙ্ক গ্রহণ ক'র্‌বে ? যে পর্য্যন্ত তক্ষশিলার উপযুক্ত রাজা নির্ণীত না হয়, আসুন, আমরা সিংহাসনে রাজমুকুট স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি।

সভাপতি। সেইরূপই হোক।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। সভাপতিমহাশয়, নিবেদন—এক দেবমূর্ত্তি বীরপুরুষ সভায় আগমন ক'চ্ছেন।

সভাপতি। তিনি যিনিই হো'ন, বিনা অনুমতিতে রক্ষীরা কেন তাঁরে নগরে প্রবেশ ক'র্‌তে দিয়েছে ?

দূত। তাঁরে নিবারণ ক'র্‌তে কেউ সাহস করে নাই। দুর্গ-সমীপে যখন সেই বীরপুরুষ উপস্থিত, সহকারী সেনাপতি সৈন্য-পরিচালনা ক'চ্ছিলেন ; দৃঢ় অস্ত্রে সজ্জিত সেনাগণ স্পন্দহীন হ'য়ে তাঁরে পথ প্রদান ক'রেছেন।

সভাপতি। কে সে ?

অশোকের প্রবেশ

অশোক। তোমাদের রাজা—শাসনকর্ত্তা। রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি আগত। প্রজারা যা'তে পুত্রের ন্যায় পালিত হয়, উচ্চ-নীচ প্রজার প্রতি যাতে সমভাবে ন্যায়-দৃষ্টি স্থাপিত হয়, রাজ্য যা'তে ধনধান্যে পূর্ণ হয়, যাতে দীনতা রাজ্যে না থাকে, সেই রাজকার্য্য সাধনের জন্য আমি উপস্থিত। অবনত মস্তকে আমার শাসনাধীন হও। যদি কেহ বিরূপ থাক, নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ কর, রাজদণ্ডে যমপুরে প্রেরিত হবে

সভাপতি। আপনি একা আমাদের শাসন ক'রবেন ?

অশোক। আমি একা—আমি একাই শত সহস্র। অর্ব্বাচীন সভাপতি ! সসাগরা ধরণীর অধিপতি তোমার সম্মুখে—এ তোমার উপলব্ধি হ'চ্ছে না ? শীঘ্র আসন পরিত্যাগ ক'রে রাজসম্মানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হও ! রাজপুত্র অশোক সসাগরা ধরণী শাসন করবার জন্য জন্মগ্রহণ ক'রেছে।

ধর্ম্মযাজক। সত্য—সত্য—সত্য ! কুমার অশোক আমাদের রাজা। যে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ নির্ভীকহৃদয় বীরপুরুষ একাকী তক্ষশিলায় প্রবেশ ক'রে তক্ষশিলার শাসনসভায় রাজ-সিংহাসনে উপবেশনের নিমিত্ত উপস্থিত, যে রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র, রাজলক্ষ্মীর উত্তেজনায় অমিত শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান ক'রেছেন—আমি তক্ষশিলার পুরোহিত—আমি সেই রাজাধিরাজকে তক্ষশিলার অধিপতিরূপে বরণ ক'রলেম।

(পট পরিবর্ত্তন)

রাজসভা।

মহারাজ, এই রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(অশোকের সিংহাসনে উপবেশন)

ধর্ম্মযাজক। সভাপতির জন্য অদ্য আমি পুষ্পহার এনেছিলেম, মহারাজের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি। (রাজ-কণ্ঠে ফুলহার পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়!

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়! জয় তক্ষশিলার অধীশ্বর কুমার অশোকের জয়! জয় রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র কুমার অশোকের জয়!

অশোক। শুন শুন তক্ষশিলা-মুখপাত্রগণ,
পুত্রের স্থানীয় আজি তোমরা সকলে।
যোগ্যপুত্র রহে যথা পিতৃকার্য্যে রত,
রাজ্যের মঙ্গল হোক হৃদয়ের ব্রত,
জনে জনে পরিচয় প্রদান' সংসারে—
রাজকার্য্যে সুনিপুণ কিরূপ সকলে।
সভাপতি!

সভাপতি। মহারাজ!

অশোক। আজি হ'তে মন্ত্রী পদ তব।
সেনাপতি!

সেনাপতি। মহারাজ!

অশোক। সৈন্যভার তোমায় অর্পিত,
যেবা যেই কার্য্যে যোগ্য, মন্ত্রীমহাশয়,
সেই কার্য্যে তাহারে করুন নির্ব্বাচিত।

সকলে। জয় তক্ষশিলা-অধীশ্বরের জয়!

অশোক। মন্ত্রীবর, তক্ষশিলার রাজসিংহাসন যে এরূপ অমূল্য রত্নাদি-

খচিত ও রাজমুকুট যে এরূপ রাজন্যবৃন্দের ঈর্ষ্যা-উৎপাদনকারী, আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলেম না।

সভাপতি (মন্ত্রী)। মহারাজ, এই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল, পাটলিপুত্র আমাদের অবস্থা অবগত নয়। আমাদের রাজকোষ অর্থপূর্ণ। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠী বোধ হয় পাটলিপুত্র ব্যতীত সকল স্থানে বিখ্যাত। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যভুক্ত হ'য়ে আমরা যে সাম্রাজ্য-বিস্তারে সাহায্য ক'রেছি, ইহা পাটলিপুত্র যে বিস্মৃত হ'য়েছেন, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল। আজ রাজকুল-তিলক মহারাজ অশোক আমাদের সেই ক্ষোভ নিবারণ ক'রেছেন।

সহচরীগণ সহ দেবীর প্রবেশ

অশোক। মন্ত্রীবর, কে এ সুন্দরী? দরবারে কি আবেদন জিজ্ঞাসা করুন।

সভাপতি। মহারাজ, এঁরা আমার পরিচিতা নন, বোধ হয় উজ্জয়িনীবাসী।

অশোক। উজ্জয়িনীবাসী! হেথায় কি নিমিত্ত?

দেবী। মহারাজ, অনুমতি হয়, দাসী রাজপদে তা'র প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

অশোক। সুন্দরি, তোমার আবেদন শ্রবণে আমি প্রস্তুত, সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হও।

দেবী। মহারাজ, দাসী উজ্জয়িনী-নিবাসিনী, বহুযত্নে রত্নহার প্রস্তুত ক'রেছে; মহারাজ অশোকের উপযুক্ত কি না, জানবার নিমিত্ত সভায় দণ্ডায়মান।

অশোক। শ্রদ্ধার উপহার আমাদের সর্ব্বদাই আদরের।

দেবী। তবে দাসীর আবেদন পূর্ণ হো'ক। রাজকণ্ঠে এ রত্নহার কিরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, দর্শন ক'রে দাসী চরিতার্থ হবে, রাজপদে দাসীর এই নিবেদন।

অশোক। ভাল, সুন্দরি, তোমার সম্মুখেই আমি এই মালা ধারণ ক'র্‌ব।

দেবী। তবে ধৃষ্টতা মর্জ্জনা ক'রে মালা গ্রহণ করুন।

[রাজকণ্ঠে রত্নহার প্রদান।

ধর্ম্মযাজক। জয় রাজদম্পতীর জয়! তক্ষশিলাবাসী জয়ধ্বনি কর, মহারাজের উপযুক্ত মহারাণী আমরা প্রাপ্ত হ'লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

দেবী। হে তক্ষশিলাবাসী, আমি আমার ইষ্টদেবের গলদেশে মাল্য প্রদান ক'রেছি। আজ নূতন নয়, বহুদিন আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে বরণ ক'রেছি, কিন্তু আমার স্থান রাজ-শ্রীচরণে, সিংহাসনে নয়। দাসী—হীন কুলোদ্ভবা বণিককুমারী, মহারাজের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধা। মহারাজ আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু আমি সেবিকা—দাসী মাত্র।

সভাপতি। জননি—রাজরাজেশ্বরি, আপনিই এই গুণগ্রাম-ভূষিত মহারাজের বামে বস্‌বার উপযুক্ত।

ধর্ম্মযাজক। মন্ত্রীম'শায় স্বরূপ আজ্ঞা ক'রেছেন।

অশোক। একি! আমার পত্নী আছেন। আমি রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় আগত। তোমরা এ কিরূপ ব'ল্‌ছ?

ধর্ম্মযাজক। এ সাধ্বী যখন রাজকণ্ঠে মালা-প্রদানে সাহস ক'রেছেন, যে নর-শার্দ্দূলের নিকট তক্ষশিলাবাসী নতশির, সে-মহারাজের রাণীর যোগ্যা যদি তিনি না হন, তবে ত্রিভুবনে মহারাজের যোগ্যা নারীরত্ন নাই। মালা-প্রদানে তক্ষশিলার নিয়মানুসারে ইনি রাজপত্নী। মহারাজ, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন! ব্রাহ্মণ আপনাকে দান ক'চ্ছেন, ব্রাহ্মণের দান উপেক্ষা ক'রবেন না।

(সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন)

সভাপতি। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) দাসগণেরও এই প্রার্থনা, রাজ্ঞীকে সিংহাসনে স্থান দেন।

অশোক। আমি প্রজাগণের বাধ্য। এস, প্রিয়ে, সিংহাসনে উপবেশন কর!

দেবী। মহারাজ! আমি দাসী—সিংহাসন আমার স্থান নয়, আমার স্থান চরণতলে। আমি উচ্চাভিলাষিনী নই, প্রাণেশ্বরের সেবা-প্রয়াসী। সাধুর আজ্ঞায় যখন পিতার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হই, মহারাজ তক্ষশিলায় গমন ক'চ্ছেন, কোন এক পরিব্রাজিকার নিকট সংবাদ পেয়ে, মহারাজকে দর্শন ক'রতে পথিমধ্যে অবস্থান করি। তেজঃপুঞ্জ বীরমূর্ত্তি দর্শনমাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছি—পদসেবার কামনায়—সিংহাসন-প্রত্যাশায় নয়।

অশোক। তুমি আমার সিংহাসনের অনুপযুক্তা নও। যদি তুমি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌তে অসম্মতা হও, আমি সিংহাসন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ'চ্ছি। তোমার রত্নহার বিনিময়ের উপযুক্ত রত্ন আমার নাই। তবে কুসুমরত্ন—দেবপ্রিয়, এই কুসুমরত্নে গ্রথিত রাজগলদেশের মালা তোমায় অর্পণ ক'র্‌লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

সহচরীগণের গীত।

চাঁদধরা-ফাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গেঁথে।
ধ'র্‌তে গিয়ে প'ড়লো ধরা, চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে।
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধ'রেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;
দিয়েছে তাই পেয়েছে, কোমল-কঠিন এক হ'য়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে, ডুবেছে প্রাণ তায় মেতে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজসভা

কল্লাটক ও রাধাগুপ্ত

কল্লাটক। সেই দিনই রাজবৈদ্য ব'লেছিলেন, যদিচ পক্ষাঘাতে এবার নিস্তার পেলেন, অচিরে জীবনলীলা সম্বরণ ক'রতে হবে নিশ্চয়।

রাধা। কিন্তু আজ কয়দিন মহারাজকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হ'চ্ছে, না? চ'লে-ফিরে বেড়াচ্ছেন?

কল্লাটক। বৈদ্য বলেন, এ বায়ু প্রভাবে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায়। বহুদিন আর এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে না।

রাধা। এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'চ্ছেন? কুমার অশোক তো আজও উপস্থিত হ'লেন না। যুবরাজ সুসীমও তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রেছেন, সংবাদ পেলেম। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁরেই সিংহাসন অর্পণ ক'র্‌বেন, সেই জন্যই ভারতের সমস্ত করপ্রদ রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যুবরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কল্লা। আমি এই আশঙ্কায় কৌশলে যুবরাজকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ক'রেছিলেম।

রাধা। আপনার অদ্ভুত কৌশল।

কহ্লা। এতে আমার প্রশংসা নাই। তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ-বর্ণন শ্রবণে সেই বারবিলাসিনী মুগ্ধা হ'য়ে যুবরাজকে তক্ষশিলার ভার-গ্রহণে উত্তেজিত করে। সেই বারবিলাসিনীর সন্তোষের জন্য মহা-রাজের শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে; তিনি তক্ষশিলার অধিকার কুমার অশোকের নিকট হ'তে গ্রহণ ক'রেছেন এবং কুমার অশোকও সেই কারণে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হ'য়েছেন। কিন্তু আমাদের পত্র প্রাপ্ত হ'য়েছেন—সংবাদ দিয়েছেন; এবং পরদিনই উজ্জয়িনী পরিত্যাগ ক'র্‌বেন প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু আজও কি নিমিত্ত উপস্থিত হ'চ্ছেন না, বল্‌তে পারছি না। পথে কি কোন বাধা প্রাপ্ত হ'য়েছেন? এই যে কুমার!

অশোকের প্রবেশ

কুমার, শুনুন! আপনাকে বিশ্রামের সময় দিতেও আমরা অসম্মত। শুন্‌ছি, যুবরাজ সুসীম আগত প্রায়।

অশোক। পিতা কেমন আছেন?

কহ্লা। তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাজমুকুট সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য আমরাই নির্ব্বাহ ক'চ্ছি। যদি যুবরাজ সুসীম নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বেশ্যার অনুরোধে, আপনার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে তক্ষশিলায় না গমন ক'রতেন, এতদিন রাজ্য-শাসনের ভার তাঁর উপরেই অর্পিত হ'ত। মহারাজ আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তক্ষশিলা জয় ক'র্‌লে সিংহাসন আপনাকে অর্পণ ক'র্‌বেন। আপনি মহারাজের নিকট সেই প্রার্থনা করেন—আমাদের আবেদন। যুবরাজ সুসীম অধিকার প্রাপ্ত হ'লে অচিরে এই বিপুল সাম্রাজ্য ছারেখারে যাবে।

অশোক। মন্ত্রীবর, আমি পুত্র,—মহারাজের আজ্ঞাপালন করা আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-পালনে রাজ-ইচ্ছায় তক্ষশিলার সিংহাসন যুবরাজকে অর্পণ ক'রে উজ্জয়িনীতে আমি গমন ক'রেছিলেম, কেবল আপনাদের অনুরোধে নয়। মহারাজ আমায় সিংহাসন দেবেন—প্রতিশ্রুত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর অনিচ্ছায় সিংহাসন গ্রহণ ক'রতে আমি অসম্মত।

কহ্লা। আপনি যদি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আপনাকে সিংহাসনে বঞ্চিত ক'রে আপনার পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন; আপনার মাতা, ভ্রাতাপ্রভৃতি সকলে একরূপ চির কারাবদ্ধ থাক্‌বেন; আমরা রাজকার্য্যে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত, আমাদের জীবন-সংহার হবে; ব্যভিচার রাজপুরে বিরাজ ক'র্‌বে, বেশ্যার পদার্পণে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন কলুষিত হবে। অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম পুণ্যভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌বেন; অপহরণ, সতীত্বনাশ, নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ সংহার—রাজপ্রিয় ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হবে। এ সকলে যদি আপনি উদাসীন হন, তা'হলে জান্‌ব যে পুণ্যভূমি দেব-কোপে অভিশাপগ্রস্ত! ভারত-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা উপ-বেশন ক'র্‌বেন—সেই একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর কুমার অশোক—এ সাধু প্রচারিত প্রবাদ মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা—চন্দ্র-সূর্য্য-তারকামালার দীপ্তি মিথ্যা, শ্যামা মেদিনীর শোভা মিথ্যা, দিবারাত্রি মিথ্যা। অধর্ম্মের অধিকারী একমাত্র সত্য!

অশোক। যদি সত্যই এরূপ অবস্থা হয়—আপনি রাজনীতি-বিশারদ জগৎ-পূজ্য চাণক্যের শিষ্য—চলুন, আমরা রাজার নিকট তক্ষশিলার অধিকার ল'য়ে স্বজনে তথায় বাস করি। রাজার যেরূপ ইচ্ছা, রাজ্যভার তাঁরেই অর্পণ করুন।

কহ্লন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ছারখার হবে, আর আপনি উদাসীন থাক্‌বেন?

অশোক। মন্ত্রীবর, কঠিন সমস্যা, কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি মাতার নিকট পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে প্রতিশ্রুত।

নেপথ্যে বিন্দু। না না—আমি একবার সুসীম এলো কিনা দেখ্‌ব। সে এসেছে—সে এসেছে—আমি তার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়েছি।

দেহরক্ষকগণের সাহায্যে বিন্দুসারের প্রবেশ

অশোক। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

বিন্দু। কে তুই? দূর হ’, আজও তোর মৃত্যু হ’ল না! তুই অস্পৃশ্য, তোর মাতা অস্পৃশ্য তোর ছায়া অস্পৃশ্য দূর হ’—দূর হ’—

অশোক। পিতা, যদিচ আমি আপনার বিরক্তিভাজন, সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। উজ্জয়িনী বা তক্ষশিলার চির অধিকার আমার উপর অর্পণ করুন। আমি তথায় আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন ল’য়ে বাস করি, আর আপনার সম্মুখীন হ’য়ে বিরক্তি-ভাজন হব না।

বিন্দু। তোরে তক্ষশিলার অধিকার দেব! এ সাম্রাজ্যের একখণ্ড ভূমি তোরে দেব না। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তক্ষশিলায় বাস ক’র্‌বে? তোমার আত্মীয়-স্বজন কারাগারে, তাদের অগ্নিদগ্ধ ক’রে বধ ক’র্‌তে আজ্ঞা দেব।

অশোক। আমার স্বজন—মহারাজেরও স্বজন, তাঁদের প্রতি কঠোর আজ্ঞায় রাজ্যে কলঙ্ক ঘোষণা হবে।

বিন্দু। রাজ্য ছারেখারে যাক্, সিংহাসন ভস্ম হোক, সমুদ্র পৃথিবী গ্রাস করুক, দিক্ দাহ হোক! দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি জ্যোতিষ-বাক্য সত্য হয়, যদি আমার নির্ম্মল অন্তরের উত্তেজনা না বিফল হয়, আপনি সীমান্ত রাজ্যের অধিকার দিতে অসম্মত হ'চ্ছেন, আমি এই পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হব নিশ্চয়।

বিন্দু। অধীশ্বর হবে? অধীশ্বর হবে? দূর হ'! তুই আবার নগরে প্রবেশ ক'রেছিস্? তোর যে প্রাণবধের আজ্ঞা দিই নাই, এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাপ্‌তিনী-পুত্র, দূর হ'—দূর হ'—

[দেহরক্ষকগণ সহ বিন্দুসারের প্রস্থান।

অশোক। কোথা ধর্ম্ম! নামেমাত্র আছ কি জগতে?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;
কিন্তু অতি দীন জন,
পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!
আত্মহত্যা উপায় কি মম?
বিদ্রোহী হৃদয়,
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।
মাতৃস্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল,
নহে প্রজ্বলিত কোপানলে
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার।
যেন এ পাপ ধরায়,
পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়!
আজীবন পশু বা মানবে
সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,

কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব,
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি'বসুমতী—
হয় বা না হয় তার আচার'বর্ত্তন !

কহ্লাটক। কুমার, আর কি নিমিত্ত ইতস্ততঃ ক'চ্ছেন ? শাস্ত্রের বচন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"।

অশোক। সত্য।

বেগে বিন্দুসারের দেহরক্ষকের প্রবেশ

দেহরক্ষক। রাজকুমার, অবধান, মহারাজ মানবলীলা সংবরণ ক'রেছেন।

কহ্লাটক। সে কি ?

দেহরক্ষক। মহারাজ হেথা হ'তে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে "সুসীম, সুসীম" বলে চীৎকার ক'রলেন্। অকস্মাৎ শোণিত-বমন হ'য়ে, প্রাণবায়ু নির্গত হ'ল।

অশোক। এও আমার কঠোর শিক্ষার অন্তর্গত। আমিই এক প্রকার পিতার মৃত্যুর হেতু। আমি ভাগ্যবান্ বা অভাগা জানি না, কিন্তু রাজ্য-গ্রহণ আমার নিশ্চয় সঙ্কল্প।

কহ্লাটক। মহারাজ, সিংহাসন গ্রহণ করুন, রাজ-সিংহাসন কখন' রাজাশূন্য থাকে না।

[অশোকের সিংহাসন স্পর্শ করণ।

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত। (অশোকের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজ অশোকের জয় !

রাধা। কিন্তু বহুকার্য্য সম্মুখে ; অনেক রাজ-অমাত্য এবং সেনাপতি

প্রভৃতি অনেক অনাচারী কর্ম্মাধ্যক্ষ কুমার সুসীমের পক্ষ। তাঁরা সকলেই কুমার সুসীমকে রাজা করবার জন্য উদ্যোগী হবে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, এজন্য আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

অশোক। যুবরাজের পক্ষে সেনাপতি ব্যতীত আর কে?

কল্লাটক। মহারাজ, আর যুবরাজ ব'ল্‌বেন না! তিনি তক্ষশিলা যাত্রার নিমিত্ত ব্যগ্র হ'য়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া উপেক্ষা ক'রেছিলেন। এখন যুবরাজ নির্দ্দেশ করব্যর ভার মহারাজের।

কয়েকজন রাজ-পারিষদের প্রবেশ

১ম পারিষদ। মন্ত্রীমহাশয়, সংবাদ কি সত্য?

২য় পারি। এ কি! সিংহাসনে কুমার অশোক কি নিমিত্ত?

রাধাগুপ্ত। আপনারা তো জানেন, সিংহাসন রাজাশূন্য থাকে না।

১ম পারি। সিংহাসন যুবরাজ সুসীমের।

কল্লাটক। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই। তিনি যৌবরাজ্য উপেক্ষা ক'রে বারবিলাসিনীর প্ররোচনায় তক্ষশিলায় গমন ক'রেছিলেন। স্বর্গগত মহারাজ তাঁর সম্মান-স্বরূপ যুবরাজ ব'ল্‌তেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবরাজ নন।

১ম পারি। অন্যায় ব'লছেন, উনি মহারাজের পরিত্যক্ত পুত্র।

অশোক। না, আমি তক্ষশিলাজয়ী—পিতৃসত্যে আমারই সিংহাসন।

২য় পারি। আমরা তা স্বীকার করি না।

অশোক। অস্বীকারের ফল—মৃত্যু।

পারিষদগণ। না, রাজদ্রোহীর মৃত্যু! (অসি নিষ্কাসন)

সেনাগণ সহ আকালের প্রবেশ

আকাল। আরে সভাসদম'শায়েরা, তাও কি হয়! আমরা যে সব

এদিক ওদিক ছিলুম! মহারাজের তলোয়ারখানা অনেক কাটাকুটি ক'রে হয় তো ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছে।

অশোক। সত্য! আমার অসি বীরের নিমিত্ত, এ সকল কাপুরুষ-বধের নিমিত্ত নয়। এদের কারাগারে ল'য়ে যাও। (মন্ত্রীদ্বয়ের প্রতি) মহাশয়, স্বরূপ ব'লেছেন—অনেক কার্য্য, বিরামের অবসর নাই, আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যস্থ শিবির-অভ্যন্তর

সুসীম, চিত্তহরা ও নর্ত্তকীগণ

(নর্ত্তকীগণের গীত)

ব'স' আদরে বামে, বহে মধু যামিনী।
ধর' আদরে করে, পাশে ব'সে কামিনী॥
প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,
চ'খে চ'খে কথা, প্রাণে সোহাগ মাগে—
　　ধরা ফুলমালিনী, নিশা শশীশালিনী॥
সুখের নিশি, খেলে মদন-রতি,
　　সুখের নিশি, খেল' যুবা-যুবতী,
সুখের রাতি, খে'ল প্রমোদে মাতি—
　　প্রমোদে কলিকা দোলে মৃদুহাসিনী॥

চিত্তহরা। নে নে, তোদের আর গাইতে হ'বে না, চলে যা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সুসীম। কেন, শোন না, কি ক'রবে?

চিত্ত। যাও যুবরাজ! তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ আমার মনে প'ড়ছে, আর আমার কিছু ভাল লাগছে না।

সুসীম। কিন্তু আমার ত ভাল লাগছে?

চিত্ত। তোমার নীরস প্রাণ, তাই তোমার ভাল লাগছে।

সুসীম। তুমি গোলাপকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে এসেছ; কিন্তু আমার গোলাপ-কুঞ্জ আমার সঙ্গে। তোমার যৌবন—প্রফুল্ল উপবন—গোলাপকুঞ্জ তোমার কপোলে, গোলাপকুঞ্জ তোমার অধরে, কুসুমরাশির উপর উষার আভার ন্যায় তোমার বর্ণআভা, প্রভাত সমীরে ঈষৎ আন্দোলিত সরোবর-তরঙ্গের ন্যায় তোমার অঙ্গ-তরঙ্গ। তুমি যেখানে, সেই খানেই আমার নন্দনকানন।

চিত্ত। এখন আর তুমি আমার কোন কথাই শোন না। কেন বল দেখি, এত তাড়াতাড়ি তক্ষশিলা ত্যাগ ক'রে এলে?

সুসীম। না না বোঝ না, কেন চিন্তিত হ'চ্ছ? পিতা শীঘ্রই ম'র্‌বেন পত্র লিখেছেন। আমায় সিংহাসন দেবার অপেক্ষায় বহু যত্নে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে দেন নাই। কেবল সিংহাসন-গ্রহণের বিলম্ব মাত্র। রাজমুকুট ধারণ ক'রেই আজ্ঞা দেব, পাটলিপুত্রের পরিবর্ত্তে তক্ষশিলায় রাজধানী হবে।

চিত্ত। তুমি যেমন ঐ বুড়োর কথায় বিশ্বাস কর। এই তো পক্ষাঘাত আজ ক'বছর হ'য়েছে। এই আজ মরে, কাল মরে—বরাবর শুনছি। তুমি যখন তক্ষশিলায় যেতে চেয়েছিলে, বুড়োর তোমার হাতে ধ'রে কান্না, "যেও না, সুসীম, গেলে আর দেখা হবে না!" সে তো আজ বছর ফির্‌তে গেল, কই ম'ল?

সুসীম। না না, অবস্থা বড় শোচনীয়! দিন দিন মন্দ হ'য়ে আসছে,

রাজ-বৈদ্য স্বয়ং আমায় পত্র লিখেছেন। তা না হ'লে কি আমি তক্ষশিলা ছেড়ে আস্‌তুম ?

চিত্ত। আর কতদিন তাঁবুতে তাঁবুতে থাক্‌তে হবে ?

সুসীম। নিকটেই এসেছি, পাটলিপুত্র আর এক দিনের পথ।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। মহারাজ, পাটলিপুত্র থেকে দূত এসেছে। শুন্‌লুম, বড় দুঃসংবাদ।

চিত্ত। তারে এই খানেই ডাক্‌, বুড়ো ম'ল' কি না শুনি।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুড়ো যদি ম'রে থাকে, তোমায় কিন্তু তিন দিনের ভিতর তক্ষশিলায় ফির্‌তে হবে। মাথায় মুকুট পরার যা দেরী, আর দেরী ক'র্‌তে পাবে না।

আকালের প্রবেশ ও ক্রন্দন

সুসীম। কি হ'য়েছে ? তুমি রোদন ক'চ্চ কেন ?

আকাল। মহারাজ ম'রেছে।

চিত্ত। খুব ক'রেছে।

আকাল। অমনি থামকা খুব ক'রবে ? এত অন্যায় সয় ! (ক্রন্দন) বুড়ো হ'লে কি একটু আক্কেল থাকৃতে নাই ! ম'লেই হলো, একটু তর ক'রতে নাই ! এই এখানে যুবরাজের তাঁবু, আর বেহায়া বুড়ো সেই খানে তুই মলি !

সুসীম। পিতা ম'রেছেন ?

আকাল। খুব ম'রেছেন, মুখে রক্ত উঠে ম'রেছেন।

সুসীম। আমায় রাজ্য দিয়ে গেছেন ?

আকাল। তা বুড়ো তার তর ক'র্‌লে কই? থামকা ম'ল'। আর সেইটে গো সেইটে, রাণী-মাসী, যেটাকে দেখে ডরাও, সেই সিংহাসনে চেপে ব'সেছে। কি হবে গো কি হবে! (ক্রন্দন)

সুসীম। কে সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। কে—বল না গো মাসী-রাণী? বট না নিম না অশথ?—ঐ যে, কি একটা নাম বলে—

সুসীম। অশোক সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। ব'স্‌ল' আর সাধে—ঐ বুড়োর আক্কেলে!

সুসীম। তার পর?

আকাল। আমি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদলুম।

সুসীম। আমি যুবরাজ থাক্‌তে অশোক সিংহাসনে ব'স্‌ল'!! কেউ কোন আপত্তি ক'র্‌লে না?

আকাল। আপত্তি ক'র্‌বে? ঐ ছুটো বুড়ো খেম্‌টা নাচ নাচ্‌লে গো!

চিত্ত। বুড়ো কে?

আকাল। তুমি, রাণী-মাসী, থাক' থাক' ন্যাকা হও! এই এক্‌টার নাম কালাটোকা না কি?

সুসীম। কহ্লাটক?

আকাল। আর তার পোঁ-ধরাটা।

সুসীম। সেনাপতি কিছু বল্‌লেন না?

আকাল। বল্‌লে না! খুব বল্‌লে! চুপি চুপি আমার কানে কানে বল্‌লে!

সুসীম। কি বল্‌লে?

আকাল। তাইতো গো! কি বল্‌লে, রাণী-মাসী?

চিত্ত। বল্‌লে তোর গুষ্টির পিণ্ডি।

আকাল। না, ও কথা তো নয়—

সুসীম। আমায় যেতে ব'লেছে ?

আকাল। হ্যাঁ, একেই বলে রাজবুদ্ধি ! যেতে ব'লেছে, যেতে ব'লেছে—পিণ্ডি নয়—পিণ্ডি নয়—যেতে ব'লেছে।

চিত্ত। তুমিও যেমন যুবরাজ, তোমার সেনাপতিও তেম্‌নি। বোকা লোক, কিছু ব'ল্‌তে পারে না, একে পাঠিয়েছে।

আকাল। ব'ল্‌তে পারে না ! এইবার হুঁস ক'রে বলি। রাণী-মাসী, এই রাতারাতি যুবরাজকে নিয়ে আমার সঙ্গে চল। একেবারে গিয়ে পড়'—আর যায় কোথা—টকাটক্‌ শির ওড়াও !

সুসীম। আমার সৈন্যসামন্ত সব সজ্জিত হ'তে বলি। কতক লোকজন পেছিয়ে র'য়েছে, কাল সকালে উপস্থিত হবে। আমি কাল যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।

আকাল। তবেই বেগোড় ক'র্‌লে !

সুসীম। সেনাপতি আমায় একা যেতে ব'লেছে না কি ?

আকাল। তবে আর মজা হবে কি ? যেমন তোমরা রাতারাতি জোড়ে গে ব'স্‌বে, রাণী-মাসী, অম্‌নি "জয় মহারাজ সুসীমের জয়" হল্লা ক'রে টকাটক্‌ মাথা ওড়াব। আমি কিন্তু সেই বুড়ো হু'টোর গর্দ্দানা টিপে ধ'র্‌ব'। ছাড়ব' ? তবে আর রাগ প'ড়্‌বে কিসে ?

চিত্ত। চল, চল, যুবরাজ—

আকাল। আরে, এস না গো ! কি ভাব্‌ছ মহারাজ ? পূব দোরে জন-মানব নাই। মনে ক'রেছে, খাল কাটা আছে, সে দিক দিয়ে আর কেউ যেতে পার্‌বে না। আমি অম্‌নি তোমাদের নিয়ে সুট ক'রে গিয়ে নগরে উঠ্‌ব।

সুসীম। চল'। আমি দূর হ'তে দেখ্‌ব, যদি তোমার কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তখনি তোমার প্রাণবধ ক'র্‌ব।

আকাল। মহারাজ, আর দেখ্‌বেন কি? আমি রাণী-মাসীর মুক্তার মালা মাথায় জড়িয়ে নাচ্‌ব'।

সুসীম। চল। আমার ইচ্ছায় অশোক নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল। তার মাতা, পত্নী প্রভৃতি কারাবাসে—আবার আমায় উপেক্ষা! এবার অশোকের সহিত তার সপরিবারকে তপ্ত তৈলে বিনাশ ক'র্‌ব। চল—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব্বতোরণ

জলন্ত অঙ্গার ও খদিরপূর্ণ পরিখা—তদুপরি অশোক-মূর্ত্তি

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত।

রাধাগুপ্ত। অতি চমৎকার শিল্পী! দেখুন, একদিনে কি সুন্দর মহারাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেছে! প্রকৃত যেন মহারাজ অশোক দাঁড়িয়ে আছেন ব'লে ভ্রম হয়। পরিখার নীচে অগ্নিকুণ্ড রেখে কি সুন্দর আচ্ছাদন দিয়েছে! দিনমানে যেন সুন্দর রাজপথ আমার অনুভব হ'য়েছিল।

কহ্লাটক। কিন্তু সুসীম কি এত অর্ব্বাচীন হবে? সে ব্যক্তির কথায় প্রতারিত হ'য়ে এই পথে আস্‌বে?

রাধা। আপনি চিন্তা দূর করুন। সে অতি চতুর। সুসীম যেরূপ অর্ব্বাচীন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। চলুন, আমরা অন্তরালে যাই।

কহ্লা। কিন্তু তা হোক, সেনাপতি ও সৈন্যেরা তার বশীভূত। সুসীমের

অপেক্ষায় এখনো অন্তরের ভাব প্রকাশ করে নাই। সুসীমের সৈন্য নিকটস্থ হ'লেই সে তার স্বরূপ ব্যক্ত ক'র্‌বে। উজ্জয়িনীর কয়জন সৈন্য মাত্র আমাদের সহায়।

রাধা। চলুন, আজই সেই উজ্জয়িনীর সৈন্য দ্বারা পাটলিপুত্রের সৈন্যগণকে অস্ত্রহীন কর্‌বার চেষ্টা করা যাক্। এ সময়ে সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সকলেই অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে। আমরা গোপনে অস্ত্রাগার অধিকার করি, তা'হলে অন্য কার্য্য সহজ হবে। [উভয়ের প্রস্থান।

সুসীম, চিত্তহরা ও আকালের প্রবেশ

আকাল। রাণী-মাসী, রাণী-মাসী, চেন' তো! ঐ অশোক—পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কোথাও নাই।—(সুসীমের প্রতি) যুবরাজ, যুবরাজ, লাফ দিয়ে প'ড়ে গর্দ্দানাটা কেটে ফেল'।

সুসীম। চুপ! (অশোকের মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আরে, নাপ্‌তিনী-পুত্র, শমন দর্শন কর! (বেগে ধাবমান ও পরিখায় পতন) আগুন—আগুন—পুড়ে মলুম!

চিত্ত। একি হ'ল!

আকাল। পুড়ে ম'চ্ছে আর কি?

চিত্ত। অ্যাঁ!

আকাল। অ্যাঁ কি! তুমিও ঝাঁপ দিয়ে দেখ না, বেশ গন্‌গনে আগুন।

চিত্ত। প্রতারণা, প্রতারণা!

আকাল। ঠিক বুঝেছ, মাসী!

চিত্ত। দোহাই বাবা, দোহাই বোন্‌পো! আমায় কিছু ব'ল' না আমার সব গয়নাগাঁটি তোমায় খুলে দিচ্ছি।

আকাল। আর খুল্‌বে কেন? সাজগোজ ক'রে আছ, ঝাঁপ দিয়ে সহমরণে যাও না! তা কি ক'র্‌বে, দেখ! আমি চল্লুম। এক-একবার বোনপো ব'লে মনে ক'র'। [আকালের প্রস্থান।

চিত্ত। হায় হায়, কি হ'ল! আমি এখন কোথায় যাব!

মারের প্রবেশ

মার। চিন্তা কর দূর, কি ভয় তোমার?
সর্ব্বদা র'য়েছি আমি তোমার রক্ষণে।
এক কার্য্য ক'রেছ সাধন,
অন্য কার্য্য করহ গ্রহণ।
তুমি প্রিয় তনয়া আমার—
মম বাঞ্ছা সম্পূরণ হবে তোমা হ'তে।

চিত্ত। কে তুমি? এই তো আমায় পথে বসিয়েছ। এখনি প্রাণবধ হ'ত! কি জানি, কেন সে আমায় বধ করে নাই। হয় তো শত্রুপক্ষীয় কেউ দেখ্‌লেই আমার প্রাণবধ হবে। আমি বেশ ছিলুম, কেন তুমি আমায় প্রতারণা ক'রে আমার মা'র কাছ থেকে নিয়ে এলে?

মার। কেবা আমি—পরিচয় চাহ, সুলোচনে?
বহু নামে পরিচিত আমি,
ধরণী আমার লীলাভূমি,
নর-নারী-হৃদিমাঝে অট্টালিকা মম।
শুন সুকেশিনি,
কেহ কহে সয়তান আমায়,
মার নামে পরিচিত বৌদ্ধের নিকটে,

ওই নামে জৈন করে সম্ভাষণ,
হিন্দুগণে অবিন্তা মায়ার পুত্র জানে।
মমাশ্রয় গ্রহণ যে করে,
নারী কিম্বা নরে—
অতুল ঐশ্বর্য্য করি তাহারে প্রদান।
ধন, জন, মান—সংসারে প্রধান কহে লোকে।
আত্মা মোরে করেছ বিক্রয়,
সর্ব্বত্র হইবে তব জয়।
এস, আছে অন্য বহু কাজ।

চিত্ত। আর আমার তোমায় বিশ্বাস নাই; এই তো তুমি আশা দিয়ে নিরাশ ক'রেছ। এখনি কে আমার প্রাণবধ ক'র্‌বে। ভাগ্যিস সে আমায় বধ করে নাই, অন্য কেউ দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ নেবে। আমার উপর মন্ত্রীদের রাগ, অশোকের রাগ, আমায় ধ'র্‌তে পার্‌লে আর আমার নিস্তার নাই।

মার। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কথা কেন অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আমার মতাবলম্বী হ'য়ে একটা রাজ্যক্রয় কর্‌বার ধনরত্ন পেয়েছ। আমি তোমায় মিথ্যা বলি নাই। তুমি পাটরাণী হবে ব'লেছি; সুসীমের রাজরাণী হবে, এ কথা তুমি আমার মুখে শোন' নাই। ব'লেছি, তুমি সাম্রাজ্যেশ্বরী হবে। তোমায় অচিরে অশোকের বামে বসাব।

চিত্ত। সে আমায় পেলেই তো কেটে ফেল্‌বে!

মার। না, তোমার রূপে মুগ্ধ হবে।

চিত্ত। তাই যদি হয়, ও মা ঘেন্নার কথা! ঐ কুরূপ কুপুরুষকে নিয়ে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল। কুনাল রাজা হত, তার রাণী

হওয়ায় সুখ ছিল। আঃ মরি মরি! কি দু'টী চক্ষু—যেন কুনাল পাখী! আমি তোমার কথা শুন্‌ব না, আমি রাজার রাণী হ'তে চাই নি, আমি যেখানে ছিলুম, সেইখানে যাব। সুসীমের কাছে যা পেয়েছি, তাতে আমার এ জন্মটা রাজরাণীর মত কেটে যাবে।

মার। অবাধ্য হয়ো না, অবাধ্য হ'লে ধনরত্ন কিছুই থাক্‌বে না। যে কুটীরবাসিনী ছিলে, সেই কুটীরবাসিনী পুনর্ব্বার হবে। সামান্য কপর্দ্দক বিনিময়ে তুমি কুরূপ পুরুষকেও দেহ বিক্রয় ক'রতে, এখন রাজ্যেশ্বরের প্রতি তোমার ঘৃণা! রাজরাণী হ'লে—কুনালকে ইচ্ছা কর,—কুনালকে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌বে। নচেৎ আমার কোপে সর্ব্বস্ব নষ্ট হবে।

চিত্ত। ও মা, যে গোঁয়ার, অশোককে আমি কেমন ক'রে বশ ক'র্‌ব?

মার। তার উপায় আমি ক'র্‌ব। এস আমার সঙ্গে।

চিত্ত। কোথায় যাব?

মার। পুষ্পবনে নানা আনন্দে দিনযাপন ক'র্‌বে, সঙ্গীত-ধ্বনিতে তোমার শ্রবণ তৃপ্ত হবে, সুন্দর দৃশ্যে নয়ন রঞ্জিত হবে, সুস্বাদু দ্রব্যে দেহ পুষ্ট হবে, সুরভি-কুসুমশয্যায় নিদ্রা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজসভা

অশোক, কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত, অন্যান্য রাজাগণ, সভাসদ ও প্রহরীগণ

কহ্লাটক। সমাগত ভারতের রাজেন্দ্রমণ্ডল,
একমাত্র অনাগত কলিঙ্গ-ঈশ্বর—
ফিরেছেন রাজ্যমুখে অর্দ্ধ পথে আসি।
দম্ভভরে দূত তাঁর দিল সমাচার—
করপ্রদ রাজা নন অশোক রাজার।
নির্ব্বাচিত যুবরাজ কুমার সুসীম,
সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন তাঁর সনে।
পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী—তারে কদাচন
সম্রাট্-সম্মান নাহি করিবে প্রদান।

১ম রাজা। মন্ত্রীমহাশয়, কলিঙ্গপতির নিতান্ত দাম্ভিকতা, আমি এই সমাগত রাজেন্দ্রবর্গের মুখপাত্র হ'য়ে মহারাজাধিরাজ অশোককে অবনত মস্তকে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন ক'চ্ছি।

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ অশোকের জয়!

মারের প্রবেশ

কহ্লা। আপনি কে?

মার। আমি মহারাজের নিমিত্ত উপঢৌকন আনয়ন ক'রেছি। মহারাজ কৃপায় গ্রহণ করুন। [উপঢৌকন সম্মুখে স্থাপন।

অশোক। আপনি কে? এ সকল বহুমূল্য উপঢৌকন! এ সকল আপনি কোথায় পেলেন?

মার। মহারাজের সহিত আমি পরিচিত, মহারাজের বস্তুই মহারাজকে অর্পণ ক'চ্ছি। আর আমার করজোড়ে প্রার্থনা, মহারাজ আমায় দাস ব'লে গ্রহণ করুন।

অশোক। আপনি সেই বাজীকর, যার সহিত প্রান্তরে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?

মার। হাঁ মহারাজ, যেরূপ ভবিষ্যৎ গণনা ছিল, তা সত্য—পরীক্ষায় আমার প্রতীতি জন্মেছে। আপনার চির অধীন, তাই অধীনতা স্বীকার ক'রতে উপস্থিত।

কহ্লা। আপনি কে, তার তো পরিচয় দিলেন না।

মার। অগ্রে মহারাজের পরিচয় শুনুন; মহারাজ আপনি ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র। পৃথিবী পাপ পরিপূর্ণ, এই পাপ-দমনের নিমিত্ত নররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। নরদেহ ধারণে মোহাচ্ছন্ন, সে নিমিত্ত আপনার পূর্ব্বস্মৃতি আবরিত। আপনার চিরদাস আজ্ঞাবহন ক'রতে উপস্থিত।

রাধা। আপনি কে পরিচয় দিন?

মার। আমি দেব-শিল্পী, সুরপুরে আমার নাম ময়, দেবরাজের কার্য্যে ধরায় উপস্থিত। রাজদরশনে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত!

কহ্লা। আপনি ক্ষিপ্তের ন্যায় কি ব'লছেন?

মার। আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী। আমি ক্ষিপ্ত বা সত্যবাদী পরীক্ষা করুন। আমি ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত।

কহ্লা। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ বার্ত্তা কি বলুন?

মার। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের জীবন সংহারার্থে কোন বিপক্ষ তীর-নিক্ষেপ ক'রবে, কিন্তু মহারাজের দেবত্ব-প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

(অকস্মাৎ অশোকের মস্তকের উপর দিয়া তীরের গমন)

নেপথ্যে। ধর ধর—

অশোক। বোধ হয়, তুমিই সেই তীর নিক্ষেপকারীর উপদেষ্টা।

মার। সমস্ত শ্রবণ করুন, পরে আমায় যেরূপ বিবেচনা করেন, ক'র্‌বেন। আমার প্রতি দোষারোপ ক'রবেন না। মহারাজের শত্রুর উপদেশে এ তীর নিক্ষিপ্ত। যুবরাজ সুসীমের পত্নী পূর্ণগর্ভবতী, তাঁরই সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের জন্য এই তীর নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

তীরন্দাজকে ধৃত করিয়া রাজপ্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ

অশোক। তুমি তীর নিক্ষেপ করেছ?

তীরন্দাজ। হাঁ, রাজদ্রোহীর বিনাশার্থে।

অশোক। কার উপদেশে?

তীর। সে কথার উত্তর আমার নিকট প্রাপ্ত হবেন না।

কহ্লা। যন্ত্রণায় তোমার জিহ্বায় সত্য বাক্য নিঃসৃত হবে।

তীর। পরীক্ষায় বুঝবেন—কদাচ না।

অশোক। এরে কারাগারে ল'য়ে যাও।

[তীরন্দাজকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

মার। মন্ত্রীমহাশয়, আমার প্রতি সন্দেহ দূর করুন। আরও ভবিষ্যৎ গণনা শুনুন। মহারাজ মাতৃবিয়োগজনিত শোক-সন্তপ্ত হবেন; রাজপত্নী অদর্শন হবেন; রাজপুত্র রাজপ্রসাদ উপেক্ষা ক'রবেন; সুসীম-পত্নীর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রবে—যদি জীবিত থাকে—সে মহারাজাধিরাজ অশোকের উপর আধিপত্য প্রচার ক'রবে।

নেপথ্যে। রাজমাতা আসছেন, রাজমাতা আসছেন—

সুভদ্রাঙ্গীর প্রবেশ

সুভদ্রাঙ্গী। অশোক, দৈবজ্ঞ-গণন পূর্ণ আজি।
তোমারে নেহারি সিংহাসনে,
এ সংসারে আর স্থান নাহিক আমার।
রাজ্যেশ্বর দেখিতে তোমায়,
প্রাণবায়ু আছে মম কায়।
সেই সাধে রাজগৃহে আগমন মম,
সেই বাসনায় আছি এ ধরায়,
সেই হেতু পতি সঙ্গে চিতা-আরোহনে
করি নাই একত্রে গমন।
আজি পূর্ণ মনস্কাম
বক্ষে ধরি পতির পাদুকা,
পতি-পদ সেবিবারে করিব প্রয়াণ।

অশোক। কেন গো জননি, কেন কহ নিদারুণ বাণী ?
রাজগৃহে চিরদিন তুমি মা দুঃখিনী—
সন্তানের সুখ-কামনায়
কত মাতা সহেছ লাঞ্ছনা।
দুর্দ্দিন হ'য়েছে গত, আগত সুদিন,
কেন, মাতা, কেন তবে স্নেহ পরিহরি,
সন্তাপিত পুত্রেরে ত্যজিয়ে
চাহ দিতে দেহ বিসর্জ্জন !
সহেছ, মা, বিস্তর আমার তরে,
দেখে যাও সুখী কয় দিন।

সুভদ্রাঙ্গী। ধর বৎস বাক্য মম, তুমি সুপণ্ডিত,

সংস্কার হৃদয়ে সবার—
ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি, রাজভোগ হেতু
আসি রাজপুরে বরেছি রাজারে,
ক্ষৌরকার্য্যে ভুলাইয়ে নৃপতির মন
প্রতিষ্ঠিত মহিষীর পদে।
সাধুর কথায়, রাজ্যেশ্বর পুত্র-কামনায়,
আসিয়াছি রাজপুরে প্রত্যয় না করে।
সে প্রত্যয় করিতে স্থাপন,
মাতার কলঙ্ক তব মোচন কারণ,
সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সাধন,
ভোগ-দেহ ভস্মীভূত করিব চিতায়।
নহ তুমি অবাধ্য কুমার,
মাতৃ-মহাকার্য্যে বাধা ক'র'না প্রদান।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

অশোক। মা মা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কহ্লা। অকস্মাৎ কি দুর্দ্দৈব! সভা ভঙ্গ হ'ক, রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে বিরাম লাভ করুন।

[কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত ও মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আপনি কে? কিরূপে এ সকল সংবাদ অবগত?

মার। আমি আপনাকে পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমি যে সত্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবগত, সে প্রত্যয় আপনার জন্মে নাই। যে শিল্পী মহারাজ অশোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে যুবরাজ সুসীমকে প্রতারিত করেছিল, আমিই সেই শিল্পী। আমি মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমার বাক্যে অবিশ্বাস করেন করুন, কিন্তু আপনারা রাজনীতিজ্ঞ, সুসীমের পুত্র জীবিত থাক্‌লে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হবে না।

[মারের প্রস্থান।

রাধা। মহাশয়, এ ব্যক্তি যেই হ'ক, এ কথা সত্য যে, সুসীমের পুত্র-সন্তান যত্মপি জন্মগ্রহণ করে, তারে রাজ্য-প্রদানের জন্য অনেকেই উদ্যোগী হবে। মহারাজ সম্মত হবেন না। আমাদের কর্ত্তব্য, গোপনে এর মূলোচ্ছেদ করা! দেখুন, বিবেচনা করুন।

কহ্লা। রাজকার্য্যে দয়া বা নিষ্ঠুরতা উভয়ই পরিহার্য্য।

রাধা। সত্য, কিন্তু কৌশলে রাজ-অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

কুনাল। মা, মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, আমি ভাই পেয়েছি, ভগ্নী পেয়েছি। দেখ, মা, দেখ—আমার নূতন মা কেমন! কেমন চাঁদপানা ভাই, কেমন চাঁদপানা ভগ্নী! মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা, মাকে গান শোনাও।

গীত

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। নর-দেহে তবে কেন এসেছি ভবে,
যদি ভালবাসা নরে বিলা'তে নারি।
আছে মানব-হৃদয়, তবে দিব পরিচয়,
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি।

কুনাল [আঁকর দিয়া]। মিছার এ ছার শরীর ধারণ
করি অনাথ সেবা—
সফল হবে মানব-জনম।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে।
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিত- ব্রত যদি না থাকে মনে॥

কুনাল [আকর দিয়া]। সহে' ত্রিতাপ দহন,
কেন মাটির দেহ ক'র্‌ব বহন!

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। আত্ম-প্রসাদ, যদি নাহি করি সাধ,
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল-আশে।
ধনজন-মান বিনা আত্মপ্রদান
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে॥

কুনাল [আঁকর দিয়া]। আত্ম-প্রসাদ আত্মদানে—
শান্তি দেবী বসেন প্রাণে।

পদ্মাবতী। দিদি, কে তুমি?

দেবী। রাজরাণি, তুমি আমার দিদি, আমি তোমার দাসী। আমি বণিক-কন্যা, সাধুর আদেশে মহাভাগ্যে মহারাজের গলায় মাল্য প্রদান করেছি। মহারাজের ঔরসে এই পুত্র-কন্যা।

পদ্মা। দিদি, দিদি, আমার পরম আনন্দের দিন! আজ আমি ভগ্নী পেলেম, আমার একটী সন্তান ছিল, তিনটী হ'ল।

দেবী। না রাজরাণি, আমি তোমার ভগ্নী-সম্বোধনের যোগ্যা নই। আমি ও আমার সন্তানেরা রাজ-পুরবাসী হ'বার যোগ্য নয়। আমি পবিত্র রাজরাণী-দর্শনে জীবন সার্থক ক'রব, পুত্র-কন্যা পবিত্র পদধূলি গ্রহণ ক'র্‌বে, সেই বাসনায় হেথায় উপস্থিত হ'য়েছি।

পদ্মা। কেন, দিদি, কেন, তুমি রাজগৃহের যোগ্যা নও কেন? দুই

ভগ্নীতে একত্রে থাক্‌ব, রাজপুত্র, রাজকন্যার ন্যায় তোমার কন্যা-পুত্র প্রতিপালিত হবে।

দেবী। দিদি, আমার কন্যা-পুত্র ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই ; এবং ভূমিশয়নে অভ্যস্ত, ফল-মূল আহারে তৃপ্ত, রাজভোগ আমাদের নিষেধ। এ বালক-বালিকার পালনভার আমার, সেই নিমিত্তই সংসারে আমার স্থান।

পদ্মা। আহা, দিদি, কেন এ কঠিন পণ ক'রেছ? রাজগৃহ আলো করা বালক-বালিকাকে কেন সন্ন্যাসীর ন্যায় দীক্ষিত ক'চ্ছ? তুমি স্বয়ং রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কি নিমিত্ত সকল সুখে বর্জ্জিতা হ'চ্ছ? তোমার কথায় আমার চ'খে জল আস্‌ছে।

দেবী। কেন, দিদি, দুঃখিত হ'চ্ছ? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার মত ভাগ্যবতী ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে না। আমি বামন হ'য়ে চন্দ্র স্পর্শ ক'রেছি, চন্দ্রসুধা পান ক'রেছি, দেবকার্য্যে সন্তান উৎসর্গ ক'রেছি।

পদ্মা। ভগ্নি, তুমি কি মহারাজের আদেশ-মত সকল ভোগে বঞ্চিত হ'য়েছ, পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত ক'রেছ?

দেবী। না ভগ্নি, মহারাজ পুনঃ পুনঃ আমাদের রাজগৃহে অবস্থান ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিলেন, কিন্তু যে মঙ্গলময় সাধুর কৃপায় এই দু'টী রত্ন-লাভ ক'রেছি, তাঁরই আদেশে মহারাজের পদে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে সেই সাধুর ইচ্ছামত জীবন যাপন ক'চ্ছি। কন্যা ভূমিষ্ঠা হবার পর আর রাজদর্শন আমার ঘটে নাই। আমি মহারাজের অজ্ঞাত স্থানে কুটীর-বাসিনী ছিলেম। যদিচ আমি মহারাজের গলে মাল্যদান ক'রেছি, আমি রাজনীতি-অনুসারে বিবাহিতা নই। আমি রাজপুর-বাসিনী হ'লে মহারাজের কলঙ্ক হবে।

পদ্মা। তুমি দেবী, কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করে না। তোমায় গৃহে স্থান দিলে গৃহ পবিত্র হয়। তুমি স্বেচ্ছায় কেন ভোগসুখে বঞ্চিত হ'চ্ছ?

দেবী। ভগ্নি, সেই সাধুর উপদেশে আমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, আত্মত্যাগই পরমভোগ, অপর সকল ভোগই কণ্টক-মিশ্রিত।

পদ্মা। ধন্য তোমার সাধু, ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার মমতাবর্জ্জিত হৃদয়, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!

দেবী। দিদি, আমার আত্মত্যাগ অতি সামান্য। আমি সেই সাধুর নিকটেই শুনেছি, তোমার আত্মত্যাগে পৃথিবী চমকিত হবে, তোমার আত্মত্যাগে রাজ্যের কলুষ নাশ হবে। আত্মত্যাগ-বলে স্বামীকে লয়ে অক্ষয় স্বর্গভোগ ক'রবে। দিদি, আমি আসি। আমার পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এদের দ্বারা দেবকার্য্য উদ্ধার হয়।

পদ্মা। দিদি, একান্ত থাক্‌বে না?

দেবী। না, দিদি, এ আমার স্থান নয়।

কুনাল। মা মা, আমায় তোমাদের সঙ্গী কবে ক'র্‌বে, মা? আমি কবে অম্‌নি ক'রে গান ক'রে বেড়াব, মা!

দেবী। বাবা, মনোবাঞ্ছা দেবতা পূর্ণ করেন। তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজগৃহে থাক।

[পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পদ্মা। আত্মত্যাগই পরম ভোগ—যা'তে রাজভোগ উপেক্ষা করে! আশ্চর্য্য রমণী, আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগিনী, আশ্চর্য্য কুমার-কুমারী!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাণী মা, রাণী মা, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। যেমন তোমাদের দু'পায়ে থেঁৎলেছে, তেম্‌নি পেটে-পোঁয়ে অপঘাতে ম'র্‌বে!

পদ্মা। কে, কে ?

পরি। কে আর! আপনি অক্কা পেয়েছে, মাগও আজ পেটে-পোয়ে মারা যাবে।

পদ্মা। কি হ'য়েছে ?

পরি। সেনাপতি বিদ্রোহ ক'রেছিল না ? সেই রাগে মহারাজ হুকুম দিয়েছেন যে, সুসীমের যে-যেখানে আছে, বধ কর। আজ রাত্রেই নাক-নাড়া দেওয়া ঘুচে যাবে। মনে ক'রেছিলেন, পেটের ছেলে হোক মেয়ে হোক, রাজ-সিংহাসনে বসাবেন।

পদ্মা। তুই কোথায় সংবাদ পেলি ?

পরি। কেন, মন্ত্রীম'শায় টাকা দিয়ে তার দাসীদের ব'লেছে, আজ রাত্রে দোর খুলে রেখে স'রে থাকিস। যারা মার্‌তে যাবে, তাদের একজন আমার মামাতো ভাই, আমায় হুবহু সে সব খবর ব'লেছে। দেখ' না মা, রক্তে নদী ব'য়ে যাবে। যে-যেখানে শত্রু আছে, কাটা প'ড়বে।

পদ্মা। তুই এখন যা, আমি পূজাগৃহে থাক্‌ব, কেউ না আমায় বিরক্ত করে। [পরিচারিকার প্রস্থান।

বুঝি, আমার আত্মত্যাগের সময় উপস্থিত। পতির মহাপাপ-কার্য্য অবশ্য নিবারণ ক'র্‌ব। এতে তাঁর কোপে পতিতা হই, পরিত্যক্তা হই, আমার প্রাণবধ হয়, তথাপি আমি এ নিষ্ঠুর কার্য্য নিষ্পন্ন হ'তে দেব না। আমি সহধর্ম্মিনী, পতির কল্যাণ-সাধন আমার কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য-কার্য্যে কখনও পরাঙ্মুখ হই নাই। কর্ত্তব্য-কার্য্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শুশ্রূষার জন্য কারাবাসিনী হ'য়েছি। আজ উচ্চ কর্ত্তব্যের দিন, এ আমার ভাগ্য। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—চন্দ্রকলার কক্ষ

চন্দ্রকলা

চন্দ্রকলা। এ কি পুরী—শূন্য! দাস-দাসীরা চ'লে গেছে, আজ সকলেই কথার অবাধ্য হ'য়েছিল। আমায় কি বধ ক'রবে? অশোক কি এত নিষ্ঠুর! আমায় বধ করুক, তাতে আমি দুঃখিতা নই; যখন আমি পতি-হারা, আমার আর জীবনের মমতা কি? কিন্তু আমার গর্ভের সন্তানের কি উপায় হবে? ভেবেছিলুম, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত পুত্রের মুখ দেখে সকল দুঃখ নিবারণ হবে। আমার পুত্রমুখ দর্শন ক'র্‌বেন আশায় মৃত্যুশয্যায়ও আমার শ্বশুরের কত আহ্লাদ! আমি আস্‌বামাত্র উৎসবের আজ্ঞা দিলেন। সেই শ্বশুর আমার নাই। অভাগার জীবন-রক্ষা কিরূপে ক'রব? কোথায় যাব? চতুর্দ্দিকে রাজ-প্রহরী; পালাবার তো পথ নাই। কি হবে, কি হবে, ভগবান্‌ রক্ষা কর!

বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। দিদি, দিদি, এই বস্ত্র পরিধান কর, শীঘ্র চ'লে এস।

চন্দ্র। কে তুমি?

পদ্মা। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না, দিদি?

চন্দ্র। কে, পদ্মাবতী? এ বেশে কেন?

পদ্মা। তুমিও বেশ পরিবর্ত্তন কর। এস, এই বস্ত্র পরিধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এস। বিলম্ব ক'র না। বিলম্ব ক'র্‌লে গর্ভস্থ সন্তান রক্ষা হবে না, তোমার মৃত্যুর সহিত তোমার সন্তান নষ্ট হবে।

চন্দ্র। অশোক কি এত কঠিন, আমার স্বামীর প্রাণবধে ক্ষান্ত হ'ল না!

পদ্মা। কথার সময় নাই, সত্বর হও।

চন্দ্র। কোথায় যাব ?

পদ্মা। নগর পরিত্যাগ ক'রে যাই চল। নগরে রাজ-চরের দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত থাক্‌তে পারবে না।

চন্দ্র। নগর-দ্বার সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত, কিরূপে বহির্গত হব ?

পদ্মা। এই সময় চণ্ডালেরা কার্য্য-অবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমরাও তাদের সঙ্গে বহির্গত হব। সেই জন্যে এ-বেশ পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে বল্‌ছি, এস—শীঘ্র এস। [উভয়ের প্রস্থান।

দুই জন ঘাতকের প্রবেশ

১ম ঘাতক। এ কোন মাগী-টাগী দিয়ে বিষ খাওয়াতে হয়। মন্ত্রীর যেমন কাজ, আমাদের এই ষণ্ডা দুটোকে পাঠিয়েছে।

২য় ঘাতক। আরে জানিস্‌নে, সুসীম যেমন ছিল, এ রাণীটে তেমন নয়, এর সব রক্ষকেরা বশ।

১ম ঘাতক। দূর ভেড়ো, এর আবার রক্ষক কোথায় ? যমালয়ে এরে রক্ষা ক'র্‌বে। তাদের কি একজনও বেঁচে ? ঐ ভূতোর দলে আমিও এসেছিলুম—মজাসে টক্ টক্ ক'রে গর্দ্দানা ওড়ালুম !

২য় ঘাতক। তবে যে একে মার্‌তে কাঁচু-মাচু ক'চ্ছিস ?

১ম ঘাতক। আরে ছ্যা ! মেয়েমানুষকে মার্‌ব কি ?

২য় ঘাতক। আরে, বুঝিস নি, এও এক মার্‌তে মজা আছে রে—মজা আছে ! "বাবা, মেরো না, মেরো না" ব'লে হাতজোড় ক'র্‌তে থাকে, অমনি বুকে ছুরি বসিয়ে দিলুম, ধড়্‌ফড় ক'রতে লাগ্‌ল। এক এক বেটী মর্‌বার সময় গাল দেয়, শুন্‌তে ভারি মিষ্টি।

১ম ঘাতক। আরে দেখ্, আমাদের মার্‌বার আগে বুঝি কেউ কাজ সেরে গিয়েছে। এই যে গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড় সব প'ড়ে রয়েছে।

২য় ঘাতক। তোর যদি এক কানাকড়ি বুদ্ধি ঘটে থাকে! কাজ সেরে গেলে গয়না কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে যেত? মাগী আমাদের দম দেবার জন্যে কাপড়-চোপড় ফেলে কোথায় লুকিয়েছে। আয়, খুঁজি আয়।

১ম ঘাতক। রাণীর বেশ না থাক্‌লে চিন্‌ব কেমন ক'রে?

২য় ঘাতক। ন্যাকা আর কি! দরাজ হুকুম—যাকে পাব, তাকে কাটব।

১ম ঘাতক। আরে, সব দোর খোলা—কোথাও চলে গেল না কি?

২য় ঘাতক। মর ভেড়ো! বাঁদীবেটীকে দোর খুলে রাখ্‌তে মন্ত্রীম'শায় বলে নাই? সব ভুলে যাস্ কেন?

১ম ঘাতক। আয় তবে, কোথায় গেল দেখি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

পদ্মাবতী ও সদ্যপ্রসূতা চন্দ্রকলা

পদ্মাবতী। দিদি, জল খাও।

চন্দ্রকলা। (জলপান করিয়া) আঃ—

পদ্মা। দিদি দেখ, একবার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখ, কি ভুবন-উজ্জ্বল সন্তান প্রসব ক'রেছ দেখ!

চন্দ্র। দেখেছি, আর আমার ছেলে নয়। ছেলের মুখ দেখে আমার অনেক সাধ উঠেছিল। কোলে ক'রব, স্তন্য পান করা'ব, চাঁদমুখের হাসি দেখে প্রাণ জুড়াব, কিন্তু সে সকল সাধ আমি তোমায় দিয়ে গেলুম। অনাথকে তুমি দেখ, আমার দেখ্‌বার সময় নাই।

পদ্মা। দিদি, তুমি প্রসব-যাতনায় কাতর হ'য়েছ, এখনই সবল হবে।

চন্দ্র। দিদি, আর আমি কাতর নই। গর্ভরক্ষার জন্য কাতর হ'য়েছিলুম। পুত্র প্রসব ক'রেছি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নারীরূপা দেবীকে দিয়ে যাচ্ছি। পরকালের ভয়ও আর আমার নাই। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন তোমার আমি কৃপাভাজন হ'য়েছি, তখন নারায়ণও আমায় কৃপা ক'র্‌বেন! তুমি বল, আমার ছেলে তোমার হ'ল—এই সংবাদ শোন্‌বার জন্য আমার প্রাণবায়ু বেরোয় নাই।

পদ্মা। দিদি, কেন অমন ক'চ্ছ, তুমি এখনই ভাল হবে।

চন্দ্র। না, দিদি, না। আমি কালের স্পর্শ অনুভব ক'রেছি, এখনি যেতে হবে। হেথা থাক্‌বারও আর আমার ইচ্ছা নাই। নারী-জীবনে সাধের সমুদ্রতরঙ্গ উঠে, কিন্তু পদে পদে নিরাশা। নিরাশাই নারীর জীবন। আমি পাটলিপুত্র-সিংহাসনের যুবরাজ-পত্নী, সাধের স্রোত কতই ব'য়েছে—স্বামীর বামে ব'স্‌ব, স্বামীকে রাজ্যশাসনের উপদেশ দেব, প্রজাদের পুত্রবৎ পালন ক'রব, সাধের সাগর উথ্‌লেছিল! কিন্তু সে সাধ-সাগর মন্থন ক'রে হলাহল উঠেছে। স্বামীর উপেক্ষিতা, বারবিলাসিনী কর্ত্তৃক অপমানিতা—কিন্তু তথাপি আমার স্বামী—কপালে সিন্দুর ছিল। ভাব্‌তেম, আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আছে—সে সাধেও বিষাদ। সিন্দুর ঘুচ্‌ল, তবু সাধ অবসান হ'ল না। আশার কুহকে আমার মনে হ'ত, আমার গর্ভের পুত্র সন্তান—সেই সন্তান রাজ্যেশ্বর হবে। কিন্তু তখন জানিনে, দুর্দ্দৈব আমায় রাজপুর হ'তে বহির্গত ক'রে অরণ্যে প্রেরণ ক'র্‌বে। তখন জানিনি যে, করুণাময়ী রাজরাণী অভাগিনীর জন্য অরণ্যচারিণী হবে, তখন জানিনি, অনাথিনীর বনপথ মৃত্যুশয্যা হবে। কিন্তু এক পরম সান্ত্বনা, আমার পুত্রের রক্ষণে দেবী জগদ্ধাত্রী মানবীরূপে উপস্থিত হ'য়েছেন। দিদি, বিদায়! (মৃত্যু)

পদ্মা। দিদি, দিদি—ফুরুল! এই সংসার! রাজরাণীর মৃত্যুশয্যা—ধরণী, অরণ্য—রাজপুত্রের সূতিকাগার! এই রাজ্য, এই ভোগ! এই নিমিত্ত কোলাহল, এই নিমিত্ত অস্ত্র-সংঘর্ষণ, নরহত্যা, ধ্বংসকারী রণ-তরঙ্গ! পরিণাম—মৃত্যু! অজানিত তমোময় সাগরে ঝম্পপ্রদান! ক্ষণভঙ্গুর দেহে অবস্থান ক'রে ক্ষণভঙ্গুর দেহীর নিপীড়ন—বিবেচক জ্ঞানী-নামে আত্ম-পরিচয়—এ কি দুরন্ত কুহক! এ কি ঘোর আত্ম-প্রতারণা! এ অবস্থায় সুখের কল্পনা, আশার উত্তেজনা! তম—তম—ঘোর তম—তমোময় ভবিষ্যৎ! (শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা, শিশু যেন আমার বক্ষে থেকে আমার অন্তরের ভাব উপলব্ধি ক'রে হাস্য ক'চ্ছে। যেন চাঁদমুখে ব'ল্‌ছে, "সত্য—সত্য প্রতারণা।" এখন কি করি, কোথায় যাব—কোথায় আশ্রয় পাব? এ-যে মহাভার আমার মস্তকে! এ অনাথকে কিরূপে রক্ষা করি? কোন্ স্থানে রাজ-দূতের চক্ষু আবরিত ক'রে এই শিশুকে লালন-পালন করি? স্তনে দুগ্ধ নাই—সদ্যপ্রসূত শিশুর উপায় কি ক'র্‌ব? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি রাজ-দূত অন্বেষণে আস্‌ছে, লতাগুল্মে লুক্কায়িত হই। [অন্তরালে গমন।

অনুচরগণসহ চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ

চণ্ডাল। তোরা লোককে হামি বল্‌লে যে, মাগীদুটার পিছ্‌লে, ও হামাদের চাঁড়াল ঘরের জেনানা নয়--ডর মারে ভাগ্‌ছে। ভালমানুষের জানানা-থ্‌তো কত বুরা বাত হলো। বনে কাঁহা ঘুসে যাবে, বাঘা চাঁসাবে।

চণ্ডাল-পত্নী। আরে, মিন্সে, দেখ্ দেখ্—কাহার জানানা প'ড়ে।

চণ্ডাল। আরে, ছুঁস্ না, ছুঁস্ না—ভাল আদ্‌মির জানানা।

পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ

পদ্মা। বাবা, বাবা, আমায় রক্ষা কর।

চণ্ডাল। তু কে বেটী ?

পদ্মা। আমি হতভাগিনী, তোমার কন্যা, আমি এই সন্তান নিয়ে বিপন্না, আমায় রক্ষা কর।

চণ্ডাল। হামার বেটী—হামার বেটী! (পত্নীর প্রতি) এ মাগী, আজ বেটী পেলোরে—চাঁদমতন বেটী—চাঁদমতন নাতি!

চণ্ডাল-পত্নী। চল্ চল্ ঘরে নিয়ে যাব। বেটী নাই, বেটা নাই—হামার ফাঁকা ঘর আলো ক'র্‌বে! (পদ্মাবতীর প্রতি) আরে তোর বেটাকে কি খিয়ালি ? হামার পাশ মউ আছে, মিস্সেকে সরবৎ পিয়াবো, তাই চাক তুড়েছি। দে দে, নাতি কোলে দে—খিয়াই।

(শিশুকে বক্ষে গ্রহণ)

চণ্ডাল। বেটী, এটা তোর কে ? এটা তো মুন্দর হ'য়েছে; তুই ভালা আদ্‌মি, হামি লোক তো ছোঁবে না, ইটার কি হবে ?

পদ্মা। বাবা, ইনি আমার ভগ্নী, এঁরই এই অনাথপুত্র।

চণ্ডাল। এখন আর এর বেটা নয়—হামার নাতি; তোর বেটা, তুই পাল্‌বি।

চণ্ডাল-পত্নী। সর্দ্দার, ইটা জ্বালিয়ে দে না।

চণ্ডাল। দুর মাগী, হামি লোক ছোঁবে কেমন ধারা! তুই দেখছিস্ না, হামি কি হামার বেটীকে হামার হাঁড়ীর ভাত খিলাবো! বেটী রাঁধবে, হামারা বুড়া-বুড়ী মিলে বেটীর সাথ খাব। এ বেটী, এখন কি করি, তুই বাতা না ?

চণ্ডাল-পত্নী। এর আর সলা ক'র্‌তে নারলি, কাটকুটা চাপায়ে দে; বেটী হামার জ্বালান ক'রে দেবে।

কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ

১ম বৌদ্ধ। এই সেই শিশু! (পদ্মাবতীর প্রতি) মা, উদ্বিগ্ন হ'য়ো না।

আমরাই শবদেহ সৎকারের নিমিত্ত আগমন ক'রেছি। (চণ্ডাল-সর্দ্দারের প্রতি) সর্দ্দার, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এঁরে নিয়ে যাও, আমাদের তো জান'।

চণ্ডাল। ভিক্ষু-বাবারা এয়েছে, মুদ্দরের কাম হবে। চল বেটী চল, তোর বাপের ঘরে থাক্‌বি চল্‌।

[বৌদ্ধভিক্ষুগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। (চন্দ্রকলার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া) ইনি মহাপুরুষের গর্ভ-ধারিণী। গুরুদেব উপগুপ্তের আজ্ঞা, কোন পবিত্র স্থানে এঁর সৎ-কার্য্য সম্পন্ন হবে। চল, আমরা মৃতদেহ ল'য়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ-সম্মুখস্থ প্রান্তর।

অশোক, রাধাগুপ্ত, সেনানায়কগণ, সভাসদগণ ও সৈন্যগণ।

অশোক। হে তক্ষশিলাবাসী বীরগণ, হে উজ্জয়িনীবাসী যোদ্ধবর্গ, তোমাদের অসীম সাহসে পাটলিপুত্রের সেনা নিরস্ত হ'য়েছে; বিদ্রোহী সেনাপতি হত হ'য়েছে। এক্ষণে তোমরা জনে জনে নিজ নিজ দলবলে মমতাশূন্য হ'য়ে চতুর্দ্দিকে শত্রু সংহার কর। যে সুসীমের পক্ষ, তারে সবংশে নিধন কর; এতে বালক, বৃদ্ধ, নারী বধে ঘৃণা ক'র না।

সেনানায়কগণ। জয় রাজাধিরাজ অশোকের জয়!

অশোক। যাও—বনে, গুপ্তস্থানে, যেখানে শত্রু লুকায়িত—সেইখানে অনুসন্ধান ক'রে বধ কর। যাও, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান কর।

সেনানায়কগণ। জয় মহারাজ অশোকের জয়।

[সেনানায়কগণের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রি, সুসীম-পত্নীর বধ-সংবাদ পেয়েছ ?

রাধাগুপ্ত। না, মহারাজ, তাঁরে কেউ অনুসন্ধান করে পায় নাই।

অশোক। কোন্ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ ক'রেছিলে ? পুনর্ব্বার অনুসন্ধান ক'র্‌তে ব'ল, কোথাও লুক্কায়িত আছে।

রাধা। মহারাজ, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করা হ'য়েছে, কোথাও তাঁর নিদর্শন নাই।

অশোক। নগর-দ্বারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত কর ; কোনরূপ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ভাবে না পলায়ন করে !

রাধা। মহারাজ, সতর্ক প্রহরীই আছে।

অশোক। গত রাত্রে কে নগরের বাহিরে গিয়েছে, সংবাদ গ্রহণ ক'রেছ ?

রাধা। রাজমাতার সহমরণ-উৎসবে যে সকল চণ্ডালেরা পথ পরিষ্কৃত ক'রেছিল, তারাই কেবল রাজাদেশে নগর পরিত্যাগ ক'রে যায়, অপর জনপ্রাণী নগরের বাহিরে যেতে পারে নাই।

অশোক। তাদের সহিত রমণী ছিল ?

রাধা। আজ্ঞে তারা নর-নারীতেই কার্য্য করে।

অশোক। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'র্‌তে দূত প্রেরণ কর।

রাধা। মহারাজের অভিপ্রায়মত কার্য্য হ'য়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে কোথায় গেল ?

বীতশোকের প্রবেশ

বীতশোক। মহারাজ, অন্তঃপুর হ'তে মহারাণী কোথায় গিয়েছেন।

অশোক। সে কি ! কোথায় গেল—অনুসন্ধান কর।

বীত। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান ক'রে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে নিশ্চয়ই শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হ'য়েছে।

বীত। মহারাজ, তার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

অশোক। জাননা, নিশ্চয় শত্রুর কার্য্য। নিশ্চয়ই শত্রু—চতুর্দ্দিকে শত্রু! রাজ-আজ্ঞা প্রচার কর, যদি কল্য প্রাতে রাজরাণীর কোন না সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত পাটলিপুত্র ভস্ম হবে। এখন' রাজ্যে শত্রু লুক্কায়িত আছে; যতদিন না তারা সমূলে নির্মূল হয়, দোষী-নির্দ্দোষী বিচার নাই, সকলের প্রাণ সংহার হবে। যাও, আজ্ঞা প্রচার কর; যাও—কি নিমিত্ত দণ্ডায়মান?

বীত। মহারাজ, সকল কার্য্য সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, দাস এ কার্য্যে অপারক।

অশোক। তুমিও শত্রু, তোমার প্রাণ বিনাশ হবে।

বীত। আমি শত্রু নই, আমি রাজভৃত্য—রাজদাস। কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণবিনাশ যে ন্যায়-সঙ্গত নয়, এ কথা মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেও মহারাজকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন ক'রব।

অশোক। বীতশোক, আমায় তুমি কঠিন ব'লে তিরস্কার ক'চ্ছ,—তুমিও দুঃখিনীর পুত্র—সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় কঠিন শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই। নির্ম্মম শিক্ষক তোমায় দীক্ষাদান করেন নাই। যাও মন্ত্রি, আজ্ঞা প্রচার কর।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

আকালের প্রবেশ

আকাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আকাল। একটা জিনিস খুঁজ্‌তে।

অশোক। কি জিনিস?

আকাল। মহারাজের মেজাজ।

অশোক। আকাল, তা আর খুঁজে পাবে না,—
ঘোর হৃদয়-ঝটিকা উড়ায়েছে স্বভাব আমার
ঘোর ঘূর্ণবায়ু—
শক্রর উত্তাপে বায়ু অতীব প্রবল—
বহিবে তুমুল ঝড়,
বারিধারা সম হবে শোণিত বর্ষণ,
তবে শান্ত হবে এ ঝটিকা।
নহে মহামার,
নিস্তার নাহিক আর কার ;
সহিয়াছি বিস্তর পীড়ন,
পীড়নে করিব মোর শাসন স্থাপন।

মারের প্রবেশ

মার। জয় নরদেহী দেবরাজের জয় !

আকাল। বাবা, দানব না দত্যি যে তুমি হও, মহারাজকে সহস্রলোচন ইন্দ্রটা ক'র না। মাথায় গায়ে লোচনের উপর রাজপোষাক, রাজ-মুকুট প'রে মহারাজ চোখ-করকরানিতে অস্থির হবেন।

মার। সপ্তসূর্য্যসম-প্রভাব জয় মহারাজ অশোকের জয় !

আকাল। দানব-বাবা, সূয্যি দেবতাটাও ছাড়ান দাও। সূয্যি হ'লে মহারাজের সমস্ত দিন রোদে ঘুরে মাথা ধ'রবে। আর গোটা দুই দেবতা ছেড়ে—এই চন্দ্রটা, তাহ'লে রাত্রে ঘুর্তে হবে, আর কলায় কলায় থইতে হবে ; আর পবনটা, তাহ'লে সৃষ্টির লোককে বাতাস ক'রে সারা হবেন—এই গোটা চার দেবতা ছাড়ান দিয়ে মহারাজকে তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে যেটা ইচ্ছা হয়, ক'রে দাও।

মার। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর ?

আকাল। করি, তোমার আক্কেলে।

মার। মহারাজ, দেখুন—আমার সমস্ত গণনাই সত্য ; দেখুন—রাজরাণী নিরুদ্দেশ। অপর গণনাও যে সত্য, তা অচিরে জান্‌বেন।

কুনালের প্রবেশ

অশোক। কুনাল, তুমি মলিন কেন ? তুমি কি তোমার মাতৃ-অদর্শনে বিষন্ন হ'য়েছ ? শীঘ্র রাজদূত শত্রুর অভিসন্ধি ভেদ ক'রে তোমার মাতাকে উদ্ধার ক'র্‌বে। তুমি যে রাজ-প্রসাদ প্রার্থনা কর, যে রাজ্যভার গ্রহণে অভিলাষী, এই দণ্ডে তা প্রদত্ত হবে।

কুনাল। মহারাজ, আমি রাজ্য-প্রার্থী নই। মহারাজ রাজ্যভার প্রদান ক'র্‌লে, সে ভার আমি শ্রীচরণে পুনরর্পণ ক'র্‌ব। স্বর্গগতা রাজ-মাতার উপদেশে দাসের হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, মানবের মার্জ্জনাই একমাত্র রত্ন। আমি নিশ্চয় শ্রীচরণে নিবেদন ক'চ্ছি, জননী কোন মঙ্গল-কার্য্যে আত্মগোপন ক'রেছেন। মহারাজ তক্ষশিলায় গমনাবধি—মহারাজের মঙ্গল-কামনায়—অনশনে, অর্দ্ধাশনে দেবকার্য্যে নিযুক্তা থাক্‌তেন। কেবল রাজ-মাতার সেবার জন্য এক-একবার দেব-মন্দির হ'তে বহির্গত হ'তেন।

অশোক। আমার মঙ্গল কামনায় ? তাই আত্মগোপন !

কুনাল। হাঁ মহারাজ, রাজ্যে যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হ'চ্ছে, রাজ্যের মঙ্গল কামনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অশোক। কুনাল, তুমি রাজ-মাতার পরম আদরের ছিলে। তোমার ও তোমার পিতৃব্যের ভার চিতারোহনকালীন তিনি আমার উপর অর্পণ করেন। সেইজন্য রাজ-কোপে তোমাদের উভয়েরই নিস্তার ; কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত যদি তোমার মাতা আত্মগোপন ক'রে

থাকেন, তাহ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। যাও, আমার সম্মুখে অবস্থান ক'র না।

কুনাল। মহারাজ, দাস তো রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই ?

অশোক। হাঁ, আমি প্রতিশ্রুত—কি প্রসাদ বল ?

কুনাল। মহারাজ, নিরীহ পাটলিপুত্রের প্রজাবর্গের প্রাণনাশের যে কঠিন আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে, তা প্রত্যাহার করুন।

অশোক। তোমার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয় না। রাজ-প্রসাদ স্বরূপ আদেশ প্রত্যাহার ক'র্‌ব, কিন্তু তোমার জননীর প্রাণবধ হবে।

কুনাল। মহারাজ, যদি শত-সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়, জননী হাস্যমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌বেন।

[প্রণাম করিয়া কুনালের প্রস্থান।

মার। মহারাজ, সুবিচার করুন, আমার সমস্ত গণনা সত্য কি না, বলুন ? দেখুন—আপনার পত্নী নিরুদ্দেশ, পুত্র রাজ-প্রসাদ-স্বরূপ রাজ্য অবাধ্য হ'য়ে উপেক্ষা ক'র্‌লে। যদি সত্য হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করুন, আপনি ইন্দ্র, পাপের দণ্ডবিধানের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

অশোক। হাঁ, আমি ইন্দ্র—কিরূপে পাপের দণ্ডবিধান ক'র্‌ব, সে পরামর্শ প্রদান কর।

আকাল। মহারাজ, দাসের মিনতি, দানবের কথায় প্রত্যয় ক'র্‌বেন না ; দানব সত্য ব'লে প্রতারিত করে।

অশোক। আকাল, স্মরণ কর—যখন প্রবাসে তুমি আমার সাথী হও, আমি তোমায় নিষেধ ক'রেছিলেম। তুমি কি জান না, আমিও দানব। দানবের পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ ক'র্‌ব। (মারের প্রতি) কি পরামর্শ বল ? অগ্রে বল, রাজমহিষী কোথায় ?

মার। মহারাজ, রাজরাণী মহারাজের কোন বলবান শত্রুর শক্তিতে

আচ্ছাদিত। সে শক্তি ভেদ করবার আমার সামর্থ্য নাই, তথায় আমার দৃষ্টি অন্ধ।

অশোক। কে আমার শত্রু জান ?

মার। বুদ্ধ।

অশোক। কোথায় সে শত্রু ?

মার। মহারাজ, সে শত্রু ইচ্ছায় আকারধারী, ইচ্ছায় নিরাকার হ'তে পারে। তার সহিত শত্রুতার একমাত্র উপায়—হিংসা। মার্জ্জনা রাজ-হৃদয় হ'তে একেবারে পরিত্যাগ করুন, নর-হিংসায় দৃঢ় হ'ন, তাহ'লে সে শত্রু ক্ষুব্ধ হবে।

অশোক। আমি দৃঢ়সংকল্প।

মার। মহারাজ, আপনি যে ইন্দ্র, তার আর এক প্রমাণ প্রদান করি। আজ্ঞা দেন, এই মুহূর্ত্তে প্রান্তর বিস্তৃত হ্রদরূপে পরিণত হবে, হ্রদ-বক্ষে সুন্দর পুরী নির্ম্মিত হবে, সেই পুরীতে পাপীর প্রলোভনের নিমিত্ত অপ্সরাগণের নৃত্য-গীত হবে। প্রলোভিত হ'য়ে যে ব্যক্তি সেই পুরী প্রবেশ ক'রবে, জানবেন সে পাপী, রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা দেবেন, তার যেন প্রাণবধ হয়।

অশোক। কই, তোমার বর্ণনা-অনুসারে পুরী নির্ম্মিত হ'ক।

(প্রবল ঝটিকা এবং মেঘমালার আবির্ভাব)

সকলে। এ কি প্রলয় অন্ধকার !

[অশোক, মার ও আকাল ব্যতীত সকলের পলায়ন।

আকাল। দেখি, বেটা দানব তোর কীর্ত্তিটে, একটা প্রাণ বই তো নয়।

মার। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না ; আপনি মেঘবাহন, মেঘদল আপনার পূজার নিমিত্ত উপস্থিত।

অশোক। না না, তিলমাত্র নহিক চিন্তিত।

কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,

করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন;

বহ বহ প্রবল পবন,

প্রবল ঝটিকা যথা

আলোড়িত করিছে অন্তর—

আলোড়ন কর ধরাতল।

চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা ;

ধ্বংশ হ'ক মানবমণ্ডল,

মম কোপানল-অনুরূপ প্রলয় দামিনী

সহস্র দলকে দলি উগার প্রলয় ধারা—

বজ্র-হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ !

(সহসা ঝটিকা ও মেঘমালার অন্তর্ধান এবং প্রান্তর হ্রদে পরিণত হওন, হ্রদ-মধ্যে দৃশ্যমান পুরী)

(চণ্ডগিরিঘোষের প্রবেশ)

মার। মহারাজ, আমার এই ব্যক্তিকে পুরী-রক্ষক নিযুক্ত করুন। আজ্ঞা দেন, যে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে, তার প্রাণবধ ক'র্‌বে।

অশোক। যাও, সাবধানে পুরী রক্ষা কর; কোন প্রবেষ্টা যেন না বহির্গত হয়।

মার। মহারাজ, এইবার কলিঙ্গ-দমনের নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হ'ন। কলিঙ্গরাজের এতদূর দম্ভ যে, সে স্বয়ং সম্রাট ব'লে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অশোক। কলিঙ্গের অবজ্ঞা আমি বিস্মৃত হব না, কিন্তু অগ্রে গৃহ-শত্রু দমন করি। নিশ্চয় জেন'—কলিঙ্গ আমার কোপে ভস্মসাৎ হবে।

মার। শুনুন, মহারাজ, অপ্সরাগণের সঙ্গীতে—বাঁশীর রবে হরিণ যেমন মুগ্ধ হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নি-অভিমুখী হয়, পাপীরা সেইরূপ মুগ্ধ হ'য়ে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে।

(পুরী-মধ্যে মার-সঙ্গিনীগণের নৃত্য-গীত)

এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার মনে ধরে॥
যে বোঝে বেদনা, তার থাক্‌বে কেনা সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে, কত ব্যথা অন্তরে॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বেদরদীর দরদ নাই প্রাণে ;
ব্যথার ব্যথিত হ'লে পরে, ব্যথায় ব্যথা নেয় হরে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—দুর্গ-সম্মুখ

অশোক, সেনানায়ক ও সৈন্যগণ

অশোক। হের, শূন্য দুর্গ—প্রাচীরে নাহিক আর অরি ;
শূন্য রাজপুরী, শূন্য এ নগরী,
কিন্তু নহে শ্রম অবসান।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর—গর্ব্বিত বর্ব্বর
মধ্য-দুর্গ ক'রেছে আশ্রয় ;
এখন' আশ্বাস তার মনে,
সুবিশাল পরিখা-বেষ্টনে
আক্রমণ রোধিবে আমার।
কি আশ্চর্য্য ! এত দিনে জন্মে নাই জ্ঞান—
বজ্রধারী-অরি-অস্ত্রে চূর্ণ হয় মেরু।

১ম সেনানায়ক। হের, মহারাজ,
দুর্গমাঝে মেঘাকারে উঠিতেছে ধূম।

অশোক। বুঝি, করিবারে মম অসিরে বঞ্চনা,
নেছে পরিবার সনে অগ্নির আশ্রয়।
যাও, কেহ আনহ সংবাদ।

২য় সেনানায়ক। একাকী আসিছে এক সৈনিক এদিকে,
হইতে শরণাগত বুঝি বা বাসনা।

(কলিঙ্গ-সৈনিকের প্রবেশ)

কলিঙ্গ-সৈনিক। আরে দানব, আরে নর-রাক্ষস, বিফল তোর আকিঞ্চন! তোর অধীনত্ব-স্বীকার অপেক্ষা আহত ভূপাল সবান্ধবে, সপরিবারে অগ্নি-প্রবেশ ক'রেছেন। তোর দানবীয় কর্ণে সংবাদ দেবার জন্য একমাত্র আমিই জীবিত। শোন্, নরাধম, গর্ব্ব করিস্ নে! জয়-পরাজয় দৈবাধীন, কিন্তু কলিঙ্গ-গৌরব ক্ষুণ্ণ নয়। বার বার যুদ্ধে কলিঙ্গের বিক্রমের পরিচয় পেয়েছিস্। শুনেছি, তুই আপনাকে ইন্দ্র ব'লে স্পর্দ্ধা করিস্। যদি সাহস হয়, একাকী আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ; যদি পরাজিত হই, সত্যই তোরে ইন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'র্‌ব; নচেৎ, ভীরু, কুক্কুর নামে জগতে তোর প্রচার হবে।

[অশোকের সহিত যুদ্ধান্তে কলিঙ্গ-সৈনিকের পতন।

অশোক।　　টেনে ফেল দূরে—
কুক্কুরের ভক্ষ্য হোক রসনা উহার।
কুণ্ঠিত নহিক আর প্রতিজ্ঞা-পালনে—
ভস্মসাৎ কলিঙ্গ হইবে।
যাও চতুর্দ্দিকে—
হন হন, বধ বধ যথা পাও যারে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করহ সংহার,
অগ্নি দাও প্রতি ঘরে ঘরে;
প্রজ্জ্বলিত শিখা দৃষ্ট হ'ক দূরদেশে,
রণশ্রম শান্তি কর শোণিত-প্রবাহে।

[অশোকের প্রস্থান।

১ম সেনানায়ক। মহারাজের এ কি কঠিন আজ্ঞা! শত্রু পরাজিত,

কালব্যাপী যুদ্ধে প্রজা নিপীড়িত, তাদের হত্যা করা বীরের কার্য্য নয়।

২য় সেনানায়ক। মহাশয় কি রাজকোপে হত হ'তে প্রস্তুত? উনি স্বয়ং ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌বেন, দয়ায় কেহ তাঁর কার্য্য অবহেলা করে কি না। মহারাজের কঠিন আজ্ঞা-পালনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু রাজাজ্ঞাবাহী হব—প্রতিজ্ঞা ক'রে অস্ত্রধারণ ক'রেছি, আমরা অনন্যোপায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নর-শোণিত-প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদিত কলিঙ্গ নগর।

অনুচরগণ সহ মারের প্রবেশ

মার। হের, ওরে বোধহীনগণে,
কি কারণে অশোকে ক'রেছি রাজ্যেশ্বর!
হের, স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব,
মাংসাহারী-দ্বন্দ্ব দেহ ল'য়ে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি;
লক লকে অগ্নি-জিহ্বা গগনমণ্ডলে!
শুন, চারিদিকে রোদনের ধ্বনি,
নরস্রোত ধায় বনপথে,
কেহ অনাহারে পথে প'ড়ে মরে;
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগাল,
তথাপিও নহে শান্ত শাণিত আয়ুধ,

বধে বৃদ্ধ-বালক-বনিতা।
টল টল আরক্ত মেদিনী রক্ত-ধারে!
নাচ, গাও, আজি মহা আনন্দ-উৎসব।
বুদ্ধ-পরাভব—
জয়ধ্বনি তোল' সবে মিলি।

সকলে। জয় জয় দুষ্কৃতি-জনক!
জয় জয় লোকক্ষয়কারি!

(সকলের গীত)

হিংসা-দ্বেষে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর খর শোণিত র'বে,
ব্যাপিবে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ত্ব পরাজয়!
পর-ঈর্ষা-রত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
গুপ্ত তীক্ষ্ণ ছুরি খেলিবে শত,
মারে পরাজয় কে করে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় ভবে!
জয় জয় জয়　　অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম্ম পাবে লয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—অশোকের শিবির

অশোক ও আকাল

অশোক। আছিলাম দীন, ঘৃণ্য, স্বদেশ-তাড়িত,
এবে অদৃষ্ট-প্রভাবে আমি ভারত-ঈশ্বর।
সুমেরু কুমেরু মম শাসন-অধীন,
বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য মম করতল।
দানব শাসন মানে অধীনে আমার,
নির্ম্মাণ ক'রেছে পুরী ইন্দ্রের সমান।
সত্য যদি ইন্দ্রের না হই অবতার—
ইন্দ্র যথা স্বর্গপুরে অমর-প্রধান—
ধরায় নাহিক কেহ আমার সমান।
পণ মম অবশ্য করিব সম্পূরণ,
আধিপত্য করিব স্থাপন
স্থলে জলে পবনে গগনে।
জলচর ভূচর খেচর
আনত মস্তকে মোরে পূজিবে সকলে।

আকাল। হ্যাঁ, মহারাজের যে একাধিপত্য—তা ঠিক। স্থল—নর-অস্থিতে সাদা, জল—নর-শোণিতে আরক্ত, গগনে হাহাকার ধ্বনি উঠ্‌ছে, আর গৃহ দগ্ধ হ'য়ে সেই আলোকে জগৎকে দেখাচ্ছে—আপনার কি বিস্তৃত আধিপত্য! বাকী ছিলেন সূর্য্যদেব, তিনি আপনার কলঙ্ক-ছায়ায় মুখ ঢাকা দেবেন।

অশোক। কি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দর্প চূর্ণ ক'র্‌ব না? যে সমস্ত রাজন্য-বর্গের সম্মুখে আমায় উপেক্ষা ক'রেছে, তার দণ্ডবিধানে পরাঙ্মুখ হব?

আকাল। তাও কি হয়, তাতে যে পুরুষার্থে খাটো হ'তে হবে! লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্রের দ্বারা বধ, দুর্ভিক্ষে বধ, অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে বধ, জলমগ্ন হ'য়ে বধ, বনে বন্যপশু কর্ত্তৃক বধ, এ যে না ক'র্‌তে পার্‌লে, সে কি রাজা! রাজাকে লোকে দেখ্‌বে কেমন? যেন যমের মাসতুতো ভাই। কবে ম'র্‌বে—তাই আবালবৃদ্ধ কামনা ক'র্‌বে। যে দেশে আপনার মত তেজীয়ান রাজা থাক্‌বে, সে দেশের লোক পাখীর গান শুন্‌বে না, ফুল ফোটা দেখ্‌বে না, ঘরে বাস ক'র্‌বে না, মাঠ থেকে শস্য কেটে এনে রাঁধবে না—তা না হ'লে আর স্থলে, জলে, পবনে অধিকার বিস্তার কি হ'ল? পাখী প্রাণ-ভয়ে সাগর-পারে পালাবে, ফুলের মুখ পুড়ে ছাই হবে, মাঠে লাঙ্গলই প'ড়বে না—তা শস্য হবে কি? আর প্রজার ঘর পুড়ে যাবে, দিব্যি নীল আকাশের তলায় সুখে মহানিদ্রায় শয়ন ক'র্‌বে।

অশোক। কিছু কঠোর আজ্ঞা প্রচার ক'রেছি সত্য। যদি প্রজারা বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ত, এরূপ কঠোর আজ্ঞা দিতেম না। মূঢ়েরা বুঝতে পারে নাই, আমি কে?

আকাল। মহারাজ, আগে আমরাই বুঝতে পারি নাই, এখন ক্রমে বুঝ্‌ছি।

অশোক। কি বুঝ্‌ছিস—আমি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী নই?

আকাল। আজ্ঞে তা জানিনে, তবে শুনেছি ইন্দ্র—অসুরারি, আপনি অসুরের সখা।

অশোক। অসুরের সখা!

আকাল। মহারাজ, সহস্রলোচন হ'তে চাচ্ছেন, কিন্তু দু'টি চক্ষু যা আছে, তাও অন্ধ। নইলে বুঝ্‌তেন, যার কুহকে রাজ্য-মধ্যে অকস্মাৎ হ্রদ

হয়, হ্রদ-মধ্যে রত্ন-নির্ম্মিত পুরী হয়, যার যানে শত ক্রোশ একদিনে আসা যায়—মহারাজ, সে মানুষ হ'লেও দানব! দানবের প্ররোচনায় এ রাজ্য ছারখার ক'রেছেন। এর নাম আধিপত্য নয়—এর নাম সংহার।

অশোক। যা, এখন আমি রণশ্রান্ত, নিদ্রা যাব।

আকাল। যে আজ্ঞে।

[আকালের প্রস্থান।

অশোক। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—নহি নিদ্রা-আকর্ষিত।
পটুয়া-চিত্রিত দৃশ্যপটে যে প্রকার
শত শত দৃশ্য হেরে দর্শক সমুখে,
সেই মত এই রণক্রিয়া
আনিছে ভীষণ দৃশ্য মনোক্ষেত্রে মম।
সত্য কথা, অধিকার বিস্তার এ নয়,
পাবে ডর নর মম নাম উচ্চারণে;
মম ছায়া দরশনে
মানিবে শমন দরশন ;
ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য জাগে মনোপটে।
দগ্ধ ঘর, জনশূন্য—সুন্দর নগর,
গগন-পরশি উচ্চ হাহাকার ধ্বনি,
অভিনীত পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ক-মাঝারে।
করি শান্তভাবে নিদ্রা-উপাসনা,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যদি স্নিগ্ধ হয় তাহে।

[শয্যায় শয়ন

(অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া) একি—একি—চতুর্দ্দিকে আমার মূর্ত্তি! আমি—আমি—লক্ষ লক্ষ আমি! ছায়া নয়—জীবিত মূর্ত্তি! মুণ্ডহীন, অঙ্গহীন, দীন, ক্ষীণ—ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ভিক্ষা ক'চ্ছি! শত শত আমি—কোটী কোটী আমি!—আমার সন্তান অনাথ—আমার পত্নী অনাথ—আমারই পুত্রেরা পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্ছে, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে ম'র্‌ছে! একি—একি!—আকাল—

আকালের পুনঃপ্রবেশ

তুই কোথায় ছিলি?

আকাল। আজ্ঞে, শিবিরের এক পার্শ্বে।

অশোক। কেন?

আকাল। কে জানে, বার বার ভাবি, মহারাজের কাছ থেকে পালাই, কে যেন আবার টেনে আনে।

অশোক। আকাল, আমার মস্তিষ্ক দগ্ধ হ'চ্ছে।

আকাল। এই ক'দিন ধ'রে জ্বাল দিচ্ছেন, ফুট্‌বে না।

অশোক। কত রাত্রি?

আকাল। অরুণ উদয় হ'য়েছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত-ধ্বনি)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!

অশোক। কে ও—কে ও—কারা গান গেয়ে যাচ্ছে? ডাক, ডাক!

[আকালের প্রস্থান।

এই তো আমি জাগ্রত—তথাপি তো দূরে ছায়ার ন্যায় সেই ভীষণ দৃশ্য। সেই কোটী কোটী আমি—শত প্রকারে দুঃখভোগ ক'চ্ছি!

নিশ্চয় আমি দানব দ্বারা অধিকৃত হ'য়েছি। হায় হায়, আমি তো এমন ছিলেম না! বাল্যকালে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণ-বিনাশ দেখে আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ত; তৃণের উপর পদবিক্ষেপ ক'র্‌তে মনে হ'ত, তাদের ব্যথা লাগ্‌বে। কি নিষ্ঠুরতা আমার প্রাণে প্রবেশ ক'র্‌লে! আকাল সত্য ব'লেছে—নিশ্চয় সে দানব—তার দানব-প্রকৃতি আমায় আশ্রয় ক'রেছে। পিতার বর্জ্জন, সংসারের ঘৃণা, অনাথ দীন অবস্থায় একাকী পথে পথে ভ্রমণ—তাতেও আমি শান্তি-চ্যুত হই নাই। কি দৃশ্য—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

উপগুপ্ত, আকাল ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের প্রবেশ

তোমরা কি গান ক'চ্ছিলে—গান কর।

(ভিক্ষুগণের গীত)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!
যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!
ভ্রান্ত চিত নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি—বিবেকে দেখ,
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

অশোক। আবার—

উপগুপ্ত। কি মহারাজ?

অশোক। তোম্‌রা কে?

উপ। আমরা বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের উপাসক।

অশোক। বুদ্ধদেব কে?

উপ। নির্ম্মল হৃদয় ব্যতীত কে তিনি, বোঝা যায় না।

অশোক। ইস্—কি ভীষণ!

উপ। কি মহারাজ?

অশোক। ব'লতে পার, আমি তন্দ্রা-আকর্ষিত হ'য়ে ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি—জাগ্রত অবস্থাতেও যেন সেই স্বপ্নের ছায়া দেখ্‌ছি। আমার যেন কোটী কোটী মূর্ত্তি হ'য়েছে—কেউ মস্তক-হীন, কেউ অঙ্গ-হীন, কেউ বা দীন দরিদ্র বুভুক্ষু, কার' স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে ম'র্‌ছে, কার' গৃহ দগ্ধ, গৃহানলে আত্মীয়-স্বজন দগ্ধ—এ কি ভীষণ স্বপ্ন!

উপ। স্বপ্ন নয়—সত্য, মহারাজ, দৃশ্য সম্পূর্ণ সত্য!

অশোক। সত্য—সত্য—সত্য কি?

উপ। মহারাজ, যত কোটী আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখেছেন, তত কোটী-বার আপনাকে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে। কলিঙ্গে যত ব্যক্তি আপনার পীড়নে হত হ'য়েছে, তাদের এক এক জনের যন্ত্রণা এক এক জন্মে ভোগ ক'রে প্রতি জীবন অবসান হবে।

অশোক। কেন, কেন? মিথ্যা কথা!

উপ। মিথ্যা নয়, মহারাজ!
শুন, বুঝ, কর্ম্মের প্রভাব।
কর্ম্মের প্রভাবে
কর্ম্মগত দেহ ধরে জীবে,

ভোগে হয় কর্ম্ম অবসান।
আসি এ কলিঙ্গপুরী ক'রেছ শ্মশান।
তোমার আজ্ঞায়
অস্ত্র-ঘায় মৃত যে সকলে—
সেই অস্ত্র অলক্ষ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে!
দুষ্ট সংস্কারে
বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার।
যদবধি কর্ম্মফল না হবে নির্ব্বাণ—
উৎকট কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে,
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে;
নিজ ভবিষ্যৎ-ছবি দেখায় অন্তর!

অশোক। একি, একি! তবে আছে কি উপায়!
কর্ম্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার?

উপ। কথঞ্চিৎ কর্ম্মনাশ কর্ম্মে হয়, নৃপ।
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সৎকর্ম্ম যদ্যপি, রাজা, কর অনুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেহে দণ্ড দুষ্কর্ম্মের।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন
লহ যদি বুদ্ধের শরণ,
দুষ্কর্ম্মের বহু অংশ হইবে মোচন।
কিন্তু তুমি সসাগরা-পতি,
আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,
মনে মনে বুঝ, মহারাজ!

চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূন্যে অধিকার—
সেই অধিকার নাহি ক্রয় হয় বলে।
প্রেম মাত্র মূল মন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। কোথায় যান—কোথায় যান ? আমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি আপনাদের দাস।

উপ। কর, ভূপ, স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত।

[বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান।

আকাল। মহারাজ, উপেক্ষা ক'র্‌বেন না, অদ্যই যাত্রা করুন।

অশোক। আকাল, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—তুমি আমার উপদেষ্টা। চল, আমি স্বয়ং স্বদেশ-যাত্রার আজ্ঞা দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-প্রদেশ

পদ্মাবতী ও ন্যগ্রোধ

ন্যগ্রোধ। শুন, গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ—
দানি শ্রীচরণ-ধূলি, কল্যাণ-বচনে
কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—

"হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন এতদিনে।"
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মম।
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস,
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির।
কেন, মা'গো,
এ শুভ সংবাদে তব চক্ষে হেরি নীর ?

পদ্মা। বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে—
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন,
তোমারে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ।
কাঁদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে।

ন্যগ্রোধ। মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে—
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী।
মহাকার্য্যে নন্দনে অর্পণে
কেন, মা, বিষাদ ভাব মনে ?
হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়,
সকলি তো জান, মাতা।

পদ্মা। আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করিনি ধারণ—
এ কঠিন পণ, বুঝি, ক'রেছি সে হেতু।
নহে, হায়, আপন কুমারে,

কেবা প্রাণ ধ'রে—
করে পণ পরকার্য্যে করিতে অর্পণ।

ন্যগ্রোধ। কহ, মাগো, গর্ভে যদি করনি ধারণ,
কহ, তবে, কোথা মাতা, কোথা পিতা মম ?

পদ্মা। রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ,
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিন্দুসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ঔরষে উদ্ভব।

ন্যগ্রোধ। রাজবংশে জন্ম যদি, কহগো, জননি,
বনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম ?

পদ্মা। নিদারুণ বিবরণ শুন, যাদুমণি,
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তব পিতা হত,
গর্ভস্থ সে কালে তুমি ;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রিগণে করিল কল্পনা—
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতায়।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে,
নর-নারী যাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ—
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
ত্যজি রাজপুরী
লইয়ে মাতারে তব করিনু পয়ান।

পথশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব।
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক
কাতরে তোমারে সঁপি মম করে
পরলোকগত অভাগিনী।

ন্যগ্রোধ। জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি, জননি ?

পদ্মা। যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন,
গৃহিণী তাহার আমি, শুনহ কুমার।

ন্যগ্রোধ। রাজরাণী—কানন-বাসিনী !
কতই সহেছ এই অনাথ-রক্ষণে !
পতিবাসে কি কারণে করনি গমন ?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান ?

পদ্মা। ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা, এ অতিপাতকে,
ত্যজিলাম রাজপুরী, রক্ষিতে পতিরে।
সঁপি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে ?
রাজার কুমারে
কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন ?
সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে।
সদা শঙ্কা চিতে, যদি কোন মতে
গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,
নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ ;
চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে।

ন্যগ্রোধ। জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার !
যদি হয় সম্ভব কথন'

মাতৃধার আংশিক শোধিতে—
বহু জন্ম-জন্মান্তরে,
তিল মাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ !
মহা তপস্বিনী তুমি ! বিনা তপস্যায়
আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে ?
ধর, মা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

পদ্মা। হও, বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম—
আশীর্ব্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর।

ন্যগ্রোধ। মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে,
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে ?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন ?

পদ্মা। পেয়েছি তাঁহারে, বৎস, তাঁহার কৃপায়।
বসি বৃক্ষমূলে তোরে ল'য়ে কোলে—
আঁখি-জলে বক্ষ ভেসে যায়—
হেরিলাম তেজোপুঞ্জ কায়,
মধুর বচনে সম্ভাষি দাসীরে
কহিলেন মহামতি,—
"ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন।
তব আত্ম-বিসর্জ্জনে
জগজ্জনে মহা রত্ন-লাভে
শান্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃভাবে।
এই কুমারের ভার দেবতার,
আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে।

সর্ব্বশাস্ত্র-সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,
দেবতার কার্য্যে পুত্রে কর' সমর্পণ।
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানবান হইবে কুমার,
দেবকার্য্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার।"
পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে—
জানিনে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন
সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে!

ন্যগ্রোধ। মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,
দেবকার্য্যে জন্ম যদি—সার্থক জীবন!
সার্থক পালন,
সার্থক, জননি, তব আত্ম-বিসর্জ্জন,
নারীরূপে দেবী তুমি ধরণী-মাঝারে!

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপগুপ্ত। রাখ পণ, সমর্পণ করহ নন্দন!
শুন, সাধ্বি, কিবা মহা উচ্চ প্রয়োজন!
মহাপাপে লিপ্ত তব পতি—
সিক্ত ক্ষিতি শোণিত-ধারায়
নিষ্ঠুর আচারে তার।
নির্ম্মিত সুন্দর পুরী প্রান্তর-মাঝারে
নৃত্য-গীত হয় অবিরত;
মুগ্ধচিত তাহে যে প্রবেশে
তারি প্রাণ নাশে—
হত্যাকারী রাজচরগণে।

কত শত জীবন-সংহার
অহর্নিশি হয় অনিবার ;
কুমার তোমার
হত্যাকাণ্ড করিবে বারণ।
নিষ্ঠুর আজ্ঞায় ভস্ম কলিঙ্গ নগর।
নিরন্তর ঘোর পাপ ক্রিয়া
দমিত হইবে এই বালক-প্রভাবে।
হবে ভূপতির মহা কল্যাণ সাধন,
পাপলিপ্ত মন বুঝিবে দুর্নীতাচার তার।
প্রায়শ্চিত্ত-কার্য্য হবে ভবে,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে গা'বে,
"জয় বুদ্ধদেব" উচ্চ হইবে ধ্বনিত !
শান্তিময় ধর্ম্মের বন্ধনে
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য হইবে ধরায় !

পদ্মা। হীনবুদ্ধি রমণীরে করহ মার্জ্জনা !
নহে আজ' অতীত শৈশব ;
কানন-নিবাসী শিশু ছিল অধ্যয়নে,
কেমনে সংসার-রণে করিয়ে প্রবেশ
অধর্ম্ম-বিনাশে শান্তি করিবে স্থাপন ?
শান্ত কর আকুল পরাণ।

উপ। যোগ-বলে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি কুমারে—
সর্ব্বজ্ঞ হইবে যেই দৃশ্য-দরশনে।
স্পর্শ কর বালকে, মা সাধ্বী ভাগ্যবতি !
যেই দৃশ্য নেহার ধরায়—

হইয়াছে, হয় যাহা, হবে ভবিষ্যতে—
আছে, হয়, হইবে অঙ্কিত ব্যোমপটে,
নর-চক্ষু-অগোচর তাহা—
কভু হেরে ভাগ্যবান জন।

পট পরিবর্ত্তন

দৃশ্য—আকাশমণ্ডল।

[পাত্রহস্তে বুদ্ধদেবের প্রবেশ ও কূপ হইতে জল উত্তোলনকারিণী জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট মধুর দোকানের সন্ধান গ্রহণ। স্ত্রীলোকের অদূরে মধুর দোকান দেখাইয়া দেওন। বুদ্ধদেবের মধুর দোকানের সম্মুখে গমন এবং মধু প্রার্থনা। মধুবিক্রেতার বুদ্ধদেবকে পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুদান। মধুবিক্রেতার অপর দুই ভ্রাতার প্রবেশ এবং বুদ্ধদেবকে মধু লইতে দেখিয়া এক ভ্রাতার বুদ্ধদেবকে তিরস্কার করণ ও অন্য ভ্রাতার ক্রোধে বুদ্ধদেবকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব। বুদ্ধদেবের সকলকে আশীর্ব্বাদ করণ—ভ্রাতৃত্রয়ের বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত হওন ।]

উপগুপ্ত। দেখ চেয়ে, পাত্র ল'য়ে করে
মধু হেতু কে আসে নগরে ;
হের, কে রমণী মহাপুরুষে দেখায়
কোথা মধুবিক্রেতা-আলয়।
হের, ভিক্ষু ভিক্ষা করে মধু,
হের, মধু-ব্যবসায়ী
পাত্র পূর্ণ করে মধু দানে।
হের দুই ভ্রাতা তার—

এক ভ্রাতা সাধুরে করিছে তিরস্কার,
ফেলিতে সাগরে ধ'রে কহে অন্য জন।
হের, নিত্য-নির্ব্বিকার নরের আচার,
আশীর্ব্বাদ করিছেন তিন জনে।
পেয়ে দিব্য জ্ঞান
সাধুর সম্মান করিতেছে ভ্রাতৃত্রয়।

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

মধুদাতা—রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে ;
তুমি—ওই মধুময়ী—দেবকার্য্যে অশোক-গৃহিণী ;
ফেলিতে সাগরে তাঁরে যাহার কল্পনা—
পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর-মাঝারে
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন ;
করি তিরস্কার
চণ্ডাল-আবাসে স্থান হ'য়েছে তোমার ;
কিন্তু আত্ম-তিরস্কারে দেব-দরশনে,
দিব্য-জ্ঞানার্জ্জনে, বাসনা-বর্জ্জনে,
ল'য়েছ কার্য্যের ভার চরণে মাগিয়ে ;
আশৈশব নহ তুমি সংসার-পীড়িত।
ভোগের কামনা ছিল অপর দোঁহার—
ভোগ হেতু দগ্ধ হয় সংসার-কটাহে।
কিন্তু অচিরে সে মধুদাতা—মধু-দান-ফলে
বুদ্ধ-প্রতিনিধি রূপে—
বিস্তীর্ণ ধরায় শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন,
বুদ্ধ দরশন বিফল না হবে।

অধিকার লঙ্কায় যাহার—
মহাকার্য্যে সেও হবে প্রধান সহায়।

ন্যগ্রোধ। বুদ্ধদেব দেছেন দর্শন !
খুলেছে নয়ন—খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি কিবা হেতু জনম-গ্রহণ !
জগদ্ধাত্রী মাতা, তব সার্থক পালন ;
কার্য্যে যাই—প্রণাম চরণে।

পদ্মা। ধরার কল্যাণে ;
কিন্তু কাঁ[illegible] প্রাণ
রমণীর সহজাত মায়ার বন্ধনে।

উপ। ত্যজ শোক, মঙ্গলদায়িনি !
মঙ্গলা—মঙ্গল হেতু জনম তোমার !
অজ্ঞান চণ্ডালগণে জ্ঞান-দান হেতু
অরণ্য-বাসিনী তুমি দুরিতহারিণী।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

হ্রদমধ্যস্থ মায়াপুরীর সম্মুখ

মার-অনুচর দ্বার-রক্ষকদ্বয়

১ম রক্ষক। এতদিনে মারের রাজ্য পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। কত সহস্র লোক বধ ক'রেছি। প্রভুর ইচ্ছা—পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁর নরকে স্থান পায়।

২য় রক্ষক। অশোক রাজা থাকতে তা হবে। ওই এক ঝাঁক লোক আস্‌ছে। ওরা গান ক'চ্ছে না কেন ?

সেতুপার হইয়া লোকগণের প্রবেশ

১ম লোক। কি চমৎকার পুরী—যেন ইন্দ্রভবন !

২য় লোক। কত হীরে, মতি—যেন চাঁদ-সূয্যি-তারা—সব ঝক্‌ ঝক্‌ ক'চ্ছে !

৩য় লোক। থামের একটা কান ভেঙ্গে বেচ্‌লে রাজ্য কেনা যায় !

(পুরীর ভিতর হইতে নর্ত্তকীগণের আগমন)

নৃত্য-গীত।

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি।
যেই যতন জানে, তারে যতন করি।
নীরস প্রাণে কেবা আদর জানে,
জীবন-যৌবন কি ফল দানে,
এ তো মন না মানে—
আপন আপনি রহি মানে ;
রসিক বিনে, সহিব দহিব কত অভিমানে ;
কি কাজ মে'নে, প্রেম-আশে ফাঁস যতনে পরি।

১ম নর্ত্তকী। আসুন না, আসুন না, আনন্দ ক'র্‌বেন আসুন, কা'র' মানা নাই। মহারাজ সকলের আনন্দের জন্য আনন্দ-ভবন প্রস্তুত ক'রেছেন।

৩য় লোক। ভাই, আমি যাব না, আমার কেমন গা ছম্‌-ছম্‌ ক'চ্ছে। দেখ্‌—এ কোন মায়া—এমন কি পুরী হয় ! এখন আমার মনে হয়, আমাদের গ্রামে যারা এই পুরী দেখ্‌তে এসেছিল, তারা তো কেউ ফেরে নাই ?

১ম লোক। তুমি থাক' থাক'—চম্‌কে ওঠ'। এ আজব সহর, কত সব শোভা দেখে বেড়াচ্ছে। চল না, যাওয়া যাক্।

[লোকগণের পুরী প্রবেশের উপক্রম।

বেগে ন্যগ্রোধের প্রবেশ

ন্যগ্রোধ। যেও না, এ মায়াপুরী, গেলে প্রাণবধ হবে। আমায় স্পর্শ ক'রে দেখ—এরা সব মারের কিঙ্কর-কিঙ্করী। দেখ—পুরী রত্ন-নির্ম্মিত নয়, নারকী-মায়ায় নির্ম্মিত। ওরা সুন্দরী নয়, নরকের পিশাচিনী।

লোকগণ। (ন্যগ্রোধকে স্পর্শ করিয়া) ওরে বাপ্‌রে!

[লোকগণের পলায়ন।

১ম রক্ষক। (জনান্তিকে ২য় রক্ষকের প্রতি) দেখ্—ছোঁড়া কি সব মন্ত্রণা দিয়ে ওদের সব তাড়ালে! বেটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন—

ন্যগ্রোধ। চল, তোমাদের আমি চিনি।

২য় রক্ষক। (জনান্তিকে) ওরে ছোঁড়া কি বলে রে?

১ম রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও, গাও, থাম্‌লে কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, আমরা গাইতে পার্‌ব না, আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে! কে এ, কে এল?

১ম রক্ষক। রও, কি মন্ত্র জানে—ওর মন্ত্র বা'র কচ্ছি।

২য় রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও না, গাও না—ওমন ক'চ্ছ কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, গাইতে পার্‌ব না, স্বর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

[ন্যগ্রোধের পুরীমধ্যে প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

পুরী-অভ্যন্তর

চণ্ডগিরিক

ন্যগ্রোধকে লইয়া দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম রক্ষক। সর্দ্দার সর্দ্দার, এই ছোঁড়া লোক ভাংচি দিচ্ছিল, কি পরামর্শ দিচ্ছিল, সব পালাল।

চণ্ডগিরিক। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্।

(রক্ষকদ্বয়ের তদ্রূপ করিবার চেষ্টা করণ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার, সর্দ্দার, বর্শা ভেঙ্গে গেল!

চণ্ড। কোথাকার ভাঙ্গা বর্শা এনেছিস?

[ন্যগ্রোধকে খড়্গাঘাত করণ ও খড়্গ ভঙ্গ হওন।

বটে, বটে, বুজরুকি শিখেছ—তোমার বুজরুকি ভাঙ্গছি! নিয়ে আয় তো, তপ্ত তেলের কড়ায় ফেল্‌তো!

[রক্ষকদ্বয়ের ন্যগ্রোধকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করণ।

(তৈল-কটাহ হইতে পদ্ম—তদুপরি ন্যগ্রোধের শূন্যে উত্থান)

সকলে। ওরে বাপ্‌রে—গা জ্ব'লে গেল রে, গা জ্ব'লে গেল রে—পালা পালা—

[সকলের পলায়ন।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

রক্ষকগণের বেগে প্রবেশ

রক্ষকগণ। ওরে বাপ্‌রে—পুড়ে মলুম রে—

নর্ত্তকীগণ। কি রে—কি রে?

রক্ষকগণ। পালা—পালা—এখনি পুড়ে ম'র্‌বি।

[সকলের পলায়ন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজ-প্রাসাদ

অশোক

অশোক। মিথ্যা স্বপ্ন—উৎসাহিত মস্তিষ্ক সৃজন—
কলিঙ্গ-সংহার দৃশ্য করি দরশন!
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা-বশে
হেরিয়াছি কল্পনা-সৃজিত ছবি।
আত্মত্যাগ শুনি মাত্র ভিক্ষুর বদনে,
আত্মত্যাগী কে আর ধরায়?
সংসার আঁধার—
নাহি কোন প্রিয় বস্তু যার—
আত্মত্যাগ ভাণ তার উদর-পূরণে।
অলস জীবন—
আয়াস-ব্যতীত চাহে নিজ প্রয়োজন,
চাহে মান—আধিপত্য সবার উপর।
মিথ্যাবাদী—কই তার বচন সফল—
কোথা উপদেষ্টা মম?
আত্মত্যাগ—আত্মত্যাগ—বাক্য আড়ম্বর!
কোথা, কেবা আত্মত্যাগী আছে এ সংসারে!
আত্মত্যাগ নাহি হেরি প্রকৃতির রীতি,
পশু-পক্ষী, জলচর, তরু-লতা আদি
আত্মপুষ্টি নিরন্তর করিছে সাধন।

আমি—এই সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর—
ত্যজি ভোগ, ত্যজি রাজ্য, আধিপত্য ত্যজি,
পীত-বস্ত্র করিব ধারণ !
প্রতারক ভিক্ষুগণে নিধন উচিত।

কহ্লাটকের প্রবেশ

কহ, মন্ত্রি,
গুরুতর রাজকার্য্য কিবা উপস্থিত,
যাহে—বিনাদেশে আসিয়াছ রাজ-দরশনে ?

কহ্লা। বার্দ্ধক্যে হ'য়েছি, প্রভু, আশায় নিরাশ,
হেরি আপনারে সিংহাসনোপরে
কত সাধ উঠেছিল মনে !
ভাবিয়াছিলাম চন্দ্রগুপ্তের আসনে
অধিষ্ঠিত দুষ্টহন্তা শিষ্টের পালক—
রামরাজ্য যথা—প্রজা আনন্দে রহিবে !
কিন্তু, নৃপ, তব ব্যবহার,
শেল সম বাজে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে।

অশোক। করি বহু মার্জ্জনা তোমায়,
সেই হেতু শুনি বহু অনুচিত বাণী !
কহ, কোন্ কার্য্য অন্যায্য আমার ?
রাজ-কার্য্য—দুষ্টের দমন,
সেই কার্য্যে বার বার বাদী তোমা দোঁহে ;
তুমি আর রাধাগুপ্ত প্রতি কার্য্য মম
অন্যায় বলিয়ে নিত্য কর আলোচনা।

কহ্লা। নাহি, নৃপ, মার্জ্জনা-প্রার্থনা,

কি কার্য্য অন্যায্য হেন তব কার্য্য সম ?
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
নির্ম্মিত হ'য়েছে পুরী রতন-মালায়,
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
শুষ্ক স্থলে হ্রদের উদয়,
নর-হত্যা নিত্য শত সে পিশাচালয়ে !
পুরীর সৌন্দর্য্যে যেবা হয় আকর্ষিত,
প্রবেশিলে ঘাতক সংহারে তার প্রাণ।
একি প্রলোভন—নর-হত্যার কারণ !
নরনাথ, বৃদ্ধ তোমা সাধে করযোড়ে,
কলঙ্ক করহ দূর ভগ্ন করি পুরী।
উচ্চ বংশে জনম তোমার,
উচ্চ কীর্ত্তি করহ প্রচার,
হ'ক ধরা প্রেমের আগার তব।

অশোক। বুঝিলাম উপদেশ তব,
নাশিব সুন্দর পুরী দেবের বাঞ্ছিত !
মম ডরে প্রকম্পিত দেশ-দেশান্তর,
দূর হ'তে উপহার করিছে প্রেরণ।
* সিরিয়া, মিশর, গ্রীস্, এপিরাস,
গান্ধার, তাতার, লঙ্কা সদা সশঙ্কিত ;
মম পূজার কারণ
প্রতিনিধি করিছে প্রেরণ।
তব বাক্যে আধিপত্য দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রেমরাজ্য করিব স্থাপন—

হব যায় ভীরু-জ্ঞানে উপেক্ষা-ভাজন !
ভিক্ষুর নিকট হ'তে আনি উপদেশ
রোধিছ শ্রবণ-পথ মম।
শুন, মন্ত্রি, নর-নারী—অলস যে জন
নিজ কার্য্য করিয়ে বর্জ্জন—
আকর্ষিত হয় পুরী সন্দর্শন হেতু ;
সর্ব্ব অনিষ্টের সেতু—
অলস-সংহার উদ্দেশ্য আমার।
নিজ নিজ কার্য্যে রত রহুক সকলে—
প্রাণনাশ কাহার' না হবে।
দুর্ব্বলতা—মানবের আলস্য-প্রভাবে ;
মম রাজ্যে দুর্ব্বলতা কভু না রহিবে।
যাও,
নাহি কর বাক্-আড়ম্বর বহু।

চণ্ডগিরিকের প্রবেশ

চণ্ড। মহারাজ, মহারাজ—

অশোক। কেন গণ্ড ডরে তোর আভা-বিবর্জ্জিত ?
কেন তোর বচন জড়িত,
আপাদমস্তক কম্পবান,
ভীরুত্বার কিবা হেন উৎকট কারণ ?

চণ্ড। মহারাজ, ভিক্ষু এক জন—

অশোক। পশিয়াছে পুরে ? বধ' তারে।
প্রের নগরে নগরে দূতগণ—

ভিক্ষুগণে দানি প্রলোভন
আনুক সমীপে তোর বধের কারণ।

চণ্ড। মহারাজ, শত শত ভিক্ষু বধ ক'রেছি, এ বালক ভিক্ষু এল, গায়ে অস্ত্র ভেঙ্গে যায়! তপ্ত তেলে ফেল্‌তে গেলুম—মহারাজ, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য—তপ্ত তেলে পদ্ম ফুট্‌ল'—সেই পদ্মফুলে ব'স্‌ল, ক্রমে শূন্যে উঠ্‌ল, এক অঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্চে। আমার গায়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হ'চ্ছে! রত্নপুরী কম্পমান, যেন ঘোর ভূমিকম্প হ'য়েছে।

অশোক। মিথ্যাবাদী—

চণ্ড। মহারাজ, যদি মিথ্যা হয়, জিহ্বা উৎপাটন ক'রে বধ ক'র্‌বেন।

অশোক। কে সে ভণ্ড, আমি স্বহস্তে তারে বধ ক'র্‌ব?

(হঠাৎ চমকিত হইয়া)

একি দেখি—অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকার!
আচ্ছাদিত দিশা—ঘোর প্রলয়ের মেঘে!
ঝলকে প্রলয়ানল ব্যাপি দিগন্তর,
বজ্রপাত মুহুর্মুহুঃ, উৎপাত ভীষণ!
গর্জ্জিছে পবন—যেন কোটী দৈত্যে মিলি
গর্জ্জে ঘোর নাদে উলটিতে বসুন্ধরা!
মহাডরে বাসুকী কম্পিত—
পৃথ্বী স্থির রাখিবারে নারে!
পুন সেই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর—
পুন কোটী কোটী আকার আমার
তুলিতেছে উচ্চ হাহাকার!
মন্ত্রি, মন্ত্রি—কোথা তুমি, ধর মোরে।

কহ্লা। মহারাজ, স্থির হ'ন—স্থির হ'ন, অকস্মাৎ মেঘ-গর্জ্জনে কেন ভীত হ'চ্ছেন ?

অশোক। কেন—কেন ভীত হ'চ্ছি ? এ দৃশ্যে অসুর ভীত হয় ! দেখ, দেখ—শত-সহস্র কায়ে আমি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি ! ঐ দেখ—মস্তক নাই, অঙ্গ নাই, অগ্নি-দগ্ধ, ক্ষুধায় ক্লান্ত, জলমগ্ন, ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ ক'চ্ছে—শত শত আকারে অশেষবিধ যন্ত্রণা ! মন্ত্রি, উপায় কর।

কহ্লা। মহারাজ, সেই সাধুর নিকট অপরাধী হ'য়েছেন ; তাঁর পায় মার্জ্জনা ভিক্ষা ভিন্ন অপর উপায় দেখি না।

অশোক। চল চল, আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

উদ্যানের একাংশ

মার ও তৃষার প্রবেশ

মার। হায় হায়, বুঝি, মম হয় পরাজয় !
বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিল যে যথায়,
ত্যজি পর্ব্বত-গহ্বর,
নির্জ্জন অরণ্যবাস করি পরিহার
একত্রিত অশোকের কল্যাণ-সাধনে।
আজি, বুঝি, প্রমাদ ঘটায়,
ভুলায় রাজায় ;
ভিক্ষুর বচনে সন্তাপিত মনে

নিষ্ঠুরতা অশোক বর্জ্জিবে ;
কিন্তু গৃহ শূন্য—নাহিক গৃহিণী—
আদরের তুমি, মা, নন্দিনী,
পাপ-তৃষা-উত্তেজিনী ;
কাম-পিপাসায় কর অশোকে অধীন,
নহে আর না দেখি নিস্তার।

তৃষা। কেন ডর', পিতা, অশোকের মন
হ'য়েছিল ক্ষণিক বর্ত্তন,
উত্তপ্ত হৃদয়-সৃষ্ট চিত্র-দরশনে ;
রত্নময় পুরে নহে হত্যা নিবারণ।

মার। অগ্য হবে সেই পুরী নাশ ;
হ'তেছে হুতাশ
পণ্ডশ্রম হবে মম ন্যগ্রোধ-প্রভাবে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা,
বিবিধ মোহিনী-বেশে সাজাও তাহারে—
যে ছবি-দর্শনে রূপ-আকর্ষণে
সাধিয়ে অশোক তারে আনে রাজ-গৃহে।
সঙ্গিনী হইয়ে সাথে সাথে র'য়ে
কর, মাতা, বিধিমতে অনিষ্ট-সাধন ;
আজ(ই) কর কার্য্যের সূচনা।
মম কার্য্যে বারনারী প্রধান সহায়—
মহা মহা বীর তাহে হয় পরাজয় ;
কাঞ্চনে না ভুলে, যশে নাহি টলে—
সেও লুটে কুলটার পায় !

দেখি, যদি প্রতারিতে পারি আকালেরে,
সহায়ে তাহার হয় বহু কার্য্যোদ্ধার,
কথায় তাহার অতি প্রত্যয় রাজার।

[উভয়ের প্রস্থান।

আকালের প্রবেশ

আকাল। বুঝে নিলুম, বাবা, ও নেড়া মাথা, হল্‌দে কাপড়ের কর্ম্ম নয়! ও গানই ঝাড়' আর বুলিই ঝাড়'—রাজা এসে নিজ মূর্ত্তি ধ'রেছে। দানোয় পেয়েছে, সে কি ছাড়ে! তুই কি ক'র্‌বি—তাই ভাবছিস্, না? রাস্তায় শোয়া তোর আর পছন্দ হ'চ্ছে না—ভিক্ষে ক'র্‌তে গা লাগ্‌ছে না? রাজভোগে আছ, দুগ্ধফেন-শয্যায় শুচ্ছ!—ওরে আবাগের বেটা, এ সব তোর সইবে কেন—তা বুঝিস নে! রাজার ওপর মমতা হ'চ্ছে? তা কি ক'র্‌বি! ও ভূত ছাড়াতে তোর বাবাও পার্‌বে না!

মারের প্রবেশ

মার। কি, ম'শায়, আপনি হেথায়?
আকাল। কই—না।
মার। আপনি কি রকম লোক? র'য়েছেন আর ব'ল্‌ছেন—না!
আকাল। আর তুমি কি রকম লোক, দেখ্‌ছ—আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?
মার। আপনি রাজপুরী ছেড়ে এখানে, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।
আকাল। বেশ—বাহাবা দিচ্ছি—পথ দেখ।
মার। আমার একটী উপকার ক'র্‌তে হবে।
আকাল। সেটী হবে না।
মার। কেন?

আকাল। আমাদের কোন পুরুষে যা কখন করে নাই, তা কেমন ক'রে ক'র্‌ব বল ?

মার। আপনি তো রাজ-পারিষদ ?

আকাল। তুমি তো রাজার ঘাড়ের ভূত ?

মার। ম'শায়, রাজার মহা বিপদ উপস্থিত দেখ্‌ছেন না ?

আকাল। দেখ্‌ছি তো সাম্‌নেই।

মার। সত্য বল্‌ছি, রাজার মহা বিপদ।

আকাল। আমিও সত্য ব'ল্‌ছি, আমি তা বেশ বুঝেছি।

মার। আপনি জানেন না, রাজার কাছে একজন বুজরুক এসেছে।

আকাল। তোমার বুজরুকিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা আছে, আর বুজরুক দেখ্‌তে চাই না।

মার। কি ব'ল্‌ছেন, ম'শায়, ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

আকাল। ঐ একটু রেখে বল্‌লে!—তোমার প্রভাবে তা অনেক দিন হ'য়েছে।

মার। আমি কি ক'রেছি, বল' ? মহারাজ গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রেছেন, আমি পাপীর দণ্ড-বিধান ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছি।

আকাল। পাপীর দণ্ড-বিধান ক'র্‌তে গেলে তোমাকে তো আগে গিয়ে কুপোর ভেতর সুড় সুড় ক'রে সেঁধোতে হয়।

মার। ম'শায়, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট ক'রবার জন্য এসেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আবার যাগ-যজ্ঞ লোপ হবে, নাস্তিকতা প্রবল হবে। বৌদ্ধধর্ম্ম—নাস্তিক ধর্ম্ম, তা কি জানেন না ?

আকাল। আহা, তোমার দুঃখে আমার কান্না আস্‌ছে!

মার। আমার দুঃখ কি, রাজাই ধর্ম্মভ্রষ্ট হবেন।

আকাল। তোমার কষ্ট নয়? একে তো রাজার দুঃখে তুমি ভেবে

সারা, তার উপর ছাগল, মোষ, মানুষের রক্ত খেতে পাবে না ; আহা, এমন কষ্ট কি কার' হয় গা !

মার। আপনি পরিহাস করেন ?

আকাল। সহ্য না হয়, স'রে গেলেই যেতে পার।

মার। আমি আপনার কাছে এসেছিলুম—একটা বিদ্যা দিতে।

আকাল। কি—কেমন ক'রে মানুষের ঘাড়ে চাপ্‌তে হয় ?

মার। পরিহাস ক'র্‌বেন না, শুনুন—সে বিদ্যাবলে আপনি যেখানে মনে ক'র্‌বেন, সেখানে যেতে পার্‌বেন।

আকাল। আরে ছ্যাঃ, এ বিদ্যে নিয়ে কি ক'রব !

মার। তবে কি বিদ্যা চান ?

আকাল। এমন বিদ্যে যদি দিতে পার যে, উড়্‌ব মনে ক'র্‌লে শুয়ে প'ড়ব, আর শোব মনে ক'র্‌লে উড়্‌ব।

মার। সত্য, আমি এমন বিদ্যা দিতে পারি—যাতে কুবেরের মত ধন হয়, আর অপ্সরার মত স্ত্রী পান।

আকাল। কুবেরের ধন, অপ্সরা স্ত্রী, আপনি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল ক'র্‌তে থাকুন, আমি পাঠ লিখে দিচ্ছি।

মার। তুমি অবিশ্বাস ক'চ্ছ—আমার শক্তি তো তুমি দেখেছ।

আকাল। তা যাও, ভালয় ভালয় তালগাছে গে ব'সগে।

মার। আমার তোমার প্রতি পুত্রের মত স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। আচ্ছা, দু'বার বাবা ব'ল্‌ছি, শুনে চ'লে যাও।

মার। আমার যদি কথা শোন, তোমার ভাল হবে, নচেৎ তোমার অনিষ্ট ক'র্‌ব।

আকাল। আগে ইষ্ট হ'ক, তারপর তো অনিষ্ট ক'র্‌বে।

মার। আমি কে জান ?

আকাল। তোমাদের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে নাই, কেমন ক'রে জানব বল?

মার। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। ও গায়ের ঝাল গায়ে মার না, বাবা! তোমার স্নেহে যে ফেটে ম'রব, তা' হলে পুত্রশোক পাবে; কাজ কি তোমার সে বালা'য়ে!

বীতশোকের প্রবেশ।

বীত। ওহে আকাল, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মহারাজ ক্ষিপ্ত-প্রায়! কে এক বুজরুক এসেছে, সে না কি আগুনে পোড়ে না! মহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রতে ক'রতে তাঁর দর্শনে যাচ্ছেন, অবিরল জল-ধারায় তাঁর অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে! এ যে ভারি বুজরুকি আরম্ভ হ'ল!

আকাল। কিহে, তোমার চেলা-চামুণ্ড ছেড়েছ না কি?

মার। সত্য কথা বল্লুম, বিশ্বাস তো ক'রলে না—দেখগে, সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে।

বীত। চল চল, বিলম্ব ক'র না। (মারকে দেখিয়া) কে ও?

আকাল। চিন্‌তে পাচ্ছেন না? চলুন, বল্‌ছি।

[আকাল ও বীতশোকের প্রস্থান।

মার। আমি কি শক্তিহীন হ'য়েছি! এই সামান্য ব্যক্তি ধনের প্রলোভন, নারীর প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল! একে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌লে অশোক চিরদিনের জন্য আমার হস্তগত হ'ত। এইরূপ লোভ-বর্জ্জিত সামান্য ব্যক্তিই জগতের বেশী উপকার করে। বীতশোক সন্দিগ্ধচিত্ত, রাজার প্রিয় সহোদর—দেখি, যদি ওর দ্বারা কার্য্য হয়।

কুনালের প্রবেশ।

বুঝি, এতদিনে সুদিন উদয় হ'য়েছে—মহাপুরুষ দর্শন দিয়েছেন। আমি এই ভোগ-ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত, স্নেহময়ী জননীর উপদেশে বঞ্চিত,

ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ভোগ-তৃষায় পীড়িত—আমায় কি তিনি কৃপা ক'র্‌বেন ! মা মা, স্নেহময়ী জননি ! ভোগ-সাগরে সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গিয়েছ ? অকূল সংসার-সাগরে তোমার চরণই আমার তরণী ! মা, দুস্তরে কে আমায় নিস্তার ক'রবে ! আমার কি সুদিন হবে ? সাধুর কৃপা কি পাব ? প্রভু, প্রভু—দীন দাসের প্রতি কি দয়া হবে !

গীত।

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন
　　কিবা প্রয়োজন—
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন।
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
কবে ধন জন মান, দিবে মোরে ত্রাণ
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিত প্রাণ ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
ঘোর অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবত, বুদ্ধদেবে চিত
　　হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

[কুনালের প্রস্থান।

মার। আর এই দেখ না—এই এক রাজবংশীয় ভিক্ষু, কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা ক'চ্ছে ! 'চক্ষু যাক্, কর্ম্ম যাক্, সমস্ত ভোগ-সুখ যাক্ !—এর ছায়া স্পর্শ করাও চলে না !

[মারের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মায়াপুরী—শূন্যে ন্যগ্রোধ

অশোক, কহ্লাটক, আকাল ও রাজ-সভাসদগণ

অশোক। তেজঃপুঞ্জ ওহে মহাজন,
কৃপায় রাখহে পায় এই অভাগায়!
দুর্দ্দান্ত দানব এই মানব-শরীরে—
পতিতপাবন, কর পতিতে উদ্ধার!
মহাভয়ে এসেছি আশ্রয়ে
বঞ্চনা ক'র না নিজ গুণে।

ন্যগ্রোধ। (শূন্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক)
কি কাজ হইবে করি ভৃত্যে উপাসনা?
কর যদি মার্জ্জনা-কামনা মহাপাপে,
বুদ্ধদেবে কর উপাসনা—
অপার করুণা তাঁর—ঘুচিবে যন্ত্রণা,
পাবে ত্রিতাপে নিস্তার।

আকাল। তুমি উড়্‌তেই শেখ আর ধ্যানেই ব'স, আর গা দিয়ে জলই বা'র কর, আর আগুনই বা'র কর—কিন্তু তুমি এই ছেলে বয়সেই খুব দম্‌বাজ্।

ন্যগ্রোধ। কেন, বাবা?

আকাল। আর তোমায় 'বাবা' ব'ল্‌তে হবে না। দোরে-দোরে তোমাদের 'বাবা' বলা অভ্যেস, আমি খুব জানি।

অশোক। কি কর, আকাল!

আকাল। আরে দাঁড়াও, মহারাজ, একটু চান্‌কে নিই, না চান্‌কালে বাগ পাবে না।

ন্যগ্রোধ। বাপু, তুমি কি ব'ল্‌ছ ?

আকাল। এই ঝড়-ঝাপ্‌টা তুল্‌তে পার, ভয় দেখাতে পার, আসমানে উড়্‌তে পার—আর কাতর হ'য়ে রাজা বল্‌লে 'রক্ষা কর'—তুমি বরাতি-চিঠি কাট্‌লে বুদ্ধদেবের উপর। বল্‌লে কি না সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মাণিক তোল'। তোমার বুদ্ধদেব কেমন, কোথায় থাকে, সে আসমানে ওড়ে, কি জলে ডুব ফোঁড়ে—তার কে সাত পুরুষের ধার ধারে বল ?

ন্যগ্রোধ। শুন, বৎস, অপূর্ব্ব কথন,
কপিলাবস্তুতে ছিল রাজার নন্দন—
সিদ্ধার্থ তাঁহার নাম।
দয়ার আধার, রাজ্য-ধন করি পরিহার,
হরিবারে জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্যের ভয়—
কঠোর সাধনে বুদ্ধত্ব গ্রহণে
জীবের নিস্তার হেতু করেন প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সংসার মাঝারে।
যেই লয় তাঁহার আশ্রয়
ভব-ভয় না থাকে তাহার।

আকাল। বাঃ—বেশ বুঝ্‌লুম।

কহ্লাটক। কি বুঝ্‌লি, বর্ব্বর ?

আকাল। বুঝ্‌লুম—কার বাগানে কি গাছ আছে, কিসের বড় ওষুদ হয়। (ন্যগ্রোধের প্রতি) বলি, ও ঠাকুর, দিব্যি গপ্প তো শোনালে—এখন তারে কোথায় পাওয়া যায়, বল ? না হয় আপনি কিছু বাত্‌লে

দিয়ে চ'লে যাও, নইলে আসমানে উড়ে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌লে আমি ঠ্যাং ধ'রে ঝুলে প'ড়্‌ব।

অশোক। প্রভু, যদি অজ্ঞানের প্রতি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন।

ন্যগ্রোধ। নিজ পরিত্রাণ, নৃপ, আছে নিজ স্থানে।
পরিত্রাণ—স্বার্থ-বিসর্জ্জনে।
আমার আমার—পুত্র পরিবার
রাজ্য-অধিকার, বৈভব আদির অহঙ্কার,
যন্ত্রণার মূলাধার জানিহ, ভূপাল!
ত্যজি 'আমি'—বিশ্বে হও লয়,
বিশ্ব-প্রেমে ভুল আপনায়,
প্রেমে পাবে নিস্তার এ ত্রিতাপ-জ্বালায়।
যত দিন 'আমি আমি' রবে
যন্ত্রণা না যাবে—
সার কথা শুন, নৃপমণি!

অশোক। দয়াময়, বলে দাও—কিরূপে আত্মত্যাগ ক'র্‌তে হয়?

ন্যগ্রোধ। ভোগ-তৃষা—স্বার্থ বলিদান দেহ, মতিমান,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।
জন-সেবা-মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞান-রত্ন করগত হবে।
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।

আকাল। বাঃ সোজা কথাটী বাত্‌লে দিয়েছ—গোটা দুই তিন বলি দেবে, গোটা দুই তিন ছেড়ে দেবে, টপ্‌ ক'রে জ্ঞানটা হাতে ধ'রে নেবে—সিদে রাস্তা বাৎলেছেন—সোজা চ'লে যাও।

ন্যগ্রোধ। সত্য ব'লেছ, অতি কঠিন পন্থা, একমাত্র অভ্যাসে সহজ হয়। দৃঢ়পণে অভ্যাস ব্যতীত অপর উপায় নাই।

অশোক। আজি হ'তে সর্ব্ব-ত্যাগ করি তব পদে—
আজি হ'তে ধরণী-শয়ন,
অর্দ্ধাশনে অনশনে জীবন-যাপন,
বিলাইব রত্নাগারে আছে যত ধন,
আজি হ'তে দীন-সেবা জীবনের সার।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, সামান্য ধন-রত্ন-বিতরণে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। জ্ঞান-রত্নই প্রকৃত রত্ন—সেই রত্ন-বিতরণে কৃতসংকল্প হ'ন।

অশোক। আমি অজ্ঞান—আমি কিরূপে সে রত্ন বিতরণ ক'রব?

ন্যগ্রোধ। ভিক্ষুগণে করিয়ে সন্ধান
রাজ্যে আনি করহ সম্মান;
প্রেরি দেশে দেশে—
অতি দূর দূরান্তরে যথা নর বসে—
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' করিতে জ্ঞাপন
মহাজনগণে, রাজা, করহ প্রেরণ।
করি ঘোর কঠোর সাধন,
মহাজ্ঞান করিয়া অর্জ্জন,
জগতের কল্যাণ কারণ
ক'রেছেন বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সর্ব্ব ধর্ম্মসার।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, এই পাপপুরী এই দণ্ডে ধ্বংস ক'র্‌তে আজ্ঞা দিন।

(সহসা মায়াপুরী অন্তর্হিত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হওন)

ন্যগ্রোধ। তব পুণ্য-সঙ্কল্পে, রাজন্!
মায়ায় সৃজিত পুরী হের নাহি আর,
পূর্ব্ববৎ হের, ভূপ, বিস্তৃত প্রান্তর।

অশোক। একি! সত্যই দানবীয় সৃষ্টি! প্রভু, সে দানব কোথায়?

ন্যগ্রোধ। একদিন তার কুৎসিত স্বরূপ দর্শন ক'র্‌বেন। জান্‌বেন, বুদ্ধদেবের কৃপাবলে দানবীয় শক্তি হ'তে রক্ষিত হ'য়েছেন। রাজ্য-ভার পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না, নির্লিপ্তভাবে রাজ্য করুন। রাজ-সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার হয় না—সেই-প্রচার-কার্য্যের নিমিত্ত রাজমুকুট ধারণ করুন।

অশোক। না না, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমায় ভিক্ষু-বস্ত্র দিন।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, ত্যাগ নাহি ভিক্ষুর বসনে—
কমণ্ডলু, করঙ্গ, কৌপীনে,
অঙ্গে ভস্ম-বিভূষণে, কিবা
আঁধার গহ্বরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ' পরে—
ত্যাগ নাহি বাহ্য-আচরণে।
বিতাড়িত বাসনা—বিবেকে,
সুখদুঃখ সমভাব, বৈরাগ্যের বলে—
শোচনা-আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত।
আত্মজয়—ত্যাগের লক্ষণ!
তরুমূল, সিংহাসন—তুল্য জ্ঞান যাঁর,
বিদূরিত যার অহঙ্কার,

সেই ত্যাগী !—
নহে ত্যাগ ভাণ মাত্র—আত্ম-প্রবঞ্চনা।
দেব-কার্য্য করহ উদ্ধার,
হ'ক ধর্ম্ম ধরায় প্রচার,
মহাকার্য্যে প্রয়োজন সাহায্য রাজার।

দেবী, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ

দেবী। মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। পদানত পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। কল্যাণি, তুমি কে ?

দেবী। ভুলেছ কি দাসীরে, ভূপাল!
তব পুত্র, তব কন্যা পালনের ভার
আছিল আমার—
যেই পুত্র-কন্যা-কামনায়
ক'রেছিল বরমাল্য প্রদান কিঙ্করী—
করিয়াছে দাসী, প্রভু, সে কার্য্য সাধন।
আজ তব নন্দিনী-নন্দন,
চরণে অর্পিয়া দাসী মাগিছে বিদায়।

অশোক। দেবি—প্রাণেশ্বরি! আমি তোমায় ভুলি নাই! তুমি আমার শত আহ্বান উপেক্ষা ক'রে রাজপুরে এস নাই। তোমার স্থান সিংহাসনে, তুমি তা উপেক্ষা ক'রে দীন-হীনার ন্যায় গোপনে অবস্থান ক'রেছ। আমি তোমায় ভুলেছি ব'লে অপরাধী ক'র না।

দেবী। মহারাজ, যে দিন দাসীকে চরণে স্থান দিয়েছিলেন, সেই দিনই দাসী নিবেদন ক'রেছিল যে, দাসী সিংহাসনের যোগ্যা নয়। দাসী বণিক-কুমারী, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনের অধিকারিণী হ'তে পারে না।

পাটলিপুত্রের রাজবংশে কখন' কলঙ্ক-কালিমা পতিত হবে না। আমি দাসী—দাসী হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ।

কহ্লা। মা মা, তুমিই একমাত্র রাজরাণী হবার উপযুক্ত। পাটরাণী নিরুদ্দেশ, তুমি শূন্য রাজগৃহ আলো ক'রে ব'স, মা!

দেবী। আপনি পিতৃতুল্য, অযথা প্রলোভনে মুগ্ধ ক'র্বেন না।

মহেন্দ্র। পিতা, মাতৃ-উপদেশে আমি বাল্যাবধি অবগত হ'য়েছি, আমি রাজপুরের যোগ্য নই; সেই জন্য মাতার চরণে ভিক্ষুর আশ্রম-গ্রহণ প্রার্থনা ক'রেছিলেম, যা'তে বুদ্ধদেবের মহাধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হই। সে অনুমতি মাতা, মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত, দিতে অস্বীকৃতা হন, সে কারণে মহারাজের পদে সেই প্রার্থনায় সন্তান দণ্ডায়মান।

সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, কন্যারও রাজপদে ঐ নিবেদন—পুত্র-কন্যার আবেদন গ্রাহ্য করুন।

অশোক। তোমরা কুল-তিলক, আমি তোমাদের পুণ্যে মহাপাপে পরিত্রাণ পাব। যাও, বৎস, তোমাদের মহাকার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্ব না। কিন্তু হৃদয়-তন্ত্রী ছেদ ক'রে তোমাদের অনুমতি প্রদান ক'চ্ছি; মহাকার্য্যে অভাগা পিতাকে ভু'ল না। যদি জান্‌তে যে তোমাদের চন্দ্রবদন দর্শনে আমার হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত, তা'হলে বোধ হয় আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'র্তে কাতর হ'তে। তোমরা নির্লিপ্তা মাতার উপদেশে ভোগ-সুখ-বর্জ্জনে সংসারে নির্লিপ্তভাবে পালিত হ'য়েছ। তোমাদের মহাব্রতে উৎসর্গীকৃত হৃদয়ে আমার এ মনোবেদনা অনুভব কর্‌বার স্থান নাই। (দেবীর প্রতি) দেবি, তুমি প্রকৃত দেবী—সত্য, কিন্তু নিষ্ঠুর জননী!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) দাদা, দাদা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত সুসীমের পুত্র। চল—চল, আমরা দু'জনে বুদ্ধদেবের কৃপায় বুদ্ধদেবের কার্য্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করি।

অশোক। কি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র? কি ভ্রম—কি অজ্ঞানতা! আমি তোমায় গর্ভাবস্থায় বধ ক'র্‌তে পারি নাই, এ জন্য ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেম! হায় হায়, তুমি আমার ত্রাতা! আমি নরাধম—তখন জানি নে—কি আত্ম-সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম! তোমার জননী কোথায়, বল? আমি নিজ স্কন্ধে চতুর্দ্দোল বহন ক'রে তাঁরে রাজপুরে ল'য়ে আসি। আমি অনেক মহাপাপ ক'রেছি, কিন্তু দেব-জননীকে সংহার ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়ে রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রেছি, এ স্মৃতি জন্ম-জন্মান্তরে লুপ্ত হবে না। বৎস, এ মহাপাপে কি আমার মার্জ্জনা আছে? তোমার জননী কোথায়, বল, যদি সম্ভব হয়, কথঞ্চিৎ মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই!

ন্যগ্রোধ। মাতা আমার বুদ্ধদেবের চরণ-সেবার নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত। অনুতাপই পরম প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত সংবাদ আমার গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হবেন। তিনিই আপনার প্রকৃত আশ্রয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া, আপনার প্রতি গুরুদেবের সেইরূপ।

অশোক। কে তোমার গুরুদেব?

ন্যগ্রোধ। মহানুভব উপগুপ্ত। তাঁরই কৃপায় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ ক'র্‌বেন।

কহ্লা। বাবা, আমিই তোমার জননীকে হত্যা ক'র্‌তে মহারাজকে উপদেশ দিই, আমার উপায় কি?

ন্যগ্রোধ। আপনি রাজ-কার্য্যে কর্ত্তব্য বোধে উপদেশ দিয়েছিলেন—আপনি নির্ম্মলাত্মা।

কহ্লা। ধন্য মার্জ্জনা—ধন্য মার্জ্জনা!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) চল, ভাই, হেথায় কার্য্য অবসান।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, বিদায় দিন।

অশোক। কি ব'ল্ব, আমি অজ্ঞান, তোমাদের মহিমা কি জান্‌ব!

দেবী। আমিও রাজ-চরণে বিদায় প্রার্থী।

আকাল। বাবা, কথন' আমার তাক্ লাগে নাই, আজ তোমরা তিনজনে তাক্ লাগালে। তুমি আকাশে ঝুলেও আমায় তাক্ লাগাতে পার নাই; কিন্তু আজ, বাবা, অবাক হ'য়েছি! লাউ-কুম্‌ড়োর মতন আগে ফল ধ'রে যে, ফুল ধরে—দুনিয়া ঘুরে এ আমার জানা ছিল না। সে বেটা মায়া ক'রে সোণার বাড়ী ক'রেছিল, কি সাম্‌নে মায়ার খেলা দেখ্‌ছি, তা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে! তোমাদের আমি ছাড়্‌ছি নি! তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা—আমাকে চিন্‌তে হ'চ্ছে।

ন্যগ্রোধ। নিশ্চয় চিন্‌বেন! হৃদয়ের ব্যাকুলতাই বুদ্ধদেবের কৃপালাভের একমাত্র মূল্য!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজবাটীর সম্মুখ

বীতশোক, আকাল ও ব্রাহ্মণগণ

১ম ব্রাহ্মণ। ছোটরাজা, হ'ল কি? নাস্তিকগুলো এসে দেশ ভরিয়ে ফেল্‌লে। "অহিংসা, অহিংসা" এক ঢেউ উঠেছে! যজ্ঞে পশু-বধকে কি হিংসা ব'লে? শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, ঋষি-বাক্য অমান্য! মূর্খেরা জানে না যে, শাস্ত্রে ব'লেছে—সদ্য মাংস ভক্ষণ প্রধান হবিষ্যান্ন।

আকাল। খুড়ো আমার খুব শাস্ত্র মানে! দাঁত নাই, তবু ভক্তি ক'রে পাঁটার হাড়খানি চোষেন।

১ম ব্রাহ্মণ। কি, তোমায়ও ভূতে ধ'রেছে না কি?

আকাল। এতদিন ধরে নাই, এবার ব্রহ্মদিত্য ধ'র্‌ব ধ'র্‌ব ক'চ্ছে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে যাও যাও, এখন মস্‌করা রাখ! (বীতশোকের প্রতি) ছোটরাজা, তোমায় এর উপায় ক'র্‌তেই হবে, নইলে আমরা কি অন্নাভাবে মারা যাব? মহারাজকে তো উপগুপ্ত না উপ-দেবতা পেয়ে ব'সেছে! সঙ্গে ক'রে নে সমস্ত ভারতবর্ষটা তো ঘোরালে! সমস্ত হিন্দু তীর্থ গেল, মহারাজের সে সব তীর্থ দর্শন হ'ল না! কোথায় ওর বুদ্ধদেব ব'সেছিল, কোথায় পোষাক ছেড়েছিল,

কোথায় ধ্যান ক'রেছিল, কোথায় বেড়িয়েছিল, কোথায় যমের বাড়ী গিয়েছিল, সেই সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বেড়ান হ'য়েছে! মাটি খুঁড়ে সব অস্থি বা'র করা হ'য়েছে, সেই সব অস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে সব চেলাচামুণ্ড ছিলেন, তাঁদেরও অস্থির সব স্তূপ হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। এ সব কি সত্যি সব বুদ্ধদেবের অস্থি না কি?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, এতদিন সে সব অস্থি আছে! কোত্থেকে সব ভাগাড় খুঁড়ে অস্থি বা'র ক'চ্ছে। ঐ উপগুপ্তটা কি ঝানু কম?

বীত। না না, সে সকল অস্থি পরম যত্নে রক্ষিত ছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা! ঐ উপগুপ্ত বেটা চ্যালাদের দিয়ে পোঁড়া-বন্দী ক'রে রাখিয়েছিল।

বীত। না না, পুরাতন স্তম্ভের গর্ভে সুবর্ণ-পেটিকায় সে সব অস্থি রক্ষিত হ'য়েছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। শোনেন কেন! তবে আর নূতন ক'রে স্তূপ হ'চ্ছে কেন?

বীত। সেই অস্থি বিভাগ ক'রে ভারতবর্ষব্যাপী সব স্তূপ হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহার নির্ম্মাণ। হাড়ি, শুঁড়ি, ম্যাথর, মুদ্দফরাস সব মাথা কামিয়ে হল্‌দে কাপড় প'রে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে। আর বামুনগুলো ভেসে যাবে!

বীত। আচ্ছা, আপনারা তো বলেন—বুদ্ধদেব অবতার?

১ম ব্রাহ্মণ। নাস্তিক অবতার—নাস্তিক অবতার, কলির লোককে নরক-গ্রস্ত ক'রতে এসেছেন।

বীত। তবে না শুনতে পাই—অবতার ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে আসেন?

২য় ব্রাহ্মণ। শোনো কেন, কেউ বলে অবতার, কেউ বলে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ। মহারাজ তো সব বড় বড় বিহার নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন, পালে পালে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু নাস্তিকের দল এসে হল্‌দে কাপড় প'রে মাথা কিনে ব'সেছেন। হাঁড়া হাঁড়া ঘি যাচ্ছে, কাঁথার মত সর, ভার ভার দুধ, মাখমের পর্ব্বত—এই সব বিহারে চ'লেছে। ব্যাটারা দিব্যি মজা মেরে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্ছে। রাত্রে দোর দিয়ে থা'কেন, বোধ হয় নিরিবিলি ভিক্ষুণীদের সেবা নেন।

বীত। ভিক্ষুণীরা না আলাদা থাকে?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা, ও মাণিকজোড়ের পাতা—

আকাল। আহা, খুড়োকে তো সমস্ত রাত এ সব তদ্‌বির ক'রে বেড়াতে হয়। খুড়ো, ঘুমোও কখন?

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নে নে—বেল্লিকপনা রাখ্! ছোটরাজা, তুমি থাক্‌তে এ সব কি হ'তে ব'স্‌ল? মহারাজকে দেখ্‌ছি তো যাদু ক'রেছে।

বীত। কি ব'ল্‌ব বলুন? এক বেটা দিনকতক ভোজবাজী দেখালে। তা যদি গেল, এখন দমবাজীতে প'ড়েছেন। আকাল, ব'লতে পার, খামকা ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-ভাইপো কোত্থেকে আমদানী হ'ল?

আকাল। গাছে ফলেছিল।

৩য় ব্রাহ্মণ। আর যে'টা ভাইপো ব'লে এসেছে, আমি শুনেছি, ওটা চাঁড়াল ছিল।

বীত। চাঁড়াল কি দোষ ক'রেছে বলুন? যে জাতের ছায়া অস্পৃশ্য, তিনি রাজমহিষী, আর তাঁর গর্ভে রাজপুত্র—রাজকন্যা! তবে মা মানা ক'রে গিয়েছেন, দাদার কথায় কোন কথা কব না।

আকাল। আহা, ছোটরাজার ভ্রাতৃভক্তিটুকু খুব! মুখটী টিপেই আছেন, দাদার একটী কথাও কন না।

বীত। কি বল—ন্যায্য-অন্যায্য ব'লতে হবে না?

আকাল। হবেই তো, নইলে ভ্রাতৃভক্তি জাহির হবে কিসে ?

১ম ব্রাহ্মণ। যেতে দিন, যেতে দিন—ও বর্ব্বরের কথা! আপনি ঐ হল্‌দে কাপড়-পরা ব্যাটাদের একটু দাবিয়ে দেবেন।

বীত। আমার কাছে যে ঘেঁসে না, জানে শক্ত পাল্লা, দম্‌বাজী চ'ল্‌বে না। ব্যাটারা কি ভক্তবিটেল! রাজার খোলা ভাণ্ডার পেয়েছেন, দিনে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব মারেন, আর রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে সব ধ্যানে বসেন। আপনি ঠিক ব'লেছেন, ওই ভিক্ষুণীদের সঙ্গে রাত্রে দেখা-সাক্ষাৎ হয় বই কি ?

১ম ব্রাহ্মণ। হয় না তো কি ? না হয় তো জিব কেটে ফেল্‌ব!

আকাল। দোহাই ম'শায়, নাক কাটুন, কাণ কাটুন, ঐ জিবটী কাট্‌বেন না! পরচর্চ্চার ফোয়ারা এমন আর কোন জিবে বেরুবে না। জিব কেটে কেন আপনার বাক্য-সুধায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন ?

১ম ব্রাহ্মণ। যথা কথা তোর না সয়, তুই স'রে যা।

আকাল। সয় না কি ব'ল্‌ছ, খুড়ো—মধুর স্রোত ঢাল্‌ছ! আপনার সুখ্যাতি আর পরচর্চ্চার চেয়ে এমন কিছু আর কি মিষ্টি আছে, খুড়ো, —যেন টাট্‌কা চাকের মধু!

১ম ব্রাহ্মণ। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখুন, দেখুন—যেন রাহুর মত মহারাজকে ঘিরে আসছে। রাজ-সভায় আর ব্রাহ্মণ-সজ্জনের জায়গা নাই।

বীত। এ কথা ব'ল্‌ছেন কেন ? নিত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ী তো নিয়ম-মত সিধে যায়। আপনাদেরও তো মহারাজা অযত্ন করেন না।

১ম ব্রাহ্মণ। করেন না কেমন ক'রে আর ? ওদের কথাই ষোল কাহণ।

আকাল। তা কি ক'র্‌বেন বলুন, আপনারা তো ঠোঁটই খোলেন না, পাছে দু'চারটী কেলে ছাগল বেরিয়ে পড়ে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নাও, কে ঐ বেল্লিকদের সঙ্গে তর্ক করে!

আকাল। আহা, খুড়োর ক্ষমা গুণটী বড়!

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

অশোক, কহ্লাটক এবং কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ

অশোক। বীতশোক, তুমি সভায় যাও না কেন?

বীত। মহারাজ, ওঁরাই সভা আলো ক'রে আছেন।

অশোক। তুমি ব্যঙ্গ ক'চ্ছ! সত্যই এঁদের পদার্পণে আমার সভা উজ্জ্বল!

বীত। আজ্ঞে, দিব্য আহারাদি করেন—চেহারার খুব জলুষ!

কহ্লা। কুমার, নিষ্পাপ দেহ যে জ্যোতিঃপূর্ণ, এ তো আপনার অজ্ঞাত নয়।

বীত। তা তো নয়ই—তা তো নয়ই! খুব সংযম আছে, কাম-ক্রোধাদি রিপু সব দমন ক'রেছেন—কি আজ্ঞা হয়, সব ভিক্ষুঠাকুরেরা?

১ম ভিক্ষু। কুমার, রিপুজয়ী এক বুদ্ধদেব; আমরা রিপুজয়ী ব'লে স্পর্দ্ধা ক'রতে সক্ষম নই।

বীত। হাঁ, হাঁ, সত্য ব'লেছেন! বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি বাতাম্বু-গলিতপত্র ভক্ষণ ক'রে রিপু জয় ক'রতে পারেন নাই—রমণীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

অশোক। (ভিক্ষুগণের প্রতি) মহাশয়, আমার মিনতি—এ স্থানে এ সকল কথা আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন।

ভিক্ষুগণ। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

[বৌদ্ধভিক্ষুগণের প্রস্থান।

অশোক। বীতশোক, এ কি তোমার আচরণ ?

বীত। কেন, মহারাজ, সত্য কথা বলায় তো আপনার নিষেধ নাই। যদি নিষেধ করেন, বারান্তরে এরূপ ক'রব না।

অশোক। ওঁরা পরম যোগী, ওঁদের প্রতি এরূপ সন্দেহ ?

বীত। মহারাজ, মার্জ্জনা ক'রবেন—ভোগী ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয় দমন ক'রতে পারেন, এ আমার ধারণা নাই।

অশোক। ভাল, তুমি এস, আমার অপর কার্য্য আছে। একদিন তোমায় বুঝিয়ে দেব যে, তৃষাবর্জ্জিত ভোগ সম্ভব। বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও বহু পরীক্ষায় এ ধারণা আমার দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে—ক্রমে তুমিও বুঝবে।

বীত। মহারাজ, বুঝ্‌লে অবশ্য স্বীকার ক'রব।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, সাধু-নিন্দায় বীতশোকের যে মহা অকল্যাণ হয় !

কহ্লা। মহারাজ, আমি বিস্তর তর্ক ক'রে দেখেছি, উনি কোনমতেই স্বীকার করেন না যে, এঁরা সাধু। বলেন, বিজ্ঞান-বলে কতকটা ভেল্কী দেখিয়ে মহারাজকে ভুলিয়েছেন।

অশোক। আচ্ছা, দেখা যাক ! সংবাদ পেয়েছেন যে, যারা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তারা রটনা ক'রেছে যে, আমি হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী। এতে নিষ্ঠাচার শত শত ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-রক্ষার্থে সভয়ে নির্জ্জন স্থানে বাস ক'চ্ছেন। আপনি অদ্য প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে প্রচার করুন যে—হিন্দু হ'ক, জৈন হ'ক, যে ধর্ম্ম উপাসক হ'ন্—যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্ম্মের প্রতি যাঁর অনুরাগ, তিনি বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মানভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হবেন।

কহ্লা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? হিংসা-বর্জ্জিত সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারাবৃত। এরূপ সমদৃষ্টি রাজাদেশে কুসংস্কার প্রশ্রয় পাবে—তাতে এই মহান্ ধর্ম্মপ্রচারে হানি হওয়া সম্ভব।

অশোক। না মন্ত্রীবর, প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-পালক কদাচ কুসংস্কার-জড়িত হয় না—গুরুদেব বার বার আমায় উপদেশ দিয়েছেন। যদি কুসংস্কার-জড়িত দেশাচারে কোনও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির মালিন্য থাকে, তা অচিরে অপনীত হয়। সদাচারের অপার মহিমা—তাতে মালিন্য স্পর্শ করে না। জ্ঞানার্জ্জনে নিষ্ঠাব্রত একমাত্র অবলম্বন। সত্বর যা'তে এ আদেশ প্রচার হয়, যত্নবান্ হ'ন।

কহ্লা। যে আজ্ঞা, মহারাজ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। আর এক কথা, রাজ্যে যা'তে অনাথ, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা হয়, যথায় চিকিৎসাশালা আবশ্যক, কিছুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠ না হ'য়ে, তাহা যেন স্থাপিত হয়। পশুপক্ষীরাও মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক নিয়মাধীন, তাদের রোগ-তাড়না দূরীকরণের নিমিত্ত ঐরূপ চিকিৎসাগার নির্ম্মিত হ'ক। যে সকল ওষধি দুষ্প্রাপ্য, তার বীজ আনয়ন ক'রে যত্নে রোপিত হ'ক। তীর্থ ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম—গমনাগমনের বিস্তৃত পথের অভাব, রাজ্যময় বিস্তৃত পথ নির্ম্মিত হ'ক। পথিকের জল-কষ্ট নিবারণার্থে বহু কূপ খননের আদেশ দিন। যান, বহু কার্য্য—রাত্রি-দিবা কার্য্য। রাজ্য—ভার, ভোগ নয়।

কহ্লা। মহারাজের জয় হ'ক!

[কহ্লাটকের প্রস্থান।

অশোক। আকাল, একটি কাজ ক'রতে পারবে?

আকাল। আজ্ঞা ক'র্‌লেই ক'রতে যাব; পারব কি না, জানি না।

অশোক। যদি উড়তে বলি ?

আকাল। লাফ মার্‌ব।

অশোক। যদি ডুব্‌তে বলি ?

আকাল। ডুব ফুড়্‌ব।

অশোক। যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি ?

আকাল। বোঁ ক'রে চম্পট দেব।

অশোক। শোন্, তুই বীতশোককে কোনরূপে রাজ-সজ্জায় আমার সিংহাসনে বসাতে পারিস্ ?

আকাল। আমায় নিজে ব'স্‌তে বল্‌লে, যতটা সোজা হ'ত, ততটা সোজা নয়—তবে দেখি।

অশোক। আচ্ছা দেখ্ দেখি, যদি পারিস্। আমি রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে, স্নান-আহারাদি-অন্তে বিরাম করি, জানিস্ তো ? সেই সময়ে বীতশোককে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারবি ? দেখিস্ যেন কেউ টের পায় না।

আকাল। আর কেউ টের পাবে না, তবে মুকুট প'রে ছোটরাজা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।

অশোক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছিস বুঝেছিস, দেখি তোর বাহাদুরি।

[আকালের প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দাসের ;
কোন্ ভাগ্যোদয়ে আজ পবিত্র এ পুরী !

উপ। তীর্থস্থান যথা যথা ক'রেছ ভ্রমণ—
যথা প্রভুর জনম,

যেই যেই স্থানে পর্য্যটন,
তপস্যা যথায়,
বোধিসত্ব লাভ যে আসনে—
সে সকল পুণ্যস্থলে
স্তম্ভ, স্তূপ, বিহার নির্ম্মাণ—
নিরন্তর বাসনা তোমার।
চৌরাশি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ-কল্পনা
নিরন্তর জাগিছে অন্তরে।
পূর্ণ যাহে হয় তব সাধু মনস্কাম,
সেই হেতু আগমন মম।

অশোক। পরম কৃতার্থ দাস অপার কৃপায়!
কিন্তু, দেব, ল'য়ে তবাশ্রয়
তবু দ্বন্দ্ব মনে হয়—
প্রতি তীর্থে স্তম্ভ, স্তূপ, বিহার সকল
কেমনে উঠিবে?
শিল্প-নিপুণতা হেন আছে রাজ্যে কার,
যাহার সাহায্যে হবে এ কার্য্য উদ্ধার?

উপ। এস, আছ প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব-স্থানে,
রাজাদেশ-পালনে করহ অঙ্গীকার।

মারের প্রবেশ

মার। আমি তো রাজ-কিঙ্কর, আমি তো রাজ-কিঙ্কর চিরদিনই আছি।

অশোক। প্রভু, এ তো মায়াধর—মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রেছিল। কে জানে, কি শক্তি-প্রভাবে এ অমানুষিক কার্য্যে সক্ষম। এ মহা

পাপাচার, একে কি নিমিত্ত আহ্বান ক'রলেন ? এ ক্ষণমধ্যে মায়া-স্তূপাদি নির্ম্মাণ ক'রবে, কিন্তু অচিরে সে সকল ধ্বংস হবে।

উপ। না, মহারাজ, এই পাপাচার-নির্ম্মিত স্তূপ চিরদিনের নিমিত্ত ভারতে মহারাজের মহিমা প্রচার ক'রবে। আজ্ঞা প্রদান করুন, যে দিন যে তীর্থে অনুমতি ক'রবেন, তথায় যেন অচিরে স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কুণ্ঠিত হবেন না, যেমন বলবান পশু আরোহণে অনায়াসে ভ্রমণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ পাশব প্রবৃত্তির সারভূত শক্তির আশ্রয় গ্রহণে সঙ্কুচিত হবেন না।

অশোক। প্রভু, ভারতের শিল্পীর পরিচয় কি এ স্তূপ নির্ম্মাণে ধরাবাসী প্রাপ্ত হবে না!

উপ। বৎস, সমস্তই শিল্পীর কৌশলে নির্ম্মিত হবে। ভারতের শিল্প-নৈপুণ্য জগতে অবিদিত থাক্‌বে না—কেবলমাত্র এর বিঘ্ন-উৎপাদন-শক্তি হরণ করা প্রয়োজন। (মারের প্রতি) যাও—দূর হও, সময়ে আজ্ঞা পালন ক'র।

[মারের প্রস্থান।

অশোক। প্রভু, কে এ ব্যক্তি ?—ভূত, প্রেত, পিশাচ বা দানব ? আকার মানুষের ন্যায় দেখ্‌লেম।

উপ। এর স্বরূপ আকার এখনই তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। দর্শন কর—(অশোককে স্পর্শ করণ)

পট পরিবর্ত্তন

দৃশ্য—কুঞ্জবন

[কুঞ্জবন-মধ্যে সুন্দর বেশভূষায় সহচর ও সহচরীগণবেষ্টিত মারের বিহার। সহসা জ্যোতিঃ প্রকাশ ; জ্যোতিঃ-স্পর্শে কুঞ্জবন নরকে পরিণত হওন এবং সহচর ও সহচরীগণ সহ মারের কদাকার ও কুৎসিত মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হওন]

অশোক। মরি মরি, কি পুষ্পরাজি-বিকসিত কুঞ্জসারি—যেন দেব-দেবী আনন্দে বিহার ক'চ্ছেন! ওই কি অমরাবতী? গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন কেন? এ কি! মহান্ জ্যোতিঃ-প্রবাহ কোথা হ'তে আস্‌ছে! জ্যোতিঃ-স্পর্শে সমস্ত শ্রীভ্রষ্ট হ'য়েছে! দেখুন—পূতি-মাংস-অস্থি-বিকীর্ণ মলমূত্রে বেষ্টিত কি কুৎসিত স্থান! কোথায় সেই দেব-দেবী মূর্ত্তি? আলোক-প্রভাবে সকলই বিনষ্ট! ক্ষতপূর্ণ কদাকার দেহী—মূর্ত্তিমান ঘৃণার আকার! গুরুদেব, এ সকল কি?

উপ।
ক্ষতপূর্ণ আপাদমস্তক হের মার—
ওই তার ঘৃণিত আগার।
হের—হিংসা, তৃষা, সংশয় প্রভৃতি
যত মার-পরিবার কুরূপ অন্তর—
আচ্ছাদিত মায়ার মোহিনী-বেশে।
মহান্ এ পরম আলোকে
দগ্ধ আরোপিত কায়া—
হের, বৎস, স্বরূপ আকার সবাকার।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

অশোক। কোথায় মিশিল সবে আবাস সহিত ?
কহ, প্রভু,
কোথা করে অবস্থান স্বগণে দুর্জ্জন ?
কেন ধরে সুন্দর মূরতি ?
কিবা ওই মহা জ্যোতিঃ,
স্পর্শে যাহা—
স্বরূপ কুৎসিত তনু প্রকাশ পাইয়ে
আবাস সহিত—মিলিল অনিলে যেন !

উপ। মানব-হৃদয়ে স্থান জেন ও সবার।
মোহাচ্ছন্ন মানবে সঞ্চারি
নিত্য করে জীবলোকে কেলি,
মুগ্ধ করি' মোহিনী-আকার ধরি' !
কভু বার-বিলাসিনী,
কভু চাটুকার—
কহে মৃদু সুমধুর বাণী ;
কভু দুষ্ট—উপদেষ্টা রূপে,
ন্যায়-পরিচ্ছদে সাজাইয়া রোষে
নরে আনে বশে,
প্রেম-ছায়া কামে করে দান ;
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সত্য ভাণে,
বসি হৃদে হেন মতে মোহি জনে জনে
পাপের সংসার তার করে সুবিস্তার।

কিন্তু ওই মহান্ আলোকে
দীপ্ত যদি হয় হৃদিস্থল,
সূর্য্যালোকে শিশির যেমন
পায় লয় পাপাচার কায়া,
পাপ-ধ্বংসকারী সেই মহাসূর্য্যকরে
হৃদ্‌পদ্ম হয় সুপ্রকাশ—
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসেন তাহায়।

অশোক। প্রভু, প্রভু—সংশয় দূর করুন! যদি অন্তরে ওদের স্থান, তবে বহির্দ্দৃষ্টিতে কি আকার দেখ্‌লেম?

উপ। জেন, বৎস, বহির্দ্দেশে অন্তরের ছবি;
শূন্য—শূন্য—শূন্য সমুদয়—
কিছু নাই, কিছু আর নয়,
আত্ম-অভিমান করিয়া আশ্রয়
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা।
কেহ ভোগের আশায়
অন্তরের পাপবৃত্তি করে উত্তেজনা;
বর্দ্ধিত আকারে
মার কলেবরে দেখা দেয় তারে
তার অন্তরের ছবি।
অতি তুষ্ট যাহার সাধনে
কুক্রিয়ার শক্তি তারে দানে,
স্বার্থের কারণে ইন্দ্রিয় চালনে
উৎপাত ঘটায় এ সংসারে।
মায়া-শক্তি পায় সে দুর্জ্জন—

বাসনার প্ররোচনে
দুষ্টা শক্তি-আরাধনে
পূর্ণকাম সিদ্ধিলাভ করি।
কিন্তু ওই মহা জ্যোতিঃ নিহিত হৃদয়ে
ধ্যানযোগে হয় দীপ্তমান,
বোধিসত্ত্ব লভে সেই বুদ্ধত্বে হেরি।

অশোক। প্রভু প্রভু, আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্ছে, আমার হৃদয়েও কি ওদের বাস?

উপ। বৎস, চিন্তা ক'র না, শীঘ্র বিতাড়িত হবে। কোনরূপ আত্ম-প্রতারণায় ক্রোধযুক্ত হ'য়ো না। কামের নিকট সতর্ক থেক'। কাম বহুরূপধারী,—দয়া, মায়া, প্রেম—বিশেষ ধর্ম্মের আকারে তার ছলনা। কদাচ তারে প্রশ্রয় দিও না। রাজ-কার্য্যে গমন কর, আমি স্বস্থানে যাই।

অশোক। প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন।

উপ। মার-জয়ী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

ক্রন্দনরত আকাল

বীতশোকের প্রবেশ
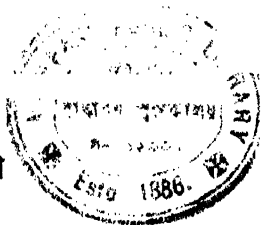
বীত। কিহে, আকাল, কাঁদছ কেন?

আকাল। আর যাও, ছোটরাজা, আমার মনের দুঃখ মনেই রাখ্‌ব, কারেও ব'ল্‌ব না।

বীত। কি বলই না, শুনি?

আকাল। হ্যাঁ বলি, আর মহারাজকে ব'লে তুমি গর্দ্দানা নেওয়াও!

বীত। না না—বল না?

আকাল। আমি এমন বোকা রাজার দেশে থাক্‌ব না। তা নয় তো কি, ঐ উল্লুক-ভাল্লুক ব্যাটাদের কথায় মাটিতে শোবে, একবার খাবে, মৃগয়ায় যাবে না, দুটো আমোদ ক'রবে না, রাত্‌-দিন কাজ—কাজ—কাজ! আমিও হায়রাণ হয়েছি! দিবারাত্র ফরমাস্—ঐ ঘিয়ের মট্‌কি ক'টা নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এস, ঐ ঘন দুধের সরের থান বৈকালিক পাঠাও, ঐ ফলের পর্ব্বত, ছানার ঢিপি, সব চালান দাও—আমি আজ চম্পট দিচ্ছি। তবে একটা মনের সাধ মনে রইল।

বীত। কি সাধ হে?

আকাল। সে আবার আপ্‌নি তামাসা ক'রে উড়িয়ে দেবেন।

বীত। না না, তামাসা ক'র্‌ব না, বল না?

আকাল। আপনাকে একবার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজ-সিংহাসনে দেখ্‌বার আমার বড় সাধ।

বীত। আজ তোমার এ কি ভিট্‌কিলেমি?

আকাল। ঐ জন্যেই বলি নাই, মনের সাধ মনে মেরেছি। আচ্ছা, চল্‌লুম্—নমস্কার!

বীত। কিহে, আজ ব্যাপারখানা কি?

আকাল। সে অনেক কথা।

বীত। বলই না?

আকাল। তবে সিংহাসনে চেপে ব'সে শুনুন। সে সব ভঙ্গী ক'রে দেখালে তবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এই বসুন, মাথায় মুকুট দিন। আপনি যেন রাজা, আর আমি যেন ঐ হাড়গিল্লে মন্ত্রীটে,—এই যেন আপনি ব'সেছেন, আর এই যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিন, দিন, মুকুট মাথায় দিন।

(বীতশোকের সিংহাসনে উপবেশন এবং আকালের বীতশোকের মস্তকে মুকুট প্রদান)

দিয়েছেন তো? আর এই আমি দাঁড়িয়ে আছি—দাঁড়িয়ে আছি তো আছি।

বীত। দাঁড়িয়ে তো আছ, তারপর?

আকাল। এই—এ দিকে দাঁড়িয়ে আছি, এই ও দিকে দাঁড়িয়েছি; আবার—এ দিকে দাঁড়াচ্ছি তো ও দিকে দাঁড়াচ্ছি। ঐ মহারাজ আস্‌ছেন, বাপ রে—পালাই—

[আকালের পলায়ন।

অশোকের প্রবেশ

অশোক। বীতশোক, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মুকুট ধারণ করিস্, আমার সিংহাসনে উপবেশন করিস্?

বীত। মহারাজ, আকাল পরিহাস ক'রে—

অশোক। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবেশন—পরিহাস? রাজমুকুট ধারণ পরিহাস? তুই বিদ্রোহী।

বীত। মহারাজ, আকালকে জিজ্ঞাসা করুন।

অশোক। বুঝেছি—বুঝেছি—আকালের সঙ্গে তোর পরামর্শ, তাই পলায়ন ক'র্‌লে।

রাধাগুপ্ত ও রাজপারিষদগণের প্রবেশ

দেখুন, বীতশোকের ব্যবহার দেখুন! ইনি আমার সিংহাসনে—আমার মুকুট ধারণ ক'রে উপবেশন ক'রেছেন। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, আপনারা সতর্ক হ'ন।

বীত। মহারাজ, দাসের কোনও অপরাধ নাই।

অশোক। আবার নিরপরাধ ভাণ!

বীত। মহারাজ, যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন।

অশোক। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তবে তুমি আমার সহোদর—রাজ্য কর্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, রাজ-ভোগ তোমার লালসা—সাত দিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে যদিচ্ছা ভোগ কর। যেরূপ উৎসব তোমার অভিমত, সেরূপ কর। সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরশ্ছেদ হবে। মন্ত্রি, সাতদিন আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ ইনি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বেন। যেরূপ রাজভোগ ওঁর অভিলাষ, যে সুন্দরী রমণীর প্রতি ওঁর দৃষ্টি, ওঁর বাসনা-তৃপ্তির জন্য যেন ওঁর অভাব হয় না। ওঁর যেরূপ অভিপ্রায়, সেইরূপ ওঁর ভোগের আয়োজন ক'র্‌বেন। নগরে সাতদিন উৎসব হ'ক, উনি উৎসব-আনন্দ করুন।

[অশোকের প্রস্থান।

রাধা। মহারাজের কি আজ্ঞা প্রকাশ করুন?

বীত। আজ্ঞায় আর কাজ নাই! অজ্ঞান হই নাই—এই ঢের।

রাধা। মহারাজ, গাত্রোত্থান করুন, বিরামের সময় উপস্থিত।

বীত। আর বিরাম কাজ নাই! আজই নাইয়ে এনে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে যা কর্‌বার করুন।

[বীতশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তৃষা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নৃত্য-গীত।

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন ভেবে
মিছে মজা হারাবে।
ফোটে ফুল লোটায় মধু ঝর্‌বে কি ভাবে॥
ম'র্‌বে তো সবাই মরে, নিত্য কেবা ভেবে মরে,
মরণ হ'লে ফুরিয়ে যাবে, নাও আমোদ ক'রে ;
এসো হে সোহাগ ভরে, সোহাগীরে হৃদে ধ'রে
পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে ;
আসুক মরণ, থাক্‌লে বিভোরে—কি এসে যাবে॥

তৃষা। আসুন, মহারাজ, উপবনে বিহার ক'র্‌বেন!

বীত। আর বিহার ক'র্‌ব কি? উপদেবতা ঘাড়ে চেপে যে হাড়ে হাড়ে বিহার করাচ্ছে!

তৃষা। আসুন, আসুন, সময় ব'য়ে যায়।

বীত। গেলে আর ক'চ্ছি কি বল?

তৃষা। তোরা যা লো যা, আমি রাজাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মহারাজ, এত ভাব্‌ছেন কেন—সাত দিন তো আপনার অধিকার? সাত দিন যা আজ্ঞা ক'রবেন, সম্পন্ন হবে।

বীত। সুন্দরি, জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার পাপ-ছায়া আমার অন্তরে ফেল্‌বার বৃথা চেষ্টা ক'চ্ছ। তোমার অভিপ্রায়, আমি রাজাকে বধ কর্‌বার উদ্যোগ করি। কিন্তু শোন, যদি আমার দেহে হিংসা থাকৃত, অগ্রে তোমার শিরশ্ছেদ ক'র্‌তেম। যাও, কে তোমায় প্রেরণ ক'রেছে, জানি না—তারে ব'ল, মহারাজ আমার ইষ্ট-দেব। আমি পরিহাস-পরবশ হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'রেছি,—পিতা-পিতামহ-জ্যেষ্ঠভ্রাতার সিংহাসন উপেক্ষা! তবে প্রাণের মমতা এখন' বর্জ্জিত হই নাই, তাই আমায় বিষণ্ণ দেখ্‌ছ। আমি নির্ব্বোধ, কিন্তু বংশের কলঙ্ক নই। [বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক ও রাধাগুপ্তের পরস্পর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ

অশোক। কোথায় গেল, নর্ত্তকীদের সঙ্গে গেল কি?

রাধা। না, মহারাজ, বিষণ্ণভাবে নিজ মন্দিরে গমন ক'র্‌লেন।

অশোক। কে তুমি?

তৃষা। আমি মহারাজের নিকট পত্র ল'য়ে এসেছিলুম।

অশোক। কে পত্র দিয়েছে?

তৃষা। গোপনে মহারাজকে নিবেদন ক'র্‌ব।

রাধা। মহারাজ, রাজাজ্ঞা হ'লে কার্য্যে গমন করি।

অশোক। আসুন। [রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

তৃষা। এই পত্রে সমস্ত অবগত হবেন, যদি ইচ্ছা হয়, দাসীর দ্বারা উত্তর প্রেরণ ক'র্‌বেন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম জান্‌তে ইচ্ছুক? বৌদ্ধ-ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দ্বারা জান্‌তে পারেন।

তৃষা। জেনেছেন ;—কিন্তু তা'তে তাঁর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁর মনে সংশয় যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সামান্য অবস্থার ব্যক্তি—হয় তো কোন দীন-দরিদ্র-ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হ'য়ে ভিক্ষা দ্বারা সম্মানের সহিত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহারাজ যদি ভোগ-বর্জ্জন ক'রে থাকেন—সে আশ্চর্য্য! আপনি কি রত্ন প্রাপ্ত হ'য়ে কঠোর আত্ম-বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, সে কথা জান্‌বার তাঁর ইচ্ছা। আপনি যদি কৃপায় স্বয়ং তাঁরে দর্শন দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেন!

অশোক। আমি প্রতিশ্রুত হ'তে পারি না। তুমি সময়ান্তরে এস, আমি উত্তর দেব।

তৃষা। যে আজ্ঞে।

[অসাবধানতার ভাণে একখানি চিত্রপট নিক্ষেপ করিয়া তৃষার প্রস্থান।

অশোক। কে এ পত্রলেখিকা? কোন উচ্চবংশীয়া হবে। অবশ্য এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব—ভোগ-ইচ্ছা সহজেই দমন করা যায় না। একি—পত্রবাহিকা ফেলে গেল না কি? (ভূপতিত চিত্রপট তুলিয়া লইয়া) সুন্দর—ধ্যানস্থ নারী-মূর্ত্তি! নিম্নে "তিষ্যরক্ষিতা" লিখিত ; সুন্দরীর নাম কি তিষ্যরক্ষিতা?

আকালের প্রবেশ

আকাল। মহারাজ, কি ও!

অশোক। কিছু না, কি সংবাদ?

আকাল। মহারাজ, আমি গুন্‌তে শিখেছি।

অশোক। বটে!

আকাল। পরীক্ষা ক'রে দেখুন, ওখানা কোন' স্ত্রীলোকের ছবি।

অশোক। কিসে?

আকাল। আপনার গোপন করায় আর শিউরে ওঠায়।

অশোক। যাও, বীতশোক কি ক'চ্ছে, সন্ধান নাও।

আকাল। তা নিচ্ছি। কিন্তু মহারাজা ভুঁয়েই শোন আর এক সন্ধ্যেই খান, আমি রাস্তায় গড়িয়ে উপোস ক'রে দেখেছি, ও মেয়েমানুষের ফাঁড়া কাটে না। মহারাজের ও ফাঁড়া কাটে নাই, বোধ হয়।

অশোক। যাও যাও, এ কুল কামিনীর ছবি, তাই গোপন ক'র্‌লেম।

আকাল। মহারাজ, রুষ্ট হ'ন হবেন—যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে বিলোন, তিনি কুল-কামিনী নন, কুলের ধ্বজা !

[আকালের প্রস্থান।

কহ্লাটকের প্রবেশ

অশোক। কি সংবাদ ?

কহ্লা। মহারাজকে দাস পূর্ব্বেই নিবেদন ক'রেছিল যে, সনাতন অহিংসা ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া না হয় ; কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহারাজের আজ্ঞামত প্রচারিত হ'য়েছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক, মহারাজ সকলকেই আশ্রয় প্রদান ক'রবেন। তার ফল দেখুন, গর্ব্বিত নাস্তিক জৈন, তাদের উপাস্য মহাবীরের মূর্ত্তির পদতলে, ব'ল্‌তে জিহ্বা জড়িত হ'চ্ছে—

অশোক। কি কি ?

কহ্লা। বুদ্ধদেবে র্ত্ত অঙ্কিত ক'রেছে।

অশোক। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! রাজাজ্ঞা প্রচার করুন যে, প্রতি জৈনের মস্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা। রাজকর্ম্মচারীর নিকট মুণ্ড আনয়ন মাত্র প্রাপ্ত হবে। আজ হ'তে জৈন-নিধন আমার সঙ্কল্প।

কহ্লা। যে আজ্ঞা, মহারাজ, দাসও সেই প্রার্থনা ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ

বীতশোক

বীত। এত দিনে জন্মেছে প্রত্যয়—
মৃত্যু মহাভয়, মৃত্যু মহাশিক্ষাদাতা।
বুঝিয়াছি, বুঝেছি এখন,
কি কারণে নৃপতি-নন্দন
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভিক্ষু করি দরশন
হইলেন তপাচারী!
বিনা মৃত্যু-জয়
নাহি আর শান্তির উপায়।
ক'রেছেন বুদ্ধদেব পথ প্রদর্শন—
করিবারে মৃত্যু পরাজয়,
একমাত্র উপায় সে পন্থাবলম্বন।
বৃথা কার্য্যে কেটেছে সময়,
সাধনার নাহিক উপায়,
গত দিন, মরণ নিকট—
কাঁপে হৃদি অহর্নিশি বিষম চিন্তায়।
এই চক্ষু সুন্দর এ ধরা না হেরিবে,
শ্রবণ না শুনিবে পাখীর গান,
পুষ্পঘ্রাণ নাসিকায় না স্পর্শিবে,
রসাস্বাদ বর্জ্জিত হইবে জিহ্বা,
কমনীয় কান্তি পরশনে

আর কায়া প্রফুল্ল না হবে—
ফুরাইবে ফুরাবে সকলি!

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, এক দিন গত, ছয়দিন অবশিষ্ট। চলুন, সুন্দরীরা সুধা-পাত্র ল'য়ে আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে।

[দূতের প্রস্থান।

বীত। আর আঁখি নিদ্রা না করিবে আকর্ষণ,
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত দিবানিশি,
স্বপ্নাচ্ছন্ন ব'য়ে যায় দিন।

[বীতশোকের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরার কক্ষ

"তিষ্যরক্ষিতা"-রূপী চিত্তহরা

চিত্তহরা। মা গো, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! ঐ তো রূপ! মর পোড়ারমুখো, তার উপর একটু সুগন্ধ মাখ্—গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ঘুচুক। মাগো, কাছে এলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। এখন' খেল্‌ছেন—মনে ক'চ্ছেন, পাখা পড়েন নাই! টেনে তুল্‌লেই হয়, ঘৃণায় তুলি নাই, যদ্দিন যায়—যাক। কি চমৎকার বেশ ক'রে দিয়েছে, কি চমৎকার চুলের রং ক'রেছে, যেন চাঁদের আলো চুলে বাঁধা। কি চমৎকার রং! রংএ মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেছে! কে ব'ল্‌বে—আমার বয়স হ'য়েছে!

সুসীম যা দেখে ম'রেছিল, বেশ-ভূষায় তা চেয়ে শতগুণে সুন্দরী হ'য়েছি। ঐ আস্‌ছে—ধ্যানে বসি। (ধ্যানমগ্নভাবে উপবেশন)

অশোকের প্রবেশ

অশোক। (স্বগত) কি সুন্দর! ধ্যানমগ্না—যেন ধ্যানে গঠিতা মূর্ত্তি! কি কঠিন পণ—রূপ-যৌবন বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টলাভের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন ক'রেছে! (প্রকাশ্যে) আমি এসেছি। (স্বগত) গভীর ধ্যানমগ্না! (উচ্চ-কণ্ঠে) আমি এসেছি।

চিত্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করণ)

অশোক। (স্বগত) এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন?

চিত্ত। কই—কই—কোথা গেলে? (বাহু প্রসারণ করিয়া উত্থান)

অশোক। কি, কি, কার অনুসন্ধান ক'চ্ছ?

চিত্ত। না, মহারাজ—না, মহারাজ—কিছু না, আমি পাগল, আমার মনের ঠিক নাই।

অশোক। সুন্দরি, কার ধ্যানে নিমগ্না ছিলে? কারে হারা হ'য়ে ওরূপ বাহু প্রসারণে আলিঙ্গনে উদ্যত হ'য়েছিলে!

চিত্ত। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না, রমণীকে লজ্জা দেবেন না। আমি আত্মহারা, আমার বামন হ'য়ে চন্দ্র-আকিঞ্চন।

অশোক। কি—কি ব'ল্‌ছ?

চিত্ত। মহারাজ, কেন উপদেশ দিতে আসেন? আমি কার ধ্যান ক'র্‌ব? আমি অষ্টপ্রহর এক ধ্যানে মগ্ন—আমার হৃদয় হৃদয়-দেবতায় পূর্ণ—সেথায় অন্য দেবতার স্থান নাই।

অশোক। কে সে ভাগ্যবান্?

চিত্ত। মহারাজ, কেন লজ্জা দেন? আমি দাসী, পদাশ্রিতা, আমায় লজ্জা দেবেন না।

অশোক। কি ব'ল্‌ছ?

চিত্ত। মহারাজ, আপনি রাজা, আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনি কি সত্যই জানেন না, আমি কার ধ্যানে মগ্ন? কে আমার অন্তর অধিকার ক'রেছে, তা কি আপনার অজানিত? এতদিনে যদি বুঝে না থাকেন, তা'হলে রাজদর্শন-সাধ আমার ফুরুল! আর মহারাজকে কষ্ট দেব না, আর মহারাজকে আস্‌বার জন্য অনুরোধ ক'র্‌ব না।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তিষ্যরক্ষিতা, সত্য বল, তুমি কি আমার অনুরাগিনী?

চিত্ত। (মৌনভাবে অবস্থান)

অশোক। বল, বল, যদি সত্য হয়, কেন আমায় স্বর্গ-সুখে বঞ্চিত কর? আমার গৃহ শূন্য, আমার গৃহ আলো ক'রে, অনন্দদায়িনি! আনন্দ বিস্তার কর—

চিত্ত। মহারাজ, বিবেচনা করুন—অজানিতা, অপরিচিতাকে গ্রহণ ক'রে তো রাজপুরী অপবিত্র হবে না?

অশোক। না, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—সাধনের সহায়। আমি অদ্যই চতুর্দ্দোল প্রেরণ ক'রে তোমায় ল'য়ে যাব। এস হৃদয়েশ্বরি—হৃদয়ে।

চিত্ত। না না, মহারাজ, সময় দিন—বিবেচনা করুন; উতলা হবেন না। না না,আমায় স্পর্শ ক'র্‌বেন না। [চিত্তহরার প্রস্থান।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাল—রাত্রি। স্তূপ-নির্ম্মাণ-রত শিল্পীগণ

দেবী

সহচরীগণসহ বোধিবৃক্ষের শাখা-হস্তে সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ

সঙ্ঘ। সারীপুত্র মহোদয় বুদ্ধ-পারিষদ,
অস্থি তাঁর প্রতিষ্ঠা করিবে স্তম্ভ-মাঝে—
মহাকার্য্য-ভার তুমি ল'য়েছ, জননি,
পতিভক্তি হৃদে ধরি সাহায্যে পতির।
দেহ তনয়ায় ভার,
সাধ্যমত দেবকার্য্যে জীবন-যাপনে।
দিবসরজনী প্রভেদ না মানি,
অন্নপানি করিয়ে বর্জ্জন
নিয়োজিত আছ মহাকার্য্য-অনুষ্ঠানে!

দেবী। বৎসে,
রাজার সাহায্যে কার্য্য করিব সাধন—
নহি হেন ভাগ্যবতী ;
হইয়াছি পিতার সম্পত্তি-অধিকারী,
প্রীত্যর্থে তাঁহার
দেবকার্য্যে সে সম্পত্তি করিব অর্পণ,
এই ক্ষুদ্র বাসনা আমার।
কহ, কল্যাণি, আমায়,
কিবা কার্য্যে তুমি উৎসাহিতা—

যামিনীতে আগমন তব যে কারণ ?
চাঁদমুখ নিরখিয়ে পরিতৃপ্ত হৃদি।

সঙ্ঘ। মাতা, আশ্চর্য্য প্রভাব মম মহেন্দ্র ভ্রাতার—
লঙ্কাধামে বুদ্ধদেবে পূজে ঘরে ঘরে।
নরপতি তথা উৎসাহিত আদর্শে পিতার,
ব্যস্ত সদা বৌদ্ধসঙ্ঘ নির্ম্মাণ কারণ,
হইয়াছে শত শত স্তম্ভ উত্তোলিত।
রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষা-পিপাসায়।
কিন্তু,
সে দীক্ষা-প্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম,
নারী-সঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
ক'রেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ।
পত্র-পাঠে উৎসাহিত হৃদয় আমার ;
তাই আসিয়াছি শ্রীচরণ বন্দিতে, জননি,
পতিসনে, ভিক্ষুণী-বেষ্টিত,
উপনীত হব লঙ্কাধামে।
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রেছি গ্রহণ,
প্রস্তুত অর্ণবতরী ল'য়ে যেতে তথা।
নন্দিনীরে বিদায় ও, জননি !

দেবী। কোন্ বৃক্ষশাখা এই হেরি তোর করে,
প্রয়োজন সিদ্ধ কিবা হবে এ শাখায় ?

সঙ্ঘ। চিনিতে কি হেতু শাখা নার গো জননি ?

পবিত্র বৃক্ষের শাখা লঙ্কাধামে ল'য়ে
রোপণ করিব তথা অতি সযতনে,
হবে তায় বুদ্ধগয়া সম তীর্থস্থান !
বৃক্ষে পূজি পবিত্র হইবে জনগণ।
যেই বৃক্ষতরুমূলে বসি ভগবান
লভিলেন বোধিসত্ত্ব ধরার কল্যাণে,
তাহারি পবিত্র শাখা নেহার, জননি !

দেবী। শুভক্ষণে তোদের দিয়েছি গর্ভে স্থান
সফল জীবন, বৎসে, তোদের জনমে,
পতিকুল পিতৃকুল উজ্জ্বল উভয় !
যাও, মাগো, করি আশীর্ব্বাদ,
অবাধে পূরুক মনস্কাম !
ব'ল মহেন্দ্রেরে
কার্য্যে তার পিতৃলোক পুলকিত,
ব'ল রাজ-মহিষীরে—
পুত্র-কন্যা সঁপি তাঁর ঘরে
নিশ্চিন্ত জননী সে দোঁহার।
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুষিও রাজায়,
জামাতারে জানাইও কল্যাণ বচন।

সঙ্ঘমিত্রা ও সহচরীগণের গীত

যাঁর পদে সঁপেছি জীবন,
তাঁরই কাজে যাই চলে।
চরণ—ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে ॥

কৃপাময় তাঁহার (ই) কৃপায়,
চিনেছি তো তাঁয়,
প্রাণ স'পেছি তাইতে রাঙ্গা পায় ;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে ;
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে।
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় বলে ॥

[সঙ্ঘমিত্রা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

দেবী। আমি কি কঠিনা জননী, পুত্র-কন্যা বিদায় দিয়ে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'চ্ছে, আমি আপনাকে শত ধন্য জ্ঞান ক'চ্ছি! যাই, যতক্ষণ দেখা পাই, দেখি।　　　[দেবীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাধাগুপ্ত ও সভাসদ্‌গণ

কুনালের প্রবেশ

কুনাল। মন্ত্রীবর, শুন্‌ছি না কি রাজকোপে কাকার আজ প্রাণদণ্ড হবে আপনি আমার মিনতি রক্ষা করুন, আসুন, মহারাজের চরণে সকলে মিলে মার্জ্জনা-প্রার্থনা করি।

রাধা। আমরা অনেক প্রার্থনা ক'রেছি, মহারাজ মার্জ্জনা ক'রবেন না।

কুনাল। তবে মহারাজকে অনুরোধ করুন, কাকার পরিবর্ত্তে আমার প্রাণবধ করুন।

অশোকের প্রবেশ

অশোক। কি কুনাল, তোমার খুল্লতাতের প্রতি যে তোমার বড় স্নেহ!

কুনাল। মহারাজ, কাকা স্বর্গীয়া রাজ-মাতার বড় আদরের ধন, ওঁর প্রাণবধে তিনি স্বর্গে চঞ্চলা হবেন! পিতা, পিতা, বাল্যকালে কাকার কোলে লালিত হ'য়েছি। জননীর অদর্শনে কাকা আমার জননীর মত তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। পিতা, সন্তানের প্রার্থনা রক্ষা করুন।

অশোক। কুনাল, তোমার কি ধারণা যে, তোমার পিতা তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে বিস্মৃত হ'য়েছেন? তোমার কি ধারণা, জননীর শেষ বাক্য তিনি রক্ষা ক'রবেন না? তিনি হাতে হাতে সমর্পণ ক'রেছেন তা তোমার পিতা ভুলেছে? তুমি কি জান না, বীতশোক আমার প্রাণের প্রাণ, আমার রাজ্যের দোসর! শান্ত হও।

কুনাল। পিতা, পিতা, মার্জ্জনা করুন, সন্তান অজ্ঞান।

প্রহরীগণ-বেষ্টিত বীতশোকের প্রবেশ

অশোক। বীতশোক, সাত দিন রাজ্যভোগ কিরূপ ক'র্‌লে?

বীত। মহারাজ, দিবা-রাত্র মৃত্যু-মুখ দর্শন ক'রেছি। চতুর্দ্দিকে মৃত্যু-চ্ছায়া—স্বপ্নবৎ দিন গত হ'য়েছে। ভোজ্যবস্তু, মহোৎসব, নৃত্য-গীত কিছুই আমার ইন্দ্রিয়-গোচর হয় নাই।

অশোক। তোমার কি বোধ হয়, তৃষা-বর্জ্জিত ভোগ সম্ভব?

বীত। মহারাজ, মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষা কোথায়?

অশোক। শুন, ঐ যে ভিক্ষু—সপ্তাহ পূর্ব্বে যাদের ব্যঙ্গচ্ছলে ব'লেছিলে যে, বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি 'বাতাম্বুপর্ণাশী' হ'য়েও নারীর ললিত মুখ দর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, অতএব ভোগীর কাম-জয় অসম্ভব। সেই

ভিক্ষুরা কি অবস্থায় কালযাপন করেন, অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলে! যে মৃত্যুচ্ছায়ায় তোমায় রাজ্যভোগে বঞ্চিত ক'রেছিল, সেই মৃত্যু সম্মুখে রেখে তাঁরা দিবা-নিশি দেব-কার্য্যে কালহরণ করেন। এস আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। তুমি স্বর্গীয়া মাতার আদরের ধন—কনিষ্ঠ সহোদর; দোসর হ'য়ে সিংহাসনে উপবেশন কর।

বীত। গুরু, জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনকারী, পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর! আর আমায় মোহে জড়িত ক'র্‌বেন না! আপনার কৃপায় আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত—আমি বুদ্ধদেবের জ্যোতি দর্শন ক'রেছি—সেই জ্যোতি আমায় মহাভয়ে আশ্বাস প্রদান ক'রেছে! মহারাজ, গুরু, আর ভোগ-বাসনায় আমায় জড়িত ক'র্‌বেন না।

অশোক। কি, কি—তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে?

বীত। আপনার আজ্ঞা-অপেক্ষা।

অশোক। বীতশোক, তোমার নিদারুণ বাক্যে আজ আমার সকল কথা মনে প'ড়ছে। শৈশবকালে তোমায় মাতার ক্রোড়ে যেরূপ দেখেছিলেম, আজ মানস-নেত্রে সেইরূপ দেখ্‌ছি। চলংশক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে ভ্রমণ ক'রেছ—সে দৃশ্য উদয় হ'চ্ছে! যখন পিতৃবর্জ্জিত, স্বজনঘৃণিত—তোমার সান্ত্বনা-বচনে অন্তর-তাপ শীতল হ'য়েছে। আমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে তোমার সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন আমার চিত্ত আলোড়িত ক'চ্ছে! বীত-শোক, আমায় পরিত্যাগ ক'রে যেও না।

বীত। মহারাজ, যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম আপনি গ্রহণ করেন, সেই দিন তো আপনি ভিক্ষু-আশ্রম প্রার্থনা ক'রেছিলেন,—কেবল মহাপুরুষের আদেশে দেবকার্য্যে রাজ-ভিক্ষুরূপে রাজ-গৃহে বাস করেন। যে আশ্রম

আপনার বাঞ্ছিত, সেই পরমাশ্রমে নিজ দাসকে কেন বঞ্চিত করেন ? অনুমতি করুন, আমি সজ্জিত হ'য়ে আসি। [বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। কুনাল, কুনাল, তোমার কাকাকে ফেরাও ! আমি কঠোর ভ্রাতা—আমার কথা উপেক্ষা ক'রেছে, তোমার স্নেহ উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। যাও, কুনাল, যাও—তোমার কাকাকে নিবারণ কর, যেন আমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে রাজ্য শূন্য ক'রে চ'লে যায় না !

কুনাল। কেন, পিতা, মহানন্দে কেন নিরানন্দ হ'চ্ছেন ? ভঙ্গুর সংসারে মায়া বর্জ্জন করুন। আপনি জ্ঞানী, অসারকে সার বিবেচনা ক'র্‌বেন না। আমার জ্ঞান হচ্ছে, পিতৃদেবগণ আনন্দে নৃত্য ক'চ্ছেন ! রাজ-বংশে আবার ভিক্ষু-সন্তান ! যেন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ ক'চ্ছে ! যেন দেব-দেবীগণ মহামহোৎসবে নৃত্য ক'চ্ছেন ! যেন বসুমতী আনন্দময়ী, আনন্দ-স্রোত স্থলে-জলে, পবনে-গগনে-তপনে মহা আনন্দ ! আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সন্তান যেন খুল্লতাতের পথাবলম্বী হয়।

কুনালের গীত।

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব,
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিব,
পান্থবাসে কত রহিব।
কবে পীতবসন হবে দেহের (ই) ছাদন,
ভ্রমিব স্বাধীন চিতে বিহগ যেমন,
নিতি শমন-শাসন, পীড়ায় তাড়ন,
কবে হইবে মোচন;
একে মাটির কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া,
ভৃত্য পাবে কবে চরণ- ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিয়িব।

ভিক্ষুবেশে বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ

বীত। গুরু, জ্ঞানদাতা, বিদায় দিন !

অশোক। (সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বীতশোককে আলিঙ্গন করিয়া) বীতশোক, বীতশোক—কি ব'লে বিদায় দেব ! তোমার জননী জীবিতা থাক্‌লে কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌তে ?

বীত। দাদা, আর কেন পথ প্রদর্শন ক'রে বাধা দেন ? মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে মমতায় আর আবদ্ধ ক'র্‌বেন না।

কুনাল। কাকা, বিদায়ের সময় মহারাজের নিকট জৈন-বধ ভিক্ষা নেন।

অশোক। কুনাল, ও কথা মুখে উচ্চারণ করিস্‌নে। নাস্তিক জিন মহাবীরের পদতলে বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করে! জৈনকুল নির্ম্মূল ব্যতীত এর প্রতিশোধ হবে না।

বীত। দাদা, বিদায় হলুম। যদি মৃত্যুঞ্জয় হ'তে পারি, কথঞ্চিৎ গুরু-দক্ষিণার নিমিত্ত গুরুর সমীপে উপস্থিত হব।

অশোক। চল চল, কোথায় যাবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

চণ্ডাল-কুটীর

পদ্মাবতী ও চণ্ডাল বালক-বালিকাগণ

১ম বালক। দেখ্‌ মায়ি, আমরা পাখ্‌ মারি না, হরিণকে খিলাই। তোর বাতটা লিয়ে লিছু।

১ম বালিকা। হামি-লোক চিঁউটী ভি মারি না। ধান দিই—পুছ।

পদ্মাবতী। কেন মার না ?

১ম বালক। হামরা ভুলি না, ভুলি না, হামি ব'লবে, হামি ব'লবে—

২য় বালক। তুই চুপ, হামি ব'লবে—

পদ্মাবতী। (দ্বিতীয় বালকের প্রতি) আচ্ছা, তুমি বল ?

২য় বালক। পাখ-পাখালির দরদ লাগে যে, তুই বল্লি।

১ম বালক। তুই ঠিক বল্লি না। হামি-লোককে যদি কেউ মারে, হামি-লোকের যেমন ব্যথা লাগে, পাখভি জানোয়ারভি সবকোইকো তেমনি ব্যথা লাগে। তাদের বুলি নাই, ব'লতে শেখে না, তারা আপনার বুলিতে কাঁদে, তাদের মার্‌লে হামাদের পাপ হবে। হামরা ভি জানোয়ার হ'য়ে যাব, হামাদের ভি মারবে।

পদ্মাবতী। আচ্ছা, তোমরা পিঁপড়ে মার না কেন ? তারা তো চেঁচায় না ?

২য় বালক। তারা খুদে খুদে, তাদের বুলি শোনা যায় না, লেকেন পুরা ব্যথা লাগে। টিপে দিলে আদ্‌মি লোক যেমন হাত-পা ছুড়ে মরে, তেমনি হাত-পা ছোড়ে।

পদ্মাবতী। তাদের ধান দাও কেন ?

১ম বালিকা। হাঁ হাঁ, ওদেরভি ভুখ্ লাগে—হামরা সমঝ্ ক'রেছি, ওরা মাটী খুদে ঘর বানায়। সর্দ্দার যেমন আনাজ জমা করে, ওরা ভি তেমনি শীতের মরসুমে বাহির হয় না, বৈঠে বৈঠে খায়।

পদ্মাবতী। আচ্ছা, তোমাদের যে গানটী শিখিয়েছি, গাও।

চণ্ডাল বালক-বালিকাগণের গীত

বুঝ্ বুঝ্ ঝুকার মা।
বুঝ্ ক্ষেপা হবে, খেল্ না খেলাবে,
চিঁউটী ভি কভি না মার না॥

দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে
উসিকো আপনা সমঝ্ না ॥
কিসিকো বুরাই না মান্‌না, কোহি নেহি বেগানা,
সবকোই কো আপনা বিচার না ॥

পদ্মাবতী। বাছা, বুদ্ধদেব তোমাদের খুব কৃপা ক'রবেন।

২য় বালক। সেটা কে মায়ি? তোর বেটাটার মত হামাদের সাথে নাচ্‌বে—কুঁদ্‌বে—খেল্‌বে?

পদ্মাবতী। তাঁকে তোম্‌রা ডেক'—তিনি তোমাদের চরণে স্থান দেবেন।

২য় বালিকা। চল্ চল্, ডাকি চল্।

সকলে। এ বে বুদ্ধ—এ বে বুদ্ধ!

২য় বালক। হামি-লোক রোজ ফুকারি, আস্‌বে তো?

১ম বালক। যে দিন আস্‌বে—গউ চরাব না, খেল্‌বো। আজ যাই, গউ চরাই। তোরা-গুলোন আজভি মালা বানাস্, হামি-লোক্‌কে দিবি, মায়ীকে ভি দিবি।

২য় বালক। আয় আয়, মাঠে ভি আয়, ধান কুড়াবি।

[বালক-বালিকাগণের প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপ। মা, এ স্থানে তোমার কার্য্য অবসান, তোমার শিক্ষায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চণ্ডাল, হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জন ক'রেছে। বন হিংসা-বর্জ্জিত। এখন রাজ-পুরে চল, কিন্তু এই চণ্ডালিনীর বেশে তথায় অবস্থান ক'রতে হবে। পিশাচিনীর ছলনায় তোমার স্বামীর প্রাণ-বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। তুমি রাজ-গৃহে থেকে তা নিবারণ ক'রবে।

পদ্মা। প্রভু, আপনি ইচ্ছাময়! ইচ্ছা ক'রলে তো স্বামীকে পিশাচিনীর নিকট হ'তে মুক্ত ক'রতে পারেন।

উপ। মা, প্রারব্ধ বলবান। ভোগ ব্যতীত তার ক্ষয় হয় না। পূর্ব্ব জন্মে যে সময় মধু প্রদান ক'রেছিলেন, স্বয়ং ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা জ্ঞানবান ব'লে সে সময় যে গর্ব্ব করেন, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। যদি আমি নিবারণ করি, মহারাজা আমার কথায় সে পাপিনীকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, কিন্তু চিরদিনের জন্য সে পাপ-ছবি তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত থাক্‌বে।

পদ্মা। প্রভু, আপনার কথায় তো তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

উপ। বিশ্বাস—সত্য! কিন্তু, মা, তুমি নির্ম্মলা—রূপমোহ যে কিরূপ বলবান, তা জান না। তার চরিত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ব্যতীত রূপ-মোহ দূর হবে না। বিশেষতঃ, সে মার-সহচরী, ধর্ম্ম-ভাণে মহারাজকে প্রতারিত ক'রেছে। তার প্রতারণা প্রত্যক্ষ না ক'রে সে মোহ দূর হবে না। তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। স্বার্থত্যাগিনি, তোমার আত্ম-বঞ্চনা এখন' অবসান হয় নাই ক্ষুব্ধা হ'য়ো না।

পদ্মা। প্রভু, আমি সে নিমিত্ত ক্ষুব্ধা নই। আমি পরম আহ্লাদে রাজসমীপে চণ্ডালিনী-বেশে অবস্থান ক'র্‌ব—রাজার গলায় মাল্য দিয়ে আমি রাণী, নচেৎ আমি কে? কিন্তু, প্রভু, ভাবি—কি উপাদানে মানব-হৃদয় নির্ম্মিত যে, আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শেও মোহ দূর হয় নাই!

উপ। মা, এ ঘোর পরীক্ষার স্থল। প্রবল ইন্দ্রিয়াদিকে সামান্য প্রশ্রয়-দানে দানবের ন্যায় বলবান হয়। রাজা কিরূপ মোহ-জড়িত, তুমি রাজপুরে অবস্থান ক'রে উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বে। মহারাজের জীবন-রক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। জগতে সধবীর আদর্শ-প্রদান তোমারই কার্য্য—তোমার পূর্ব্ব-জন্মের বুদ্ধ-দর্শনের ফল। সত্বর প্রস্তুত হও।

পদ্মা। প্রভু, কবে দাসী বুদ্ধদেবের দর্শন পাবে?

উপ। স্বামীর সহিত একত্র দর্শন ক'র্‌বে। সেই দিন তোমার কার্য্য অবসান।

চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ

চণ্ডাল। আরে বেটী, তুই টুক্‌রাগুলাকে কি বল্‌লিরে? সব "বুদ্ধু বুদ্ধু" ব'লে হল্লা তুল্‌ছে। বাপ্‌রে—আমার ডর লাগে! তোর বুদ্ধুটা তো খাপা হবে না?

উপ। না, বাবা, তাঁর তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি।

চণ্ডাল। ঠিক তো? তবে বেশ! হামি-লোক আর শিকারে যাই না, পুছ কর।

উপ। তোমরা পরম মঙ্গল লাভ ক'র্‌বে।

পদ্মা। (চণ্ডাল ও তৎপত্নীর প্রতি) বাবা, মা, এতদিন তোমরা আমায় কন্যার ন্যায় রেখেছিলে, আজ আমি স্বামী-গৃহে যাব, বিদায় দাও।

চণ্ডাল। না, মা, সেটী হবে না—পরাণ ধ'রে পার্‌বে না। তুই যে ক'বরষ আলি—কাঁড়ি কাঁড়ি ধান হ'ল, যই হ'ল, গম হ'ল, বুট হ'ল। গউকে আনাজ খাওয়াই, তবু কম্‌তি হয় না—গোলা ভ'রে ভ'রে আছে।

চণ্ডাল-পত্নী। তুই বনের লছমী, তোকে ছাড়বে না। মিন্সে-মাগী বুকের ভেতর ধ'রে রাখ্‌ব।

পদ্মা। মা, আমি পতি-সেবায় যাব; তাতে তুমি কেন বাধা দেবে? হাস্যমুখে কন্যাকে স্বামীর ঘরে যেতে বিদায় দাও।

চণ্ডাল। হাঁ,স্ম, হামাদের মায়া কাট্‌বি তো কেমন ক'রে থাক্‌বো গো? পরাণটা যে ধক্‌ধক্ ক'র্‌বে, মাগী মুণ্ডে ভাত তুল্‌বে না! তুই রাঁধাবাড়া ক'রে না খেলে মাগী খায় না। তুই খালি দেখ্‌লে তবে খাবে। ও দানা-পানি ছোড়্‌বে।

চণ্ডাল-পত্নী। না না, মিন্সে, আমি কাঁদ্‌বে না। আয়, বেটী আয়, তোর ঝুঁটি বাঁধি, ফুলের মালা জড়াই, পলাশফুলের মত রাঙ্গা ক'রে

সিন্দুর দিই, আয়, বেটী আয়। জামাই-ঘর যাবে না? যাবে—
হামিভি কাঁদ্‌বো না, তুই ভি কাঁদিস্‌ নে।

চণ্ডাল। অ্যাথ্‌ অ্যাথ্‌, মাগী কাঁদ্‌ছে, আর হামায় মানা দিচ্ছে, ব'ল্‌ছে—
কাঁদিস্‌ না।

চণ্ডাল-পত্নী। ও মিন্সে, ও মিন্সে, কাপ্‌ড়া বুন্‌লি—কোথায় রাখ্‌লি?
বেটীকে নয়া কাপড়া পিনিয়ে জামাদ-ঘর ভেজ্‌ব না? আদ্‌মি
লোক যে নিন্দা ক'র্‌বে, বুরা বল্‌বে।

উপ। মা মা, কি প্রেমের সংসার স্থাপন ক'রেছিস্‌!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পথ

দেবী ও বীতশোক

বীতশোক। কহ, ঠাকুরাণি, কেন হেন বিষাদিনী?
শত শত শুদ্ধ-আত্মা প্রচারকশ্রেণী
দেশ-দেশান্তরে, সাগরের পারে,
তুঙ্গ শৃঙ্গ করি উল্লঙ্ঘন
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করেন বিস্তার।
আরোপিত যে-ধর্ম্ম-প্রভাবে
য়ুরোপ, এসিয়া, মিশর, সিরিয়া,
অবনত নৃপ শত শত বুদ্ধের চরণতলে।
মহান্‌ প্রতাপশালী রাজ্যেশ্বরগণ
ধর্ম্মতত্ত্ব সংগ্রহ কারণ

প্রেরিছেন যোগ্য দূত ভারতের দ্বারে।
মুক্ত দ্বার রাজার ভাণ্ডার—
পথ, ঘাট, কূপের খনন, নির্ম্মাণ চিকিৎসাগার—
নর, পশু, পক্ষীর পীড়ার শান্তি হেতু।
নন্দিনী নন্দন তব—জন্ম শুভক্ষণে—
লঙ্কাধাম আলোকিত তাদের প্রভায়,
বোধিবৃক্ষ-পূত-শাখা রোপিত তথায়
ক'রেছেন নন্দিনী জামাতা তব,
তবে কেন দুঃখ ভাব, গুণবতি ?

দেবী। ধ্যানমগ্ন আছ নিরন্তর,
সংসারের রোল নাহি পশে কর্ণে তব,
সে হেতু না জান— অনর্থ রাজ্যেতে কত।
অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরশ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে।
ক্ষিপ্ত প্রজাগণে
নৃপতির প্রসাদ—সুবর্ণ প্রলোভনে—
করে অন্বেষণ কোথা কোন্ জৈন বসে।
নির্জ্জন অরণ্যে কিম্বা পর্ব্বত-কন্দরে,
যারে দেখে তার নাহি ত্রাণ—
মুণ্ড আনে নৃপ-বিদ্যমান
মহাহিংসা প্রবল ভারতে।
নিষ্ঠুর আদেশে হেন, কহ, উচ্চাশয়,
জনগণে কেমনে অহিংসা-শিক্ষা পাবে ?
উচ্ছেদ পরম ধর্ম্ম হয় বা বগনে !

বীত। মহারাজের ক্রোধ শান্ত হয় নাই ?

দেবী। বরং অধিক উত্তেজিত হ'য়েছেন। আজ সংবাদ পেয়েছেন যে, পুনর্ব্বার জৈনেরা প্রভুর মূর্ত্তি তাদের উপাস্য দেবতার পদতলে অঙ্কিত ক'রেছে। তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হ'য়েছেন যে, হত্যাকাণ্ড কঠোররূপে চালিত হয় কি না ? অদ্য রাজাজ্ঞা—যে জৈনের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'র্‌বে বা যে গোপনে রক্ষা ক'র্‌বে, যে-কেহ জৈনকে এক মুষ্টি অন্ন বা এক গণ্ডূষ জল প্রদান ক'র্‌বে, সে সপরিবারে বিনষ্ট হবে। ঐ দেখ, বধার্থে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে ! ঐ দেখ, রাজপ্রসাদলাভার্থে ছিন্নমুণ্ড ল'য়ে যাচ্ছে।

জনৈক জৈনকে লইয়া দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

জৈন। বাপু, এইখানেই বধ কর।

১ম সৈনিক। না, তুমি এক জন সর্দ্দার। তোমায় রাজার সম্মুখে কাট্‌ব।

দেবী। বাবা, তুমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে কেন জীবন রক্ষা কর না ?

জৈন। মা, কেন এমন আজ্ঞা ক'চ্ছেন ? আমি পবিত্র জৈন-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌ব ? আমায় তুষানলে দগ্ধ ক'র্‌লে নয়, চর্ম্ম উৎপাটন ক'রে বধ ক'র্‌লে নয়, মৃত্তিকা- গর্ব্ভে আবদ্ধ ক'রে প্রাণনাশ ক'র্‌লে নয়। আমি কোন মহাপাপ ক'রেছিলেম, সেই জন্য, "বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কর" এরূপ বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'র্‌লে !

দেবী। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) তোমরা আমায় চেন ?

১ম সৈনিক। কে, মা রাজরাণী ? আপনি এ ভিক্ষুণীর বেশে কেন ? আমরা তক্ষশিলা-বাসী, আমাদের সম্মুখেই রাজ-গলে রত্নহার দিয়েছিলেন।

দেবী। তবে আমার এক অনুরোধ, এরে পরিত্যাগ কর।

১ম সৈনিক। মা, তা'হলে রাজ-রোষে আমার প্রাণবধ হবে।

বীত। শোন সৈনিক, মহারাজকে ব'ল' যে, আমি অদ্য রাজ-দর্শনে যাব। যতক্ষণ না রাজ-সমীপে উপস্থিত হই, ততক্ষণ এ ব্যক্তির প্রাণবধ না হয়। আমার নাম বীতশোক।

জৈন। আপনারা কি জৈন? তবে এ বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে কেন? প্রাণের ভয় ক'র্‌বেন না, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'ন। এক দেহ যাবে, অপর দিব্য দেহ প্রাপ্ত হবেন।

[জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বীত। ভগবতি, আপনি স্বস্থানে যান। অদ্যই এ হত্যাকাণ্ড নিবারিত হবে। আমি রাজ-সমীপে প্রতিশ্রুত, আমার কার্য্যান্তে রাজার নিকট উপস্থিত হব। অদ্য আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।

দেবী। মৃত্যুঞ্জয় হও।

বীত। দেবি, আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

[দেবীর প্রস্থান।

পথিপার্শ্বস্থ কুটীর-দ্বারে বীতশোকের আঘাত এবং কুটীর হইতে
জনৈক আভীর-পত্নীর বাহিরে আগমন

বীত। মা, আজ আমায় স্থান দিতে পার?

আভীর-পত্নী। আমার মানুষ সর্দ্দার-বাড়ী দুধ দুইতে গেছে, সে ফিরে আসুক, তুমি এই দোরে ব'স। আমরা বড় দুঃখী—আমার মানুষ দিন খেটে খায়। দু'পা এগিয়ে যাও, সেখানে তোমার মত ঢের সন্ন্যাসী আছে। বেশ খাবে-দাবে—সুখে থাক্‌বে।

বীত। মা, আমায় স্থান দাও, তোমাদের দুঃখমোচন হবে। আমার মুণ্ড দেখ্‌ছ—কত ওজনের? এর যা ওজন, তত ওজনের সোণা পাবে।

আভীরের প্রবেশ

আভীর-পত্নী। আমায় ভোলাচ্ছ! (আভীরকে দেখিয়া) ওগো দেখ, এই সন্ন্যাসী আমায় ভোগা দিচ্ছে। ব'ল্‌ছে—"আমার মাথার যতটা ওজন, রাজার কাছে ততটা সোণা পাবে, আমায় থাকতে দাও"।

আভীর। কি আবল-তাবল ব'কছ ঠাকুর? যাও, এখানে হবে না।

বীত। শোন, আমি মিথ্যাবাদী নই, তোমায় উপায় বলি, শোন—

(অন্তরালে পরস্পরের কথোপকথন)

আভীর। (বীতশোকের প্রতি) যাও, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।

[বীতশোকের কুটীর মধ্যে প্রবেশ]

(স্ত্রীর প্রতি) যা আছে, এক মুঠো খেতে দে।

আভীর-পত্নী। ও কি বল্‌লে—চুপি চুপি?

আভীর। ও একটা পাগল—ব'ললে, আমার মাথাটা কেটে রাজার কাছে নিয়ে চল।

আভীর-পত্নী। হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঢ্যাঁট্‌রা দিয়ে গেছে বটে! মাথাটা কেটে নিয়ে গেলে রাজা টাকা দেয়!

আভীর। আহা, ও আমাদের মত কাঙ্গাল। বুঝি, দল থেকে তাড়িয়ে দেছে, খেতে পায় না, তাই পেটের দায়ে মনে ক'চ্ছে—ম'লেই বাঁচি। দুঃখের জ্বালায় আমারও একদিন মনে হ'য়েছিল। যা যা, দুটি খেতে দি গে।

[আভীর-পত্নীর কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

ও দিকে ভারি হল্লা হ'চ্ছে!

আভীর-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ

আভীর-পত্নী। ওগো, ওগো, পাগল বটে! বুক চিরে রক্ত দিয়ে একটা শুক্‌নো পাতায় নখ দিয়ে কি লিখ্‌ছে।

বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ

বীত। বাবা, এস—আমার শিরশ্ছেদ ক'রে এই পত্র আর মুণ্ড নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হও। এই মুণ্ডের ওজনে সোণা পাবে। আমি সত্য বলছি, আমি ভিক্ষু—আমার কথা মিথ্যা হবে না।

আভীর। হাঁ হাঁ, যাও যাও, ছুটি খেয়ে নাও, তার পর কাট্‌ব এখন।

বীত। তবে, শীঘ্র এস, বাবা!

[বীতশোকের পুনরায় কুটির-মধ্যে প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। কাটি আয়, ও পাগল—ওর মরাই ভাল; ও মিছে নয়, সৃষ্টির লোক সোণা আন্‌ছে, আর আমাদের ক'রলেই দোষ।

রাজাজ্ঞা-ঘোষণাকারীর প্রবেশ

ঘোষণাকারী। যে আশ্রয় দেবে, সবংশে কাটা যাবে—কেউ আশ্রয় দিও না। দেখ্‌বামাত্র প্রাণ-বিনাশ কর; মুণ্ড ল'য়ে গেলে মহারাজ সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

[ঘোষণাকারীর প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। এখন দেখ, রাজার হাতে মরবি না কাট্‌বি।

আভীর। আয় তবে কাটি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অশোক, রাধাগুপ্ত এবং পশ্চাতে জৈনকে লইয়া সৈনিক-দ্বয়ের প্রবেশ

অশোক। কই, বীতশোক কোথায়? তার অনুরোধে এই পাষণ্ডকে এখন' জীবিত রেখেছি।

১ম সৈনিক। মহারাজ, এইখানে ছিলেন।

(কুটীর হইতে পত্র-হস্তে আভীরের বহিরাগমন)

আভীর। কেটেছি, মহারাজ, কেটেছি—এই লেখা দেখুন!

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ!

বীতশোকের মুণ্ড লইয়া আভীর-পত্নীর কুটীর হইতে বহিরাগমন

আভীর-পত্নী। এই দেখ, মুণ্ড দেখ, সোণার তাল দাও, রাজা!

অশোক। বীতশোক—বীতশোক— (মূর্চ্ছা)

উপগুপ্তের প্রবেশ

উপ। মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হ'ন!

অশোক। প্রভু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! বীতশোক ছেড়ে গিয়েছে—আমার বুকে দারুণ শেলাঘাত! আমার রাজ্য যাক্, ধন যাক্, সকল যাক্—পৃথিবী আমায় গ্রাস করুক! মা, আমায় স্বর্গ হ'তে অভিশাপ দিচ্ছেন—আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নমুণ্ড আমি দেখ্‌লেম!

কুনালের প্রবেশ

কুনাল, দেখ—আমি ভ্রাতৃঘাতী!

উপ। মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

অশোক। প্রভু, আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হ'লেম। যখন আমি

পিতৃ-স্নেহবর্জ্জিত, ভ্রাতৃগণের ঘৃণিত, জনসমাজ-ত্যক্ত, বীতশোক ছায়ার ন্যায় আমার সাথী ছিল। আমি রুষ্টভাষা প্রয়োগ ক'রলে কখন' অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। যে দিন আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে তক্ষশিলা যাত্রা করি, বীতশোক আমার সাথী হ'বার জন্য কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা ক'রেছিল। আমি নিবারণ করায় প্রতিজ্ঞা করে যে, একদিন আমার কার্য্যে তার দেহ অর্পণ ক'রে ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ক'রবে। মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছে। যে দিন ভিক্ষুবেশে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে পুনরাগমন ক'রব, এই প্রবোধ আমায় দেয়। সে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেছে, কিন্তু আমার মনে আমি কি প্রবোধ দেব। প্রভু, আমি কি ক'রলেম! কেন তারে বিদায় দিয়েছিলেম—এই কি আমার ভ্রাতৃস্নেহ। (পত্র প্রদান)

কুনাল। পিতা, এ দারুণ শোক কথঞ্চিৎ নিবারণের একমাত্র উপায়—এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ—জনহিতে নিজদেহ উৎসর্গীকৃত করণ—সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ! (জানু পাতিয়া বীতশোকের উদ্দেশ্যে) মহাপুরুষ, সন্তানকে কৃপা কর, তোমার আদর্শ গ্রহণে বল দাও!

উপ। মহারাজ, মহাপুরুষের দেহত্যাগে শোক করা অনুচিত। সাধু ভ্রাতার অনুরোধ পালন করুন—তিনি আপনার শোণিতে লিখেছেন—রাজ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত হ'ক—দীন-দরিদ্র রাজ্যে না থাকে, আর এই হত্যাকারীকে মহাপুরুষের মস্তকের তুলায় স্বর্ণ প্রদান করেন। মহাপুরুষের আজ্ঞা-পালন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। ক্রোধ-রূপে মার আপনার হৃদয় অধিকার ক'রেছিল, মহাপুরুষের কৃপায় আজ সেই পরম রিপু বহির্গত হ'ল। ধন্য বীতশোক—বুদ্ধদেবের কৃপায় তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়!

অশোক। বৎস বীতশোক, তোমার অনুরোধ আমি উপেক্ষা ক'রেছিলেম—রোষান্ধ হ'য়ে জৈন-হত্যায় নিরস্ত হই নাই। তুমি নিজ শোণিতদানে শোণিত-প্রবাহ নিবারণ ক'রেছ—জগতে তুমিই ধন্য! মন্ত্রীবর, দ্রুতগামী দূতের দ্বারা রাজ্যময় প্রচার করুন—হত্যাকাণ্ড নিবারিত হ'ক। রাজ্যে কোথাও কুটীর না থাকে, কোথাও অন্নাভাব না হয়—ভাণ্ডার হ'তে অকাতরে অর্থ বিতরিত হ'ক। এ ব্যক্তির দীনতা দূর করুন।

জৈন। মহারাজ, আমায় উপদেশ দেন, আজ হ'তে আমি জৈন নই, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলেম। যে-ধর্ম্মে এরূপ আত্মত্যাগ, সে-ই সনাতন ধর্ম্ম।

উপ। মহারাজ, মহাপুরুষের প্রভাব দেখুন!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্তূপ-সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে রাজসভা

অশোক, রাধাগুপ্ত, বৌদ্ধগণ, সভাসদগণ ও বিদেশীয় রাজদূতগণ

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ যে বিরাট সভা সংযোজন ক'রে ধর্ম্ম-সংস্কারপূর্ব্বক বৌদ্ধ-ত্রিপিটক স্থাপন ক'রেছিলেন, এতে চিরদিনের জন্য আপনি বৌদ্ধগণের কৃতজ্ঞতাভাজন। বৌদ্ধগণ আজ হ'তে মহারাজকে সঙ্ঘাধিপতি ব'লে সম্ভাষণ ক'চ্ছে। মহারাজ, বিদায় হ'লেম। আশীর্ব্বাদ করি, সদনুষ্ঠান আপনার চিরসঙ্কল্প হ'ক।

অশোক। আপনাদের আশীর্ব্বাদই শ্রেয়ঃ কার্য্য-সাধনের মূলভিত্তি।

[বৌদ্ধগণের প্রস্থান।

রাধা। মহারাজ! মিশর, গ্রীস, সিরিয়া, সিংহল, তাতার প্রভৃতি সুদূর জনপদ হ'তে ও অন্যান্য বহু প্রদেশের রাজদূত নিজ নিজ প্রভুর অনুরোধ মহারাজকে জ্ঞাপন করবার নিমিত্ত উপস্থিত। সমস্ত রাজেন্দ্র বর্গেরই বাসনা যে, মহারাজের সহিত যে-বন্ধুত্ব-সূত্রে তাঁরা আবদ্ধ, তা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হ'ক এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ আরও অধিক বৌদ্ধভিক্ষু তথায় প্রেরিত হয়। কারণ, যাঁরা প্রেরিত হ'য়েছেন, তাঁরা অল্পসংখ্যক, বিস্তৃত রাজ্যে সকল স্থানে তাঁদের প্রচার-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; এবং সেই সকল রাজেন্দ্রবর্গ বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন মহারাজের নিকট প্রেরণ ক'রেছেন।

অশোক। সম্ভ্রান্ত দূতমণ্ডলী, আপনাদিগের মহারাজগণের বদান্যে আমি পরম আপ্যায়িত। তাঁদের প্রেরিত উপঢৌকন সকল তাঁদের মঙ্গলার্থে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হবে, এ অপেক্ষা ঐ সকল উপঢৌকনের সদ্ব্যবহার অসম্ভব। তাঁদের সদিচ্ছা-সংপূরণের নিমিত্ত অচিরে বহুসংখ্যক প্রচারক প্রেরিত হবে।

মিশর-রাজদূত। মহারাজের যশঃ-সৌরভ অধিক বা সৌজন্য অধিক, আমি দাস মাত্র, তা প্রকাশ ক'র্‌তে অক্ষম।

গ্রীক-দূত। মহারাজ, মিশরাধিপতির দূত মহাশয় আমাদিগের মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত ক'রেছেন।

অন্যান্য দূতগণ। সত্য সত্য!

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজদূতগণের আতিথ্য-সৎকারের প্রতি আপনি পূর্ণ লক্ষ্য স্থাপন ক'রেছেন, সন্দেহ নাই।

মিশর-দূত। হাঁ মহারাজ, আমি দূতবর্গের মুখপাত্র হ'য়ে নিবেদন ক'চ্ছি যে, রাজবদান্যে আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত। পরিশেষে আমাদের সমবেত নিবেদন যে, আমরা সমস্ত রাজ্য পর্য্যটন ক'রে বিস্মিত হ'য়েছি—পাটলিপুত্র হ'তে শতমুখে বিস্তৃত পথ সকল সমস্ত রাজ্য এক বন্ধনে স্থাপন ক'রেছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গমন—পল্লী হ'তে পল্লী-অন্তরে গমনের ন্যায় সুগম। শত শত কূপ পথিকগণকে শীতল বারি প্রদান ক'চ্ছে। বৃক্ষশ্রেণী ছায়া দান ক'রে স্নিগ্ধ ক'চ্ছে। চিকিৎসালয় প্রতি স্থানে জন-দুঃখমোচনার্থে মুক্তদ্বার এবং যাহা উপন্যাসেও কল্পিত হয় না—পশুপক্ষী এবং ক্ষুদ্র জীবগণের জন্যও সুশিক্ষিত চিকিৎসকসকল নিয়োজিত। দুষ্প্রাপ্য ঔষধ প্রত্যেক স্থানেই সুলভ। নানাস্থান হ'তে আহরিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষলতা প্রতি চিকিৎসালয়ের পার্শ্বে উপবনের শোভা ধারণ ক'রেছে।

রাজ্যের চতুঃসীমান্ত বন্য প্রদেশেও জীবহিংসা রহিত। পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়—বনবাসীরাও ধর্ম্মনীতি-দীক্ষিত। সহস্র সহস্র স্তূপ, বিহার ও উচ্চশির স্তম্ভ সকল ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যেন স্বর্গবাসী কোন দেবশিল্পী-নির্ম্মিত। রাজাদেশ-প্রচারের উপায়ও অতি অদ্ভুত মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত—পর্ব্বতগাত্রে, স্তম্ভগাত্রে যেন রাজাদেশ অক্ষয় কীর্ত্তি-স্বরূপ সুন্দর অক্ষরে খোদিত। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক প্রজা রাজাদেশ অবগত, সমস্ত রাজ্যে এক ভাষায় কথোপ-কথন ও ভাব প্রকাশ। কি অদ্ভুত কৌশলে এই বিরাট রাজ্য একভাষী হ'য়েছে, তাহা নির্ণয় ক'রতে বুদ্ধি পরাজিত! এ সকল যদি স্বচক্ষে না দৃষ্টি ক'র্‌তেম, অতি সত্যবাদীর বর্ণনায়ও বিশ্বাস স্থাপন হ'ত না। আমরা সকলে একবাক্যে উচ্চ ধ্বনিতে বলি—মহারাজের জয় হ'ক, মহারাজ দীর্ঘজীবি হ'ন।

অশোক। দূতবর, আমি অকপটচিত্তে আপনাদের নিকট প্রকাশ ক'চ্ছি, এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য। আমাদ্বারা নয়—ভগবানের কৃপায় সাধিত হ'য়েছে এবং সেই ভগবৎ-কৃপা অচিরে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হবে। আপনারা নিজ নিজ ভূপালকে আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন জ্ঞাপন ক'রবেন। এ ভ্রাতৃভাব ভগবানের করুণায় স্থাপিত হ'য়ে জননী মেদিনী বিদ্বেষশূন্য হ'ন ও মানবমণ্ডলী এক পরিবারের ন্যায় বাস করুক। সভা ভঙ্গ হ'ক, আপনারা বিশ্রাম করুন।

[প্রণামপূর্ব্বক দূতগণের প্রস্থান।

মন্ত্রীবর, আপনাদেরও বিশ্রামের সময়, আমিও বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করি। (ভূতলে উপবেশন)

রাধা। কি করেন, মহারাজ!

অশোক। কার্য্যান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়েছে।

আকাল। মহারাজ তো শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনের নিয়ম ক'রেছেন। কিন্তু একবার আমার রাজবুদ্ধির পরীক্ষা ক'রবার ইচ্ছা হ'চ্ছে—দেখি কতদূর দৌড়। বলুন, যদি এক ব্যক্তি সমস্ত রাজ-নিয়ম ভঙ্গ করে, তারে কি সাজা দেবেন ?

অশোক। আমার তোমার মত বুদ্ধি নাই। তোমার নিকট শিখি, তোমার বুদ্ধিতে কি হয়, বল দেখি ?

আকাল। রাজা ক'রে দেওয়া।

রাধা। তাহ'লে তো বড় কঠোর দণ্ড হ'ল, আকাল ?

আকাল। মন্ত্রীম'শায় কি বুঝ্‌বেন, বলুন ? কি পাকা বুদ্ধি দিয়েছি, তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাধা। তুমিই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও না ?

আকাল। শুনুন ! কারাবদ্ধ ক'র্‌লেন, আগুনে পোড়ালেন, জলে ডোবালেন, বিষ খাওয়ালেন, ছাল খুল্‌লেন—খানিক ধড়ফড় ক'রে ফুরিয়ে গেল, আর তো নয় ? আর মহারাজের মত রাজা হ'তে গেলে—প্রথম বাপে খ্যাদাবে, ভাই প্রাণবধের চেষ্টা ক'র্‌বে, মা আগুন খেয়ে যাবেন, এক স্ত্রী নিরুদ্দেশ হবেন, আর এক স্ত্রী হল্‌দে কাপড় প'রে দেশে দেশে ঘুর্‌বেন ; এক ছেলে এক মেয়ে যাবেন কি না বিভীষণের দেশে—লঙ্কায় ! আর এক পুত্র—রাজা হ'তে গিয়ে দোরে দোরে সস্ত্রীক গান ক'রে বেড়াবেন আর ভিক্ষান্নে উদর পূরণ ক'রবেন। আর স্বয়ং আহার-নিদ্রার সাবকাশ নাই—কোথায় থাম তুল্‌বেন, কোথায় বাটালি দে' হরফ বসাবেন—আর দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌বেন—কে কোথায় কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে ! এতেও নিস্তার নাই, ঝড়ে কোন্ পাখীটার ডানা ভেঙ্গেছে, কোন্ গরুটার পা ফুলেছে, এই আজীবন তদারক ক'র্‌বেন। বাবা,

কি ঘুরুনি! যদি জুতো পায়ে না থাক্‌ত, এতদিন হাঁটুতে চ'ল্‌তেম!

অশোক। কেন তুই আমার সঙ্গে ঘুরেছিস?

আকাল। গেরো কি এক রকম থাকে, মহারাজ, তা'হলে কি রাজভৃত্য হই!

অশোক। ইচ্ছা ক'র্‌লেই তো চ'লে যেতে পার।

আকাল। ঐ হল্‌দে কাপড় আর নেড়া মাথা নির্ব্বংশ না হ'লে পার্‌ব না। ঐ যে ছোঁড়া আস্‌মানে ঝুলে সেদিন কি ব'লে দিলে, সে দিন থেকে আমিও বিগড়ে গেছি।

দেবীর প্রবেশ

দেবী। মহারাজ, দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। শুভে, এখন তো আমি সিংহাসনে নাই, এখন আমার পার্শ্বে উপবেশন কর।

দেবী। মহারাজ, আপনার পার্শ্বে উপবেশন কর্‌বার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই ব'স্‌তেম।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি! তোমার পুত্র-কন্যার সংবাদ কি?

দেবী। সেই সংবাদই দাসী রাজ-চরণে নিবেদন ক'র্‌তে উপস্থিত। মহেন্দ্র যে আপনার ঔরসজাত পুত্র, সিংহলে সে তা প্রকাশ ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে। তারই উপদেশে সিংহল-রাজ তিষ্যমহারাজের আদর্শে সমস্ত সিংহলে ধর্ম্ম-প্রচার, স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার নির্ম্মাণ ক'রে সিংহলদ্বীপ জম্বুদ্বীপের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিণত ক'রেছেন। মহারাজের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পাটরাণী অনুলাকে দীক্ষিতা ক'রেছে, প্রতি অন্তঃপুরে বুদ্ধদেবের অর্চ্চনায় অন্তঃপুরবাসিনীগণ নিযুক্তা।

অশোক। দেবি, আনন্দ সংবাদ—তোমার গর্ভের উপযুক্ত সন্তান! তুমি ভাগ্যবতী, নচেৎ পরম ভাগবত-ভক্ত সারিপুত্রের অস্থির উপর স্তূপা-বরণ-প্রদানে যশস্বী হ'য়েছ—চন্দ্র-সূর্য্য সে স্তূপ চিরদিন দেখ্‌বে? এখন কোন্ দেব-কার্য্যে নিযুক্তা আছ?

দেবী। দাসী মহারাজের সহধর্ম্মিণী, মহারাজের কার্য্যে সামান্য সহায় মাত্র। আমি আমার সেই ইষ্টদেবের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি; সর্ব্বস্থানে মহারাজের কার্য্য সুসম্পাদিত-দর্শনে আত্মশ্লাঘায় বিভোর হই। ভাবি যে, এই কীর্ত্তিমান পুরুষের পাদস্পর্শে আমার অধিকার আছে।

অশোক। ধন্য তুমি!

দেবী। যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, দাসীর একটী দান গ্রহণ করুন।

অশোক। এ আবার কি রহস্য! তুমি ভিক্ষুণী, তুমি আমায় কি দেবে?

দেবী। কোন এক উচ্চমনা রমণীর উচ্চ আশা—মহারাজের কার্য্যে নিযুক্তা হয়, সে অতি হীনকূলে প্রতিপালিতা। তার উচ্চ আশা—মহারাজের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা, পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা, ভোজন-পাত্র-মার্জ্জন করা। যদিচ অভাগিনীর শ্রবণ-শক্তি আছে, কিন্তু, কি জানি, গুরুদেব কেন অভাগিনীকে বাক্‌শক্তি-বর্জ্জিতা ক'রেছেন। কথা বোঝে, উত্তর প্রদানে অক্ষম।

অশোক। কোথায় সে রমণী?

অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতীর প্রবেশ ও অশোকের প্রণাম করণ

মন্ত্রীবর, কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখুন, যদি বর্ণ মলিন না হ'ত, আমার পদ্মাবতী ব'লে ধারণা হ'ত।

আকাল। (স্বগত) আমার পাকা ধারণা হ'য়েছে।

অশোক। তুমি আমার সেবা-প্রার্থী ?

পদ্মা। (প্রণাম করণ)

অশোক। এমন নীচ কার্য্যের প্রার্থী কেন ?

পদ্মা। (দুই হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক পুনরায় বক্ষে স্থাপন)

দেবী। মহারাজ, ও ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্ছে—দেবকৃপায়।

অশোক। মন্ত্রীবর, বোধ হয় কাঙ্গাল—ভোগ-বাঞ্ছা অতৃপ্ত, উচ্ছিষ্ট রাজ-খাদ্য প্রয়াস করে ! (রাধাগুপ্তের প্রতি) চলুন। (আকালের প্রতি) আকাল, এঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিও তো।

রাধা। মহারাজ, রাজপুরে চণ্ডাল-কন্যার কোথায় স্থান হবে ?

দেবী। মন্ত্রীবর, মহারাজ বৌদ্ধভিক্ষু—মহারাজের জাতিবিচার কি ? আপনি তো অবগত আছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব চণ্ডাল-গৃহে আতিথ্য-স্বীকার ক'রেছিলেন।

অশোক। দেবি, আমার আহার হয় নাই। এস, একত্রে ভোজন ক'রব।

দেবী। আমি প্রসাদ-প্রার্থী হ'য়েই এসেছি।

[আকাল ও পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আকাল। দাঁড়া, বেটী, দাঁড়া, আমার কথায় চ'লতে হবে—রাজার হুকুম তো শুনলি ? দেখ্ বেটী, সব তফাতে গিয়েছে, কেউ শুনতে পাবে না। ছেলের কাছে মা লুকুতে পারে না—অন্ধকারে গায়ে হাত দিয়েই ঠাওর পায়, মা কি না। বল্ দেখি, ব্যাপারখানা কি ?

পদ্মা। বাবা, আমি জানি নে। গুরুদেব ব'লেছেন, কোন এক দুশ্চরিত্রা রাজার অমঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত রাজপুরে অবস্থান ক'চ্ছে, আমাদ্বারা সে অমঙ্গল নিবারিত হবে—এ নিমিত্ত তাঁর আজ্ঞায় এসেছি।

আকাল। মা, মন অন্তর্য্যামী, ঐ আশঙ্কাই আমার দিবা-রাত্র। আমার ধারণা, ঐ দুশ্চারিণী সুসীমের উপপত্নী ছিল, মহারাজকে প্রতারণা

ক'রে রাজমহিষী হ'য়েছে। কিন্তু কিরূপে মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তন ক'রেছে, আমি বুঝ্‌তে পারি নে। মায়ে-বেটায় নিত্য কি ক'রে দেখা হবে, আমি সংবাদ পাব কি ক'রে?

পদ্মা। আমি উচ্ছিষ্ট দ্রব্য নিয়ে অন্তঃপুর হ'তে বহির্গত হব, তুমি সে সময় উপস্থিত থেক'।

আকাল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথাকার আবাগের বেটীকে নিয়ে এল গো, ভাল যন্ত্রণা—এ চাঁড়ালের মেয়েকে কোথায় রাখি! (নিম্নকণ্ঠে) এস মা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্তূপ সম্মুখস্থ পথ

মার ও তৃষা

মার। ডরে হায় অন্তর শুখায়—
বুঝি, মম অধিকার যায়!
দুরন্ত অশোক—অসম্ভব তার পরাভব।
করিলাম প্রতারণা যত,
সবই হত, অজানিত কি মহা প্রভাবে!
বার বার পাপ-পঙ্কে করি নিমগন,
কিন্তু, হায়, বিফল যতন!
পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান
শতগুণে নির্ম্মলতা লভি—

অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি।
অহো, মর্ম্মঘাতী কি দারুণ ব্যথা !
শত শত ধর্ম্মস্তূপ বিহার নির্ম্মিত ;
হের যেই স্তম্ভ সম্মুখে উত্থিত,
এইমত অভ্রভেদী স্তম্ভসারি কত—
যেন বক্ষোপরি স্থাপিত আমার।
বিপুল ধরায় আর নাহি হিংসা-দ্বেষ।
হেরি, হিংস্রজন্তুগণ
জীবহিংসা ক'রেছে বর্জ্জন
অশোকের দুরন্ত শাসনে।

তৃষা। পিতা, চিন্তা কর দূর !
চিত্তহরা আছে রাজপুরে—
মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সে মজাবে অশোকে নিশ্চয়।

মার। নীলাম্বরে ক্ষুদ্র মেঘ মাত্র চিত্তহরা।
কিন্তু,
মলয় মারুত সম অহিংসা বহিছে—
কেমনে সে ক্ষুদ্র মেঘে গগন ব্যাপিবে।
কিন্তু সাগরে নিমগ্নজন ধরে ক্ষুদ্র তৃণ।
নিয়োজিত কর কোন অনিষ্ট সাধনে—
কোপে যাহে বিনাশি তাহায়
লিপ্ত হয় নারী-হত্যা-পাতকে অশোক,—
মহা ইষ্ট হইবে সাধন।

তৃষা। চিত্তহরা আশ্রিতা তোমার—

চাহ তার জীবন সংহার ?

মার। আশ্রিত আমার !
ভেবেছ কি মনে তুমি বন্ধু আমি কার' ?
তুই দ্বিচারিণী—
কভু তুষ্ট রুষ্ট কার প্রতি—
পাপাচারে সহায় যেমন,
পুণ্যকার্য্যে উত্তেজনা দানিস তেমন—
নহে তোর মত আমার প্রকৃতি।
নর-নারী শত্রু মম, মিত্র কেহ নয় ;
যারে প্রয়োজন,
করি তার সাহায্য গ্রহণ,
পরিশেষে দানি স্থান নরক দুস্তরে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা ;
কুনালের অনিষ্ট সাধনে
কর প্রবর্ত্তিত তারে।
দেখি, যদি মনস্কাম পূর্ণ হয় তায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র---রাজ-অন্তঃপুর

শয্যায় উপবিষ্ট অশোক—সম্মুখে উপগুপ্ত

অশোক। প্রভু, এই তো আমার দেহ দিন দিন রোগে জীর্ণ। আর কতদিনে আমার হৃদয়ে সেই মহাজ্ঞানারুণজ্যোতি-প্রভাবে হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের আসনের উপযুক্ত হবে ?

উপ। বৎস, সমস্তই সময়সাপেক্ষ। যেদিন তোমার দেহে মার সমূলে নির্ম্মূল হবে, সেই দিন সেই মহাজ্যোতি দর্শন পাবে।

অশোক। প্রভু, এক্ষণে মার কিরূপে আমার দেহে অবস্থান ক'চ্ছে?

উপ। বৎস, মোহবীজ এখন' নির্ম্মূল হয় নাই—সেই বীজে বহুশাখা-বিশিষ্ট মহা পাপবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, দেহাভিমান প্রভৃতি মোহবীজোৎপন্ন রিপুর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখ্‌বে।

অশোক। প্রভু, বীতশোকের মৃত্যুতেও কি ক্রোধের শান্তি হয় নাই।

উপ। এক রিপু বহু রিপুর জনক। অবশ্যই ক্রোধ শান্ত হ'য়েছে।

অশোক। প্রভু, আপনি উদ্ধার করুন, আমি নিজ চেষ্টায় অক্ষম।

উপ। বৎস, অদ্ভুত এ নর-শরীর, এর চেষ্টায় সকলই সম্পন্ন হয়। মনুষ্য স্বয়ং আপনার উদ্ধারকর্ত্তা, বারবার নিষ্ফল হ'লেও চেষ্টায় বিরত হ'য়ো না। মঙ্গলদাতা অচিরে তোমার মঙ্গলবিধান ক'র্‌বেন।

পদ্মাবতীর প্রবেশ ও উপগুপ্তকে প্রণাম করণ

সাধ্বি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক!

অশোক। প্রভু, দেখ্‌ছি এ চণ্ডালিনীর আপনার পাদস্পর্শের অধিকার আছে।

উপ। মহারাজ, এর ন্যায় পুণ্যবতী রমণী ভারতবর্ষে দুর্লভ।

অশোক। প্রভু, আমারও এর প্রতি এরূপ ধারণা, আমি এর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। দিবা-রাত্র আমার সেবায় নিযুক্ত। যদিচ এরূপ লজ্জাশীলা যে, আমি এর মুখমণ্ডল কখন' দেখি নাই, কিন্তু আমার কোন প্রকার সেবায় এ কুণ্ঠিতা নয়। অন্য দাস-দাসীকে আমার বস্ত্রাদি স্পর্শ ক'রতে দেয় না, পাছে আমার গ্রহণীরোগে তাদের ঘৃণায় উদ্রেক হয়। বোধ হয়, এর সেবা ব্যতীত এতদিনে আমি মৃত্যুমুখে

পতিত হ'তেম। দিবসে সেবা, সমস্ত রাত্রি আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত জাগরিত থাকে। প্রভু, সত্যই অদ্ভুত রমণী!

তিষ্যরক্ষিতাবেশী চিত্তহরার প্রবেশ

চিত্ত। মহারাজ, এই ঔষধ নিন। আমি কয় দিন অনুপস্থিত ছিলেম, মহারাজের মনে কি উদয় হ'য়েছে জানি না, কিন্তু কঠোর দেবসেবার ফলে এই দণ্ডেই আরোগ্য লাভ ক'র্‌বেন। ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) এ কি—এ যে পলাণ্ডু!

উপ। মহারাজ, পলাণ্ডু জ্ঞান ক'র্‌বেন না—এ ঔষধ, সেবন করুন।

(অশোকের ঔষধ সেবন করণ)

চিত্ত। মহারাজ, এ ঔষধ দেব-প্রদত্ত, এখনই ঔষধের গুণ উপলব্ধি ক'র্‌বেন।

উপ। মহারাজ, বিশ্রাম করুন, আমি আসি।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্ত। দাসীকেও মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, দেব-পূজায় গমন ক'র্‌ব।

অশোক। যাও সাধ্বি, আমার নিদ্রাকর্ষণ হ'চ্ছে, আমার শরীরের যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হ'চ্ছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরা (তিষ্যরক্ষিতা)র কক্ষ

চিত্তহরা ও তৃষা

চিত্ত। ওষুধ খেয়েছে, খেয়েছে! চাঁড়াল-মাগী রইল, আমি পালিয়ে এলুম। তুমি ব'লেছিলে, ওষুধের গুণে ক্রিমি নির্গত হবে—আমার

মনে হ'য়েই ঘৃণা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। শুভক্ষণে মাগীকে পাওয়া গিয়েছে ;—না হ'লে এই কুৎসিত কুরূপ, গ্রহণীরোগগ্রস্তের কাছে থেকে দাসী দ্বারা সেবা করাতে হ'ত। এক একবার ঘরে যাই, তা না স্নান ক'রে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ যায় না—আর ঐ মাগী দু'হাতে সেবা করে। মাগো, চণ্ডালগুলোর কি ঘৃণা নাই ! এখন কি ক'রব, বল ? কি ক'রে কুনালকে পাব ? তাকে না পেলে আমার সকলই বিফল !

তৃষা। তুমি যদি তার নিমিত্ত এত ব্যাকুলা, তাকে তক্ষশিলায় যেতে দিলে কেন ?

চিত্ত। আমি যেতে দিয়েছি ? সে আমার নিকট থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য তক্ষশিলার অধিকার নিয়েছে। বল বল, কি উপায়ে তাকে পাব ? যার জন্য এই কুৎসিত রাজার আলিঙ্গন সহ্য ক'রেছি, তারে না পেলে তোমাদের আর কোন কথা শুন্‌ব না। তোমার বাপকে আমি মিথ্যাবাদী জান্‌ব। তার জন্য আমার শিরায় শিরায় শত অগ্নি-স্রোত ! একবার ক্রোধ হয়, আবার তার মুখ মনে প'ড়ে—প্রাণ গ'লে যায় ! মনে হয়, তক্ষশিলায় গিয়ে আবার তার পায়ে ধ'রে বলি যে, আমার প্রাণ রাখ, অবলাকে বধ ক'র না। কিন্তু ভয় হয়, সে নিষ্ঠুর, তার দয়া নাই। যে দিন রাজা তাকে তক্ষশিলায় পাঠায়, আমি কি না ক'রেছি—নারীর লজ্জা-মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে তার পায়ে ধ'রেছি !

তৃষা। তবে তার মমতা ত্যাগ কর ; তুমি তার কুনালের মত চক্ষু দেখে মুগ্ধ—সেই চক্ষু যা'তে উৎপাটিত হয়, সেইরূপ যত্ন কর। তাহ'লে আর তোমার তা'র প্রতি আসক্তি থাক্‌বে না। তোমার অন্তর্দাহ নিবারিত হবে।

চিত্ত। অ্যাঁ—চক্ষু! ঠিক ব'লেছ, ঠিক ব'লেছ, তার চক্ষু দুটী উৎপাটন ক'র্‌ব! তার চক্ষুই আমার শত্রু—সে চক্ষু কাকের উদরে যাবে! ঠিক ব'লেছ, ঠিক ব'লেছ! কিন্তু কি ক'রে ক'র্‌ব—রাজার প্রিয় পুত্র!

তৃষা। তুমি রাজার প্রতি ঘৃণায় তার মন-ভোলাবার জন্য সেরূপ যত্ন কর না! তুমি মায়াজাল-বিস্তার ক'রে তারে মুগ্ধ কর, অনায়াসেই পার্‌বে।

চিত্ত। এখন আর হয় না—ও "বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব" ক'রেই উন্মত্ত।

তৃষা। কেন চিন্তা ক'চ্ছ? তোমার ঔষধে রাজা আরাম হবেন, তুমি পুরস্কার-স্বরূপ সাত দিন রাজ্যভার গ্রহণ ক'র।

চিত্ত। তার পর?

তৃষা। তুমি রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে তক্ষশিলায় দু'খানি পত্র লিখ্‌বে—একখানি রাজকর্ম্মচারীদের আর একখানি তা'রে। কি লিখ্‌তে হবে—আমি ব'লে দেব। তুমি আগে রাজার নিকট রাজ্যভার গ্রহণ কর।

চিত্ত। কিন্তু তোমায় তো বল্‌লুম, রাজার আর আমার প্রতি সে ভাব নাই। আমি যে, ধর্ম্মপিপাসু হ'য়ে রাজার নিকট এসেছিলুম—এ কথা বোধ হয় আর বিশ্বাস করে না।

তৃষা। তারও উপায় আমি ক'চ্ছি। যা'তে রাজার নিশ্চয় ধারণা জন্মে যে, তুমি দেবপ্রিয়।

চিত্ত। কি ক'রে?

তৃষা। গয়ায় বোধিবৃক্ষ আছে। প্রবাদ—সেই বৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ ক'রেছে। সেইজন্য রাজাদেশে প্রত্যহ সহস্র কলসী দুগ্ধ তার মূলে ঢালা হয়, প্রত্যহ সমারোহে পুষ্পচন্দন-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা

হয়। আমি সেই বৃক্ষে মন্ত্রপূত ক'রে একটী সূতা বেষ্টন ক'রে দেব। তা'তে সেই বৃক্ষ দিন দিন শুষ্ক হবে, কিন্তু সেই সূতাটী কেটে দিলেই আবার সেই বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হবে। তুমি সেই সূত্র ছেদন ক'রে গাছটী পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌লেই রাজা তোমায় পরম ধার্ম্মিকা বিবেচনা ক'র্‌বেন, আর পূর্ব্বের অধিক তুমি আদরণীয়া হবে। যাও, অগ্রে রাজ্যভার গ্রহণ কর। পরের কথা পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

অশোক ও পদ্মাবতী

অশোক। তুমি কি কোন দেবী—চণ্ডালিনী-বেশে কৃপা কর্‌বার নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছ? তোমার ঋণ আমার ইহজীবনে পরিশোধ হবে না।

পদ্মা। (ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া পদতলে পতিতা হওন)

অশোক। না না, তুমি দাসী নও, তুমি গুরুদেবের কৃপাপাত্রী—আমার মস্তকের মণি! সত্যই তোমার ন্যায় রমণী জম্বুদ্বীপে বিরল। তোমায় দেখে আমার নানাভাবের উদয় হয়। এক একবার ভ্রম হয়, বুঝি, অভাগিনী পদ্মাবতী আমার পাপাচার দৃষ্টে নির্জ্জনে কোন কুটীর-বাসিনী ছিল, দুঃখতাপে এরূপ মলিনা হ'য়েছে। তুমি চণ্ডাল-গৃহে পালিতা হ'তে পার, কিন্তু কদাচ চণ্ডাল-ঔরসে তোমার জন্ম নয়।

চিত্তহরার প্রবেশ

চিত্ত। মহারাজ, কেমন ?

অশোক। আশ্চর্য্য ঔষধ! অগণ্য ক্রিমি নির্গত হ'য়েছে। আমার রোগের যন্ত্রণামাত্র নাই, তবে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল।

চিত্ত। (পদ্মাবতীর প্রতি) তুমি এখন যাও, ক'দিন দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রেছ, একটু বিশ্রাম করগে। আমি রাজার কাছে আছি।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

মহারাজ, যদি আরোগ্য লাভ ক'রে থাকেন, দাসীকে পুরস্কৃত করুন।

অশোক। আমিই তোমার নিকট বিক্রীত, আর কি পুরস্কার তুমি প্রার্থী? তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই।

চিত্ত। আমি সপ্তাহ মহারাজের নিকট রাজ্যভার প্রার্থনা ক'চ্ছি।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তোমার ব্যবহারে দিন দিন আমি বিস্মিত হ'চ্ছি! আমার ধারণা ছিল যে, তুমি ধর্ম্ম-পিপাসায় আমায় বরণ ক'রেছ। ভেবেছিলুম, সস্ত্রীক বুদ্ধদেবের কার্য্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাক্‌ব। আমি রাজভিক্ষু, তুমি রাজভিক্ষুণী হবে। কিন্তু সে ধারণা আমার দিন দিন অপসৃত হ'চ্ছে। যেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য-পরিদর্শনে যেতে অসম্মতা হও, বলেছিলে—অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তঃপুরেই কার্য্য, পর্য্যটন কার্য্য নয়—আমার তখনই মনে সন্দেহ হ'য়েছিল। আমার এখন মনে হয়, তোমার ভোগ-বাসনা অতৃপ্ত; ভোগের নিমিত্ত রাজ-গৃহে আগমন ক'রেছ।

চিত্ত। মহারাজের তিরস্কার—আমার শিক্ষা। অবশ্যই আমার ত্রুটি আছে, নচেৎ মহারাজ কেন তিরস্কার ক'র্‌বেন। কিন্তু যে-নিমিত্ত দেবসেবা পরিত্যাগ ক'রে রাজ-কার্য্যভার-গ্রহণ বাসনা ক'রেছি, অনুমতি হ'লে শ্রীচরণে নিবেদন করি।

অশোক। কি বল?

চিত্ত। মহারাজ, আপনি রাজভিক্ষু, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য—উভয় কর্ত্তব্যই আপনার। আপনার পিতামহ-স্থাপিত ও আপনার বাহুবলে বর্দ্ধিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যা'তে স্থায়ী হয়, যা'তে ভিন্নদেশে ভিন্ন রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব না হয়, যা'তে এক পরিবারের ন্যায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ পাটলিপুত্রের অধিকার স্বীকারপূর্ব্বক শান্তিলাভ করে, এই বৃহৎ কার্য্য যদি মহারাজের কর্ত্তব্য-কার্য্য হয়, তাহ'লে—দাসীকে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, সে কার্য্যে মহারাজের ত্রুটি হ'চ্ছে।

অশোক। কেন?

চিত্ত। মহারাজ, দেহ চিরস্থায়ী নয়। আপনার অবর্ত্তমানে এ বিপুল রাজ্যভার কার উপর ন্যস্ত ক'র্‌বেন? পাটরাণীর একমাত্র পুত্র ভাবী সিংহাসন-অধিকারী কুনাল দূর তক্ষশিলায় থেকে কিরূপে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হবে? মহারাজ যখন কুনালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন, দাসী নিষেধ ক'রেছিল, মহারাজ তা গ্রাহ্য করেন নাই। বলেন, তক্ষশিলায় রাজকার্য্য শিক্ষা করুক। কিন্তু সে শিক্ষার পরিচয় মহারাজ নিজমুখে দিয়েছেন। কুনাল সপত্নীক ভিক্ষার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে গান করে।

অশোক। কিন্তু তুমি সে ভিক্ষুকের প্রেমের রাজ্য স্থাপন দেখ্‌লে কদাচ এ কথা ব'ল্‌তে না। তথায় রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই, শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন নাই, কুনালের শিক্ষায় তক্ষশিলাবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে অবস্থান ক'চ্ছে।

চিত্ত। মহারাজ, আমার সন্দিগ্ধ চিত্ত। আমার মনে হয়, তক্ষশিলা-বাসীরা জানে যে, কুনাল মহারাজ অশোকের বাহুবল-রক্ষিত, সেই ভয়ে কুনালের বশীভূত। কিন্তু যেদিন সে ভয় দূর হবে, প্রেমের

বশ্যতাও বর্জ্জন ক'রবে। সাধারণ মানব চরিত্র এইরূপ আমার ধারণা। শাসন ও প্রেম রাজকার্য্যে উভয়ই প্রয়োজন।

অশোক। তোমার মন্তব্য কি ?

চিত্ত। আমার মন্তব্য কতদূর আমার মুখে শোভা পাবে জানি না। পদ্মাবতী জীবিতা থাক্‌লে তাঁর শোভা পেত—আমি বিমাতা, আমার পুত্র নাই, আমার কুনালের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল! আমি রাজ্যভার পেলে যেরূপে হয়, তারে গৃহে আন্‌ব।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি! আমি রাজ্যভার তোমায় সপ্তাহের জন্য প্রদান ক'চ্ছি। কল্য আমি গয়াধামে গমন ক'রব। বহুদিন বোধিবৃক্ষ দর্শন করি নাই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

[অশোকের প্রস্থান।

তৃষার প্রবেশ

তৃষা। এই পত্র শোন'—"কুনাল, তুমি রাজমহিষীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছ, হয় মার্জ্জনা—প্রার্থনা ক'রে তাঁর কৃপালাভ কর, নচেৎ নিজ-হস্তে চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক তক্ষশিলা হ'তে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস কর।" আর এই পত্র তক্ষশিলার কর্ম্মচারীদের উপর,—"পাষণ্ড কুনালের চক্ষুদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক রাজ-সমীপে প্রেরণ ক'র, আর দুষ্টকে তক্ষশিলা হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দূর পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থান দিও।" এস, রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে পত্র প্রেরণ কর।

চিত্ত। যদি সে চক্ষু উৎপাটন করে, এ কথা গোপন থাক্‌বে না, তাহ'লে আমার নিশ্চয় প্রাণবধ হবে।

তৃষা। চিন্তা ক'র না, রাজা স্বয়ংই ম'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—রাজকক্ষ

কুনাল ও কাঞ্চনমালা

কাঞ্চন। কুসুম সুন্দর যদি নয়
কেন তায় পূজে দেবতায় ?
ভোজ্য বস্তু সুস্বাদু সকল
দেবতার পদতলে কি হেতু অর্পিত ?
দেবমূর্ত্তি সুন্দর গঠন কোন্ প্রয়োজন—
নর-দৃষ্টি যদি, নাথ, প্রয়োজনহীন ?
আমি তো তোমায়
কুসুমমালায় সাজায়ে জুড়াই প্রাণ—
অঙ্গের সৌরভে গরবে উথলে হৃদি।
শ্রবণবিবর মধুস্বরে তৃপ্ত মম,
প্রসাদ অমৃত হয় জ্ঞান,
স্পর্শে হয় স্বর্গ অনুভব।
হয় হ'ক নশ্বর এ সব,
তোমা ছাড়া নিত্য সুখ নহি অভিলাষী।

কুনাল। অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।
প্রকৃতির শোভা যা নেহার—
অস্ফুট অন্তর-ছবি মাত্র সে সুষমা ;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা
কিম্বা স্পর্শেন্দ্রিয়

অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব।
পঞ্চসুখ একত্র মিলিত—
বৰ্দ্ধিত সহস্রগুণে
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।
সে সুখ-আশায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায়,
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম।
নশ্বর এ দেহে তব কেন অনুরাগ?
এস, বসি দোঁহে ধ্যানে—
ধ্যান সংমিলনে
উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।

কাঞ্চন। নিয়ত অনন্ত ভাবে তুমি মোর হৃদে,
সান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব!
অন্তরে-বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে;
ধ্যানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি, নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি হৃদয়-ঈশ্বর।

দূতের প্রবেশ

কুনাল। কে তুমি?

দূত। পাটলিপুত্র হ'তে মহারাজের পত্র এনেছি।

কুনাল। (পত্র মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ পূর্ব্বক) এতদিনে মহারাজের কৃপায় আমার মমতা দূর হ'ল।

কাঞ্চন। কি পত্র?

কুনাল। এই দেখ। (পত্র প্রদান)

কাঞ্চন। (পত্র পাঠ করিয়া) নাথ, নাথ, তুমি তো কার' নিকট দোষী নও—তবে কেন মহারাজ লিখেছেন, তুমি মহারাণীর নিকট অপরাধী?

কুনাল। মহারাণী আমার শিক্ষার জন্য মহারাজকে এইরূপ ব'লেছেন। সকলে বলে, আমার নয়নদুটী সুন্দর—সেইজন্য বোধ হয় আমার চক্ষের উপর মমতা আছে। রাজরাণীর কৃপায় সে মমতা আমার দূর হবে।

দূত। কুমার, মহারাজের আদেশে আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, আপনি পাটলিপুত্র যেতে প্রস্তুত?

কুনাল। না। (প্রণামান্তর দূতের প্রস্থানোদ্যোগ) যাবেন না, আপনি রাজদূত, আমার পূজ্য—আমার আতিথ্য-গ্রহণ করুন।

দূত। আমার বহু কার্য্য, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

কুনাল। আপনি কি উত্তর ল'য়ে পাটলিপুত্র গমন ক'র্‌বেন? তবে যদি কৃপা ক'রে আমার নিকট পুনর্ব্বার আসেন, আমি কোন উপঢৌকন রাজরাণীর নিকট প্রেরণ ক'রব।

দূত। যে আজ্ঞা।

[দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চন। নাথ, নাথ, তুমি কি তোমার চক্ষু উৎপাটন ক'রবে?

কুনাল। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, সহধর্ম্মিণী—কর্ত্তব্যে বাধা দিও না।

কাঞ্চন। প্রভু, প্রভু, এ ছল—কদাচ এ মহারাজের পত্র নয়। কে ও দূত? এমন বিকট আকৃতি তো আমি কখন' দেখি নাই! আস্‌বামাত্র আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছে।

কুনাল। দূত যেই হ'ক, এ মহারাজের নামাঙ্কিত পত্র,—আমি কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌ব না।

কাঞ্চন। চল, আমরা পাটলিপুত্রে যাই, মহারাজকে বলি, তুমি নিরপরাধ।

কুনাল। এ তো আমার অপরাধের দণ্ড নয়, এ আমার শিক্ষা—পাটলিপুত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, কি ব'লছ—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে ?

কুনাল। সর্ব্বনাশ নয়—বার বার গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্‌ব।

কাঞ্চন। নাথ, দাসীর বুকে কেন শেলাঘাত করেন ?

কুনাল। প্রিয়ে, মন বাঁধ, উচ্চ কার্য্যের সহায় হও! আমার আদেশ—আমার মিনতি।

কাঞ্চন। তবে আমার চক্ষু উৎপাটন কর।

কুনাল। প্রিয়ে, তুমি আমার সেবা ক'র্‌তে ভালবাস—মঙ্গলময় তোমার সম্পূর্ণ সেবার সুযোগ দিচ্ছেন। তুমি ক্ষোভ বশতঃ অন্ধ হ'লে এ অন্ধের সেবা তো হবে না। শান্ত হও।

কাঞ্চন। (নীরবে রোদন)

কুনাল। প্রিয়ে, রোদন ক'র না, কারা আস্‌ছেন।

[অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীগণের প্রবেশ

কি মন্ত্রীমহাশয়, আপনারা বিষণ্ণ কেন ?

মন্ত্রী। কুমার, দেখুন—এ কঠোর আজ্ঞা কে প্রতিপালন ক'র্‌বে ? এ নিশ্চিত কোন শত্রুর প্ররোচনায়—নতুবা, রাজা ক্ষিপ্ত। (কুনালের হস্তে আদেশ-লিপি প্রদান)

কুনাল। (লিপি পাঠ করিয়া) পত্র তো মহারাজের নামাঙ্কিত।

মন্ত্রী। হ'ক নামাঙ্কিত,—রাজা স্বয়ং এসে আদেশ দিলেও আমরা এ কঠোর কার্য্যে প্রস্তুত নই।

কুনাল। রাজ্য-পরিচালনায় অনেক কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, এ তো মন্ত্রীম'শায় অবগত আছেন।

মন্ত্রী। না, এরূপ কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাজকার্য্য নয়, এ বাতুলতা।

কুনাল। ছিঃ ছিঃ, ওরূপ ব'ল্‌বেন না।

মন্ত্রী। ব'লব না কি? আমরা বিদ্রোহী হ'তে প্রস্তুত। এ কার্য্য করবার আগে নিজের চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, স্ত্রীর চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, পুত্রের চক্ষু উৎপাটন ক'রব, বাহু ছেদন ক'রব! এই প্রেমিক পরমপুরুষের চক্ষু উৎপাটন—এ কথা শ্রবণেও পাতক আছে! আমরা একমতে দৃঢ়বাক্যে ব'ল্‌ছি, আমরা এ পত্রের আদেশ পালন ক'র্‌ব না।

কুনাল। মন্ত্রীবর, আপনাদের বিদ্রোহাচরণের প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে যান।

মন্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারাজ—আপনার উপর আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধা—তা পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্য পত্র দিয়েছেন। বোধ হয়, আপনার নিকট অপর পত্রে মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন যে, তিনি পরীক্ষার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ ক'রেছেন।

কুনাল। যদিচ পত্রের মর্ম্ম ওরূপ নয়—আপনারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবাসে যান।

সকলে। জয় কুমার কুনালের জয়—জয় ধর্ম্মপ্রচারক কুনালের জয়—জয় প্রজাপালক কুনালের জয়—জয় মানববন্ধু কুনালের জয়—জয় পরম শিক্ষাদাতা কুনালের জয়!

[মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীগণের প্রস্থান।

দূতের প্রবেশ

দূত। আমি অদ্যই প্রত্যাগমন ক'রব। কি উপঢৌকন আছে, দিন।

কুনাল। আমি আন্‌ছি—অপেক্ষা করুন। [কুনালের প্রস্থান।

দূত। উঃ! বুদ্ধ এরে দিবারাত্র কোলে ল'য়ে অবস্থান ক'চ্ছে! এ কি উচ্চ মানব-প্রকৃতি! এ কি দেহের মমতা-বিসর্জ্জন! এর নরকেও তো শান্তি ভঙ্গ হবে না। বুদ্ধ নির্ব্বাণ-লাভ ক'রে একেই কি বোধি-সত্ত্ব প্রদান ক'র্‌বে!

উৎপাটিত চক্ষুদ্বয় কৌটায় লইয়া অন্ধ কুনালের প্রবেশ

কুনাল। মহাশয়, গ্রহণ করুন।

[কৌটা লইয়া দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চনমালার পুনঃ প্রবেশ

কেমন, তুমি প্রস্তুত?

কাঞ্চন। আমি দাসী, তোমার যা আজ্ঞা তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে?

কুনাল। প্রিয়ে, অন্ততঃ ছদ্মবেশে এ পুরী পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজাদেশে চক্ষু উৎপাটিত ক'রেছি—আমায় এ অবস্থায় দেখে সকলে রাজদ্রোহী হবে। আজ গভীর রাত্রে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে নগর হ'তে বহির্গত হব। জেন, প্রিয়ে, সে বেশ ছদ্মবেশ নয়, আজ হ'তে ভিক্ষা আমাদের জীবিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

চিত্তহরা ও তৃষা

চিত্ত। তোমাদের কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই, তোমরা আমার সর্ব্ব-নাশ ক'রবে। আমি পত্র প্রেরণ ক'রে ছদ্মবেশে স্বয়ং তত্ত্ব নিতে

গিয়েছিলুম—কুনাল চক্ষু উৎপাটন ক'রে গভীর নিশীথে সস্ত্রীক তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রে কোথা চ'লে গিয়েছে। রাজ-কর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিকে তার অনুসন্ধান ক'চ্ছে। আমার পত্র ল'য়ে রাজার নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ ক'রেছে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে, পত্র জাল। সংবাদ পেলেই রাজা আমার প্রাণবধ ক'রবে। কুনালকেও পেলুম না—আমার প্রাণবধও হবে।

তৃষা। তুমি রাজার প্রাণবধ ক'রে সুখে রাজ্যভোগ কর।

চিত্ত। মুখের কথা তো বল্‌লে! আমি রাজপুরী ছিলেম না, এ সংবাদ পেয়ে রাজা আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট!

তৃষা। শোন'—আমি গয়ায় মন্ত্রপূত সূত্র দ্বারা বোধিবৃক্ষ বেষ্টন ক'রে এসেছি, বৃক্ষ শুষ্ক হ'চ্ছে। সে সূত্র অপর হস্তে ছেদিত হবে না। তুমি এই অস্ত্র নাও, এই অস্ত্র দ্বারা সূত্র ছেদিত হ'লেই বৃক্ষ হ'তে বহুশাখা নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হবে। তখন তুমি রাজাকে যা ব'লবে,. রাজা শুন্‌বে। তুমি ব'লবে—"আপনার রোগের শেষ আছে, এই ঔষধ সেবন করুন"—তাহ'লে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক'র্‌বেন ও দীর্ঘজীবি হবেন। রাজা ম'লে তুমিই রাজরাণী, আমরা তোমায় সাহায্য ক'রব। আর তোমায় বাধা দেয় কে! এই অস্ত্র নাও, আর এই বিষ নাও। তুমি আমাদের অবিশ্বাস কর!—অচিরে বুঝবে, তুমি আমাদের আপনার লোক। আর ভাণ্ডার তো তোমার হাতে—ভাণ্ডারের ধন বিতরণ ক'রে সেনাদের বশীভূত কর। আর রাজার বিরোধী লোক অনেক আছে, নানাপ্রকার উৎসব ক'রে তাদেরও বশে আন', তাহ'লেই রাজ্য তোমার। এক অশোককে ভয়, সে ম'লে কে আর তোমায় বাধা দেবে?

[তৃষার প্রস্থান।

চিত্ত। আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপ্‌ছে। এর মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, যেন আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'চ্ছে। আমি ওদের আপনার লোক! ওরা তো দানব-দানবী—ভূত-প্রেতিনী! কি ব'লে গেল! অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তক্ষশিলার সংবাদ না আস্‌তে আস্‌তে রাজাকে বিষ দেব।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কি হবে, কি ক'রবে! কুনাল সম্বন্ধে কি ব'ল্‌লে বুঝ্‌তে পারলুম না। নিশ্চয় বাছার কোন অনিষ্ট-সাধন ক'রেছে। রাজাকে বিষ দেবার কথা কি ব'ল্‌লে? আমি আকালকে সমস্ত কথা বলি, সে যদি কোন উপায় ক'রতে পারে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-সম্মুখস্থ পথ

পর্ব্বতগাত্রে অশোকের 'আদেশ' খোদিত।

কয়েকজন পথিকের প্রবেশ ও 'আদেশ' পাঠকরণ।

দেবীর-প্রবেশ

দেবী। (স্বগত) আমার প্রাণ কেন আজ এত ব্যাকুল হ'চ্ছে! আমার প্রাণের ভিতর যেন হাহাকার-ধ্বনি উঠ্‌ছে! যেন "কুনাল কুনাল"— ব'লে আমার প্রাণ কাঁদছে! বাছার কি কোন অমঙ্গল হ'ল! আমি তো স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি নে!

১ম পথিক। ওরে ওরে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি আয়—

২য় ঐ। ও মেয়েমানুষ—ভিক্ষুণী ; ও কি ব'লবে ?

১ম ঐ। আরে, না না, উনি সর্ব্বস্থানে ঘুরে বেড়ান। লোককে বুঝিয়ে দেন, এর মর্ম্ম কি।

২য় ঐ। ইনি কে ?

১ম ঐ। জিজ্ঞাসা কচ্ছি, দাঁড়া। (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ মা, এই পর্ব্বতের গায়ে কি লেখা ?

দেবী। মহারাজ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত ক'রে প্রজাদের আদেশ দিয়েছেন যে—সকলে দানধর্ম্ম আচরণ ক'রে ইহকাল ও পরকালের কার্য্য কর। উচ্চ-নীচ সকলেই মুক্তির অধিকারী। কঠোর আত্ম-ত্যাগই—সাধন। এ সাধন—হীন অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির কঠিন।

১ম পথিক। মা, আমরা ব্যাপারী, দেশবিদেশে বেড়াই। সকল জায়গাই তোমাকে দেখি—যেখানে যেখানে এম্‌নি সব লেখা আছে—তুমি বুঝিয়ে দাও, তুমি কে মা ?

দেবী। আমি রাজদাসী, আমার এই কার্য্য।

২য় পথিক। ওঃ, খুব পাকা পাকা কথা সব রাজা লিখে দেয়। আমরা কি সব বুঝ্‌তে পারি ? তবে এই বুঝি—এক মুঠো থাকে, কেউ খেতে চায়, আধ মুঠো দিয়ে খাব।

দেবী। বাবা, ক্রমে সব বুঝ্‌বে।

৩য় পথিক। কি ক'রে লিখ্‌লে ?

দেবী। (স্বগত) না আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নে। আমার আরও প্রাণ আকুল হ'চ্ছে ! কোথাও নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান করি।

[দেবীর প্রস্থান।

অন্ধ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ

উভয়ের গীত।

কুনাল। মানস-সরে চিত্ত-কমল-কলি, জ্ঞানারুণ হেরি হাসে।
কাঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরে বাহিরে, চিত-কুমুদিনী সনে বিহরে বিলাসে॥
কুনাল। নশ্বর নয়ন নাহি আর কাজ,
কাঞ্চন। শত আঁখি খেলে মম হেরি হৃদিরাজ ;
কুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্ম্মল জ্যোতি,
কাঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ পাশে প্রাণপতি ;
কুনাল। মুক্ত মুক্ত—গেল বন্ধন-পাশ,
কাঞ্চন। পতি-পদ-আশ—
সোহাগে প্রাণ বাঁধা পতি-প্রেম-ফাঁসে।
উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে॥

জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ

বৃদ্ধা। আহা, কার বাছারে! আহা, দুটী চক্ষু নাই! বুঝি, খায় নাই—রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে বাছাদের মুখ দু'খানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা, বাছারা, আমাদের বাড়ীতে এসে একটু জিরুবি? আয়, খুদ-কুঁড়ো যা ঘরে আছে, খেয়ে যাবি।

কুনাল। চল, মা দয়াময়ি!

১ম পথিক। ওগো ওগো, পয়সা নেবে? আমরা দিচ্ছি—এই নাও।

কাঞ্চন। না, বাবা, আমরা ভিক্ষু, আমাদের উদর পূর্ণ হ'লেই যথেষ্ট, আর আমাদের প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা। এস, বাবা, এস—

[বৃদ্ধার পশ্চাৎ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

২য় পথিক। দেখ্, বড় ঘরের ছেলে, বড় ঘরের মেয়ে। এখন এই সব হ'য়েছে। যে-সে ভিখিরী হ'লে কি পয়সা ছাড়ে!

দেবীর পুনঃ প্রবেশ

দেবী। নিশ্চয় কুনালের কণ্ঠস্বর! (পথিকগণের প্রতি) বাবা, এইখানে কে গান ক'চ্ছিল নয়?

১ম পথিক। হ্যাঁ মা, একটী অন্ধ ব্যাটা ছেলে, আর তার সঙ্গে একটী টুক্‌টুকে মেয়ে। আমরা পয়সা দিতে চাইলুম, নিলে না। এক বুড়ী তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

দেবী। তারা কোন দিকে গেল, বাবা, কোন দিকে গেল?

(নেপথ্যে কুনালের সঙ্গীত)

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি।
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি॥

দেবী। ঐ যে আমার কুনাল, ঐ যে আমার কুনাল!

[বেগে দেবীর প্রস্থান।

২য় পথিক। আহা, এই মাগীর বুঝি কেউ হবে রে! চল, চল—দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

বুদ্ধগয়া---শুষ্ক বোধিবৃক্ষ-সম্মুখ

অশোক, বৌদ্ধগণ, রাধাগুপ্ত ও পারিষদগণ

অশোক। আমরা নিষ্ফল তিন দিন অনাহারে প্রার্থনা ক'চ্ছি, বৃক্ষ দিন

দিন অধিক শুষ্ক হ'চ্ছে—অবশ্য রাজ্য কোন মহাপাপে কলুষিত। রাজার পাপেই রাজ্য কলুষিত হয়। এর কি প্রায়শ্চিত্ত—আপনারা আজ্ঞা করুন।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ, অকারণ কেন আত্ম-নিন্দা কচ্ছেন? আপনি রাজর্ষি, পরম নির্ম্মল—এর কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে, গুরুদেব উপগুপ্তের নিকট তাঁর শিষ্যেরা গিয়েছেন, অচিরে তাঁরে ল'য়ে হেথা উপস্থিত হবেন।

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজ্যে প্রচার কর, যে এই বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'রবে, আমি তা'রে রাজ্যেশ্বর ক'রব, জগতে যে যে প্রিয় বস্তু তার প্রার্থনা—সমস্তই তা'রে প্রদত্ত হবে।

চিত্তহরার প্রবেশ

এ কি তুমি হেথায় কেন? সংবাদ পেলেম, তুমি অতি দুর্নীত কার্য্য ক'রেছ। আমার অনুপস্থিতিতে নগরে কুৎসিৎ উৎসবাদি সম্পন্ন হ'য়েছে। সেনাদের ভাণ্ডার হ'তে ধন বিতরণ ক'রেছ, তারা রাজমন্ত্রীদের উপেক্ষা করে। তুমি গুপ্তবেশে যথায় ইচ্ছা গমন কর। তোমার বিরুদ্ধে এ সকল কি সংবাদ?

চিত্ত। মহারাজ, আমার কার্য্য—আমি কার্য্যে পরিচয় প্রদান ক'রব। সমস্ত কার্য্যই দেবাদেশে ক'রেছি— দেবতার প্রসাদে আমি এই জীর্ণ বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'রব। এই দণ্ডেই বৃক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু নব-শাখা বিস্তার ক'রে আমার নিন্দুকের মস্তক অবনত ও আমার প্রতি দেব-কৃপা সপ্রমাণ ক'রবে। এই সূত্ররূপ বৃক্ষনাশক কীট অপর অস্ত্রে ছেদিত হবে না,—যদি কার' ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করুন।

অশোক। না, না, পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। তুমি বৃক্ষ সজীব কর, আমারও প্রাণদান কর।

(চিত্তহরার সূত্র কর্ত্তন এবং বৃক্ষের পুনর্জ্জীবিত হওন)

সকলে। ধন্য রাজরাণী ধন্য !

চিত্ত। মহারাজ, দেবাদেশে আমি অর্থ ব্যয় ক'রেছি, নিন্দুকেরা অপবাদ দিয়েছে। দেব-কৃপায় আমি আর এক পরম রত্ন প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজের এখনও পীড়া উপশম হয় নাই, পীড়ার শেষ আছে। এই ঔষধ-সেবনে রোগ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'র্‌বেন আর প্রজার সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত দীর্ঘজীবি হবেন। কার্য্যান্তে দাসী রাজ-চরণে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌বে।

(নেপথ্যে কুনালের গীত)

শ্বাস-বায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ, হর অহমিতি অভিমান ;
ধায় ধায় চিত্ত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে—যায় বিশ্বে মিলাইয়ে ;

অশোক। এ কে গান ক'চ্ছে—যেন কুনালের কণ্ঠ-স্বর অনুমান হ'চ্ছে। মন্ত্রীবর, দেখ গায়ককে সত্বর হেথায় ল'য়ে এস !

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্ত। (স্বগত) আর বিলম্ব নয়, কুনাল এসেছে। (প্রকাশ্যে) মহা-রাজ, মহারাজ, ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। প্রিয়ে, বোধ হয় তোমার কুনাল আস্‌ছে।

চিত্ত। মহারাজ, মহারাজ, শুভক্ষণ ব'য়ে যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্ত গত হ'লে ঔষধের ফল হবে না। (ঔষধ প্রদানোদ্যতা)

বেগে আকালের প্রবেশ

আকাল। দুষ্টা, বারবিলাসিনি—(চিত্তহরার হস্ত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লওন)

অশোক। আকাল, আকাল, তুমি কি ক্ষিপ্ত? রাজ্ঞীকে কি ব'ল্‌ছ?

আকাল। মহারাজ, এ বারবিলাসিনী—আপনার ভ্রাতা সুসীমের উপপত্নী ছিল। এ বিষ—মহারাজকে বিষ দিয়ে মহারাজের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তে এসেছে।

চিত্ত। মহারাজ, এত অপকলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল! আমাকে বিদায় দিন, আমি চ'ল্‌লুম।

আকাল। মহারাজ, যেতে দেবেন না, দুষ্টার প্রাণদণ্ড করুন।

চিত্ত। মহারাজ, কত অপমান সহ্য ক'র্‌ব?

অশোক। প্রিয়ে, স্থির হও! দোষীর সমুচিত দণ্ড এখনই বিধান হবে। (আকালের প্রতি) তুমি কিরূপে জান্‌লে—এ বিষ?

আকাল। মহারাজ, এ দুষ্টা—পিশাচিনীর সখী। পৈশাচিক কুহকে বোধিবৃক্ষ শুষ্ক হ'য়েছিল, পৈশাচিক শক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছে।

অশোক। এ সংবাদ তুমি কিরূপে অবগত?

আকাল। যে চণ্ডালিনী আপনার পরিচর্য্যা ক'রেছিল, সে সমস্ত পরামর্শ শুনেছে, তার নিকট আমি শ্রবণ ক'রেছি।

চিত্ত। মহারাজ, বিচার করুন, তার বাক্‌শক্তি নাই! আমি চল্‌লুম।

(গমনোদ্যতা)

আকাল। মহারাজ, ধরুন, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আপনি আমার জীবন দান ক'রেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ ক'চ্ছি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিশাচিনীর হস্ত হ'তে মুক্তিলাভ করুন।

(বিষ পান)

অশোক। আকাল, আকাল, বিষ যদি তো কেন পান ক'র্‌লে?

আকাল। নচেৎ মহারাজ এ পাপিনীকে অবিশ্বাস ক'র্‌তেন না। আমার কণ্ঠস্বর রোধ হ'চ্ছে। মহারাজ—বিদায়— (আকালের পতন)

চিত্ত। মহারাজ, এ আমার শত্রুর ছল। আমার সঙ্গে এত শত্রুতা, এ স্থলে আমি আর থাক্‌ব না।　　　　(গমনোদ্যতা)

অশোক। কদাচ যেতে পাবে না। বিষ বা আকালের কপটতা পরীক্ষিত হ'ক্‌।

রাধাগুপ্ত ও পশ্চাৎ কুনালকে লইয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ

কুনালের গীত

কায়-বাক্য-মন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি।
শ্বাস-বায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ, হর অহমিতি অভিমান ;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে—বায় বিশ্বে মিলাইয়ে ;
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণ-মন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী !

দেবীর প্রবেশ

দেবী। মহারাজ, আপনার পুত্র, পুত্র-বধূকে গ্রহণ করুন। বাছারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরণ ক'রেছে। হা অদৃষ্ট !

অশোক। এ কি দেবি ! আমার কুনালের এ দশা কেন ? (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার এ দুর্দ্দশা কে ক'রেছে ?

তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত দূতের প্রবেশ

দূত। কঠিন পিতৃ-আজ্ঞায় ! (পত্র প্রদান)

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দুশ্চারিণি, এ তোরই কার্য্য।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। বাবা, বাবা, কুনাল, তোমার এ দশা হ'ল! আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রব! আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম, সেইজন্য কি আমার আর মুখ দর্শন ক'র্‌বে না! বাবা, বনবাসে তোমার ওই অলোক-সুন্দর মুখমণ্ডল মনে ক'রে জীবন ধারণ ক'রেছি। তোমায় রাজ্যেশ্বর দেখ্‌ব—যেদিন তোমায় প্রসব ক'রেছি—সেই দিন থেকে আমার সাধ—সে সাধে কেন বজ্রাঘাত হ'ল! বাবা, তোমায় অন্ধ দেখে এখনও আমার চক্ষু উৎপাটিত হ'ল না! বাবা, বাবা, কুনাল, আমার অঞ্চলের নিধি, এ কি হ'ল!

অশোক। এ কি, পদ্মাবতী! আমি এতদিন তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারি নাই!

কুনাল। মহারাজ, বনে চণ্ডালগৃহে বাস ক'রে জননী আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রকে ধাত্রীরূপে পালন ক'রেছিলেন—সেই পালনের নিমিত্তই অজ্ঞাতবাস ক'রেছেন। ইনি আমার গর্ভধারিণী, তদপেক্ষা মহাত্মা ন্যগ্রোধের ধাত্রী জননী!

অশোক। দেবি, তোমার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না! তুমি চণ্ডালিনী-বেশে এই পাপিনীর কিঙ্করী হ'য়ে রাজগৃহে বাস ক'রেছ! (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার স্ত্রৈণ পিতার কি প্রায়শ্চিত্ত, বল?

কুনাল। পিতা, আমি জড়-চক্ষু-হীন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কৃপায় আমার দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত! অলীক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দেবদৃষ্টি লাভ ক'রেছি। সমস্তই বিমাতার কৃপায়!

অশোক। মন্ত্রি, এই পাপিনীর কি শাস্তি বিধান কর? কিরূপে এর প্রাণদণ্ড করা উচিত?

কুনাল। মহারাজ, দাসকে ভিক্ষা দিন, প্রাণদণ্ড হ'লে পরম প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপে বঞ্চিত হবে। অভাগিনীকে অনুতাপের সময় দিন।

অশোক। না, বৎস, তোমার ন্যায় দেবত্ব আমার লাভ হয় নাই।

চিত্ত। (বিষের মোড়ক বাহির পূর্ব্বক সেবন করিয়া) কুৎসিত রাজা, তুই আমায় কি দণ্ড প্রদান ক'র্‌বি? আমার নিকট এখনও ঐ তীব্র বিষ ছিল—আমার যন্ত্রণার এখনই অবসান হবে! তুই যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর। (কুনালের প্রতি) কুনাল, তোর দয়া আমার পক্ষে মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা! তুই আমায় উপেক্ষা ক'রেছিলি, তোর চক্ষু-উৎপাটন ক'রে শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, সে তোর শাস্তি নয়। মৃত্যুর পর যদি আস্‌বার উপায় থাকে, আমি তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরে দেখ্‌ব—কিসে তোর শাস্তি হয়। (পতন ও মৃত্যু)

দেবী। মহারাজ, সাধ্বী রাজ-কুল-বধূকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি যত্নে তোমার অন্ধপুত্রের সেবা ক'রেছে—আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবী এলেও বর্ণনা ক'র্‌তে অক্ষম হব।

অশোক। দেবি, আমি এই সাধ্বী জননীর কি পুরস্কার দেব—মা'র আমার চিত্ত-প্রসাদ পুরস্কার! মাগো, তোমার স্বামী অন্ধ, তুমি রাজরাণী হবে না—এই খেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে!

কাঞ্চন। পিতা, আক্ষেপ ক'র্‌বেন না—পতিপ্রেমে আমি ইন্দ্রাণী অপেক্ষা বৈভবশালিনী। আমি পরম সম্পদ পতি-সেবার অধিকার প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমি অন্য সম্পদ প্রার্থী নই।

পদ্মা (কাঞ্চনমালাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা মা আমার!

উপগুপ্তের প্রবেশ

অশোক। গুরুদেব, গুরুদেব! দেখুন—কত দিনে আমার শাস্তির

অবসান হবে! ধিক্ রাজ্য, অশোক নামে ধিক্! বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখেছি, রাজরাণীকে বনবাসিনী ক'রেছি, আজ আমার বংশধর কুনাল চক্ষুহীন! পরমসুহৃদ্ প্রভুভক্ত আকাল—বিষপানে মৃত! প্রভু, আমি কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্‌ব।

উপ। মহারাজ, দেহীর ধৈর্য্যাবলম্বনই শান্তির একমাত্র উপায়। সংসার যদি কণ্টক-শয্যা না হ'ত, কে নির্ব্বাণ-কামনা ক'রত? মহারাজ, প্রভুর পরম কৃপায় সংসার বিষবৎ জ্ঞান হয়। আকাল, ওঠ', তোমার রাজ-ভক্তির আদর্শ-প্রদান সম্পূর্ণ হয় নাই।

আকাল। (ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু, আবার ফেরালেন! আস্তে আস্তে দিব্বি আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম।

উপ। বৎস, অচিরে নর-চক্ষে দিব্য জ্যোতি দর্শন ক'র্‌বে! বৎস কুনাল, বুদ্ধদেব তোমায় যেরূপ অন্তরে দর্শন দিচ্ছেন, জড় দৃষ্টিতেও সেইরূপ দর্শন দেবেন, সেই জন্য তোমার কুনাল-চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হও।

পদ্মা। কৃপাময়, নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দদাতা!

অশোক। প্রভু, প্রভু, যদি কৃপা ক'রেছেন, আর আমায় রাজকার্য্যে লিপ্ত রাখ্‌বেন না। কুনালকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দাসকে আপনার পদ-সেবায় নিযুক্ত করুন।

কুনাল। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, আমি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন ক'রেছি, সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌বেন না।

উপ। মহারাজ, পাটলিপুত্রে চলুন।

অশোক। প্রভু, আর আমার সিংহাসনে ইচ্ছা নাই।

উপ। কুনালের পুত্র সম্প্রীতিকে সিংহাসনে অভিষেক ক'রে যেরূপ ইচ্ছা ক'র্‌বেন। (চিত্তহরাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ হতভাগিনী রাজ-গলে মাল্য-প্রদান ক'রেছিল, এর সৎকারের আজ্ঞা দিন।

আকাল। প্রভু, কৃপা ক'রে একবার বাঁচিয়ে দিন—বেটীর চক্ষু-লজ্জা হয় কিনা, দেখি।

উপ। বৎস, এ পাষাণীকে মার নরকে ল'য়ে স্থান দিয়েছে। পাপিনীর প্রাণ আর দেহে নাই।

আকাল। বেটীকে নিয়ে মার বেটাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌বে। ভাল, প্রভু, ও তো মারের সহচরী, মার কেন ওকে নরকে দিলে?

উপ। নরক মারের রাজ্য—মার স্বয়ং নরকবাসী—সমস্ত পাপীর উপর তার অধিকার। প্রজাবৃদ্ধির জন্য মানবকে প্রতারিত করে। চলুন, মহারাজ, বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

[রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুইজন মার-অনুচরের প্রবেশ

১ম চর। মন্ত্রীমহাশয়, আমরা সৎকার ক'রব।

রাধা। কি পুরস্কার প্রার্থনা কর?

২য় চর। কার্য্য শেষ ক'রে পুরস্কার গ্রহণ ক'রব—আপনি যান।

রাধা। (স্বগত) ও বাবা, এরা কে! যে হ'ক, আমি নিশ্চিন্ত।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

মারের প্রবেশ

মার। ল'য়ে যাও, রাখ অস্থি নরকের দ্বারে।

[শব লইয়া মার-অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

বোধিবৃক্ষ,
তব মূল কলুষিত করিব নিশ্চয়—
রহ রহ সময় সাপেক্ষ মাত্র তাহা।
তব মূল শান্তিময় স্থান না রহিবে,

হিন্দুসনে মহা দ্বন্দ্ব বৌদ্ধের বাধিবে ;
কিন্তু এই নিদারুণ খেদ,
নির্ম্মূল না হবে কোন কালে—
লঙ্কাদ্বীপে শাখা তব যত্নে আরোপিত।
যাক্‌, যা হবার হবে,
উপস্থিত উপায় কি করি ?
পরাভব নেহারি শিহরি,
তবু নাহি ক্ষমা দিব রণে ;
দৃঢ় দুর্গ আছে মম অশোক-হৃদয়ে—
অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে !
তবে কি হেতু নিরাশ—
অহঙ্কার কে পারে ত্যজিতে ?
করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান,
পাবে তায় কিরূপে নিস্তার !
না না, ভয় হয়,
অলক্ষিত কি আছে আশ্রয়—
যাহে পদে পদে পরাজয় মম।
থাকে যেবা থাকুক আশ্রয়—
অহঙ্কার দুর্ম্মদ সহায় মম।
কি হেতু সংশয়,
কি হেতু আশঙ্কা আর,
রণজয় নিশ্চয় হইবে। [প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—অশোকের কক্ষ

রাধাগুপ্ত ও আকালের প্রবেশ

রাধা। আকাল, সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে—দেখ্‌ছ না ?

আকাল। ম'শায়, আমার সর্ব্বও কখন ছিল না, নাশও কার নাম জানি না।

রাধা। ব্যঙ্গ ক'র না, মহারাজ স্বর্ণ-পাত্রে ভোজন ক'র্‌তেন—প্রতিদিন সে স্বর্ণ-পাত্র সঙ্ঘকে পাঠিয়েছেন।

আকাল। আজ্ঞে হ্যাঁ! তারপর বুদ্ধি ক'রে মহারাজকে রৌপ্য-পাত্রে আহার ক'র্‌তে দিয়েছিলেন। তাও বন্ধ ক'রে লৌহ-পাত্রে দিয়েছিলেন। তারপর মৃত্তিকাপাত্র দিয়েছেন।

রাধা। তোমার মতন তো দায়িত্বহীন আমরা নই। মহারাজ পৌত্রকে রাজ্য অর্পণ ক'রেছেন, ভাণ্ডারের সমস্ত অর্থ যদি বৌদ্ধ-সঙ্ঘের জন্য ব্যয় ক'র্‌বেন, রাজকোষ শূন্য হ'লে রাজ্য চ'ল্‌বে কি প্রকার ?

আকাল। যা ক'র্‌বার তা তো ক'রেছেন, এখন আমায় ব'ল্‌ছেন কি ?

রাধা। এখন' রাজাকে ক্ষান্ত কর।

আকাল। আর কি ক্ষান্ত ক'রব, আজ্ঞা করুন ?—ভূমি-শয্যা, মৃত্তিকা-পাত্রে আহার, পীতবস্ত্র পরিধান—আর কি বাসনা আছে, বলুন ?

রাধা। চুপ কর—

অশোকের প্রবেশ

অশোক। আকাল, যদি কেউ আমার আজ্ঞাবাহী থাকে, এই আমার হস্তস্থিত অর্দ্ধ আমলকী যেন সঙ্ঘকে প্রদান করে। তুমি জান'—আর আমার কিছুই নাই, এই অর্দ্ধ আমলকী আমার সম্বল। যদি আজ্ঞাবাহী কাকেও না পাও, তুমি স্বয়ং এ কার্য্য ক'র।

আকাল। মহারাজ, এ কাজের লোকের ভাবনা কি? মন্ত্রী ম'শায় মাথায় ক'রে দিয়ে আস্‌বেন। ভিক্ষুরাও বুঝ্‌বে যে, রাজার কাছে আর পাওনা-থোওনা কিছু নাই।

রাধা। মহারাজ, কেন এরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন, আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী র'য়েছি।

আকাল। দিন, মহারাজ, মন্ত্রীম'শায়ের আর ক্লেশের আবশ্যক নাই, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অশোক। ব'ল'—সঙ্ঘের যেন সকলে এর এক এক অংশ গ্রহণ করেন, আমার আর কিছুই নাই।

আকাল। (স্বগত) দশহাজার ভিক্ষু—বখ্‌রা ক'রতে বড় প্যাঁচ প'ড়্‌বে। [আকালের প্রস্থান।

উপগুপ্তের প্রবেশ

অশোক। প্রভু, আজও কি মারের অধিকার আমার অন্তরে আছে? এত যন্ত্রণাতেও কি আমার ভোগের অবসান হয় নাই?

উপ। মহারাজ, যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হবেন না। বটবৃক্ষের মূলের ন্যায় পাপবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে। স্থান-খনন ব্যতীত যেমন সেই দৃঢ়মূল বট নির্ম্মূল হয় না, অন্তরে আঘাত ব্যতীত পাপের মূলও নির্ম্মূল হয় না।

অশোক। রাধাগুপ্ত, এখন তোমাদের মহারাজা কে?

রাধা। মহারাজ, বিদ্যমান র'য়েছেন।

অশোক। সত্য ব'ল্‌ছ?

রাধা। দাস তো কখন' মিথ্যা বলে না।

অশোক। এখন' আমি রাজা?

আকালের পুনঃ প্রবেশ

রাধা। হ্যাঁ, মহারাজ!

অশোক। তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান ক'র্লেম।

রাধা। প্রভু, প্রভু, আপনারাই রাজ্য স্থাপন ক'রেছিলেন, আপনারাই রাজ্য নষ্ট ক'রলেন।

উপ। মন্ত্রীবর, বৌদ্ধসঙ্ঘ লোভী নয়। আমি সেই সঙ্ঘের প্রতিনিধি স্বরূপ যুবরাজ সম্প্রীতিকে চারি কোটী স্বর্ণ মুদ্রায় রাজ্য বিক্রয় ক'চ্ছি। এর কারণ শুনুন, মহারাজ শতকোটী স্বর্ণমুদ্রা সঙ্ঘে প্রদান ক'রতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে ছিয়ানব্বই কোটী প্রদান ক'রেছেন, অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ক। আকাল, পদ্মাবতী প্রভৃতিকে ল'য়ে এস। [আকালের প্রস্থান।

রাধা। ভাণ্ডার শূন্য—এত স্বর্ণমুদ্রা কিরূপে প্রদান করি? কোন বন্ধু রাজার সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। দেখি, কিরূপ হয়।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, কাঞ্চনমালা প্রভৃতিকে লইয়া আকালের প্রবেশ

উপ। মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার আজ্ঞা মন্ত্রীর প্রতি প্রদান ক'র্লেন না?

অশোক। প্রভু, আপনার কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত। আমি বুঝেছি—রাজ্য, ধন, কীর্ত্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের—আমি নিমিত্তমাত্র ছিলেম।

উপ। মহারাজ, আপনার অন্তর হ'তে কামক্রোধাদি রিপু—দারুণ পরীক্ষায় ইতিপূর্ব্বে বহির্গত হ'য়েছিল। যখন রাজ্যদান ক'র্লেন, তখনও দান-গৌরব আপনার অন্তঃকরণে ছিল। সে গৌরবের অধিকারী—'মার'। সে গৌরব পরিত্যাগ ক'রেছেন, বুঝেছেন—আপনি নিমিত্তমাত্র। এক্ষণে বুদ্ধদেবকে দর্শন করবার দৃষ্টি আপনার সম্পূর্ণ উম্মুক্ত—জ্যোতির্ম্ময়কে দর্শন করুন। মা পদ্মাবতি, মা দেবি,

তোমাদের কার্য্য পূর্ণ, তোমাদের যশোগাথা ধরণী ব্যাপ্ত হবে,—পতির সঙ্গে একত্রে দর্শন কর। বৎস কুনাল, তুমি দিব্যচক্ষে সস্ত্রীক দিবারাত্র প্রভুকে দর্শন ক'চ্ছ—তথাপি নর-চক্ষে দর্শন কর, এ নিমিত্ত চক্ষু প্রাপ্ত হ'য়েছ। আকাল, তুমি প্রভুর দর্শনে ত্রিকালজ্ঞ হ'য়ে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার কর। তোমার আত্মত্যাগী-সাধনের তুলনা হয় না। মন্ত্রীকে ব'ল যে, বৌদ্ধ-সঙ্ঘ লোভী নয়—অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে অর্থ প্রেরণ ক'র্‌বেন। সঙ্ঘের অর্থের নিমিত্ত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। মহারাজকে প্রতিজ্ঞা হ'তে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য সঙ্ঘ মুদ্রা গ্রহণ ক'র্‌বেন। সকলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন কর।—

পটপরিবর্ত্তন

শূন্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রকাশ

সম্মুখে মার করজোড়ে দণ্ডায়মান

উপ। মার, এইবার আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌ব। প্রভুর ইচ্ছায় কার্য্য বর্জ্জন ক'রে নির্ব্বাণ-কামনায় ধ্যানস্থ থাক্‌ব।

মার। তিরস্কার ক'র্‌বেন না, আমি পরাজিত। নির্ম্মল হৃদয়ে আমার অধিকার নাই। জয় বুদ্ধদেবের জয়!

সকলে। জয় বুদ্ধদেবের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!! জয় সঙ্ঘের জয়!!!

সমবেত সঙ্গীত।

মরি ভুবনমোহন মূরতি।
হরে ভ্রান্তি-তিমির চরণ-মিহির-জ্যোতি॥
বিমল বদনমণ্ডলে, করুণার্ণব উথলে,
হেরি পরশে পুলক মানব-হৃদয়-কমলে;
দীন-শরণ-গতি, স্মরণে অমল মতি,
অবনী, তপন, ব্যোম, সমীরণ,—নিয়ত করিছে আরতি॥

যবনিকা।